পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 5 Friday, 5 December, 2025 ✱ ৩১ বর্ষ, ৫ সংখ্যা ✱ ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, শুক্রবার, ৫ ডিসেম্বর ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

আমার গলা কেটে দিলেও বাংলায় এনআরসি নয় মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর, ৪ ডিসেম্বরঃ বহরমপুরের স্টেডিয়াম চত্বরে দাঁড়িয়ে ফের কেন্দ্রকে কঠোর নিশানা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পরিযায়ী থেকে শুরু করে নাগরিকত্ব, গঙ্গাভাঙন থেকে ওয়াকফ বিল-একাধিক ইস্যুতে তীব্র আক্রমণে শাসকদলের সর্বোচ্চ নেত্রীর। পরিযায়ী প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ, পরিযায়ী দেখলেই অত্যাচার। মুর্শিদাবাদ আর মালদহ দেখলেই সবাই নাকি বাংলাদেশি! ভাগ্যিস বীরভূমে জন্ম হয়েছিল-না হলে আমাকেও বাংলাদেশি বলে দিত! তাঁর দাবি, ওপার বাংলা থেকে ছিন্নমূল হয়ে আসা মানুষেরাও ভারতীয় নাগরিক। তাই বাংলায় এনআরসি কার্যকর হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''আমার গলা কেটে দিলেও ডিটেনশন ক্যাম্প করব না। বাংলার কাউকে তাড়াব না। বিজেপি শুনে রাখো।'' এদিনের অনুষ্ঠান থেকে সাগরদিঘিতে ৬৬০ মেগাওয়াটের সুপার ক্রিটিক্যাল তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প উদ্বোধনের কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী। ২০১৭ সালে ঘোষিত এই প্রকল্পে খরচ হয়েছে ৪,৫৬৭ কোটি টাকারও বেশি। ১০ ডিসেম্বর থেকে উৎপাদন শুরু হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, প্রায় ১৬ লক্ষ ৭০ হাজার পরিবার উপকৃত হবে, কর্মসংস্থান হবে ২৬ হাজার মানুষের। মুর্শিদাবাদ-মালদহের গঙ্গাভাঙন ইস্যুতেও এদিন ফের সরব হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দাবি করেন, ১২,১১৬ বিঘা জমি নদী গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। ফারাক্কা ব্যারেজ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন, তাই ভাঙনরোধের দায়িত্বও কেন্দ্রের। মমতার বক্তব্য, ''বাংলাদেশকে জল ছাড়ার চুক্তির সময় ড্রেজিং ও ৭০০ কোটি টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কেন্দ্র, কিন্তু আজও টাকা মেলেনি। রাজ্য কাজ করতে চাইলে বাধা আসে ফারাক্কার কারণে। তবুও, নিজস্ব উদ্যোগে ৯৬ কোটি খরচ করে জেলায় ৬টি ভাঙন প্রতিরোধের কাজ করেছে রাজ্য।''

বার্ধক্যভাতার জন্য আর কেন্দ্রের কাছে হাত না পাতার পরামর্শ দিয়ে মমতা বলেন, ''যতদিন বেঁচে থাকবেন আপনাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পাবেন।'' মুখ্যমন্ত্রী জানান, কেন্দ্রের বঞ্চনা সত্ত্বেও বাংলার আবাস যোজনা এবং আরও অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রায় ১ কোটি বাড়ি নির্মাণ করা হচ্ছে। মমতার কথায়, ''আমাদের টার্গেট আরও বড় আছে। ১ কোটি ৮৭ লক্ষ বাড়ি তৈরি করা। টাকা এলে, বাকি বাড়িও করে দেব।'' ওয়াকফ বিলকে সামনে রেখে বাংলায় নতুন করে বিভেদ তৈরির চেষ্টা হচ্ছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''কোনও কোনও সম্প্রদায়িক শক্তি ধর্ম নিয়ে বিভেদ তৈরি করতে চাইছে, রটাচ্ছে। তাঁদের উদ্দেশে বলি, ওয়াকফ সম্পত্তি কেন্দ্র আইন করেছে, আমরা করিনি।'' এরপরই মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, ''পরিষ্কার জেনে রাখুন, বিধানসভায় আমরা এর বিরুদ্ধে প্রস্তাব এনেছি, সুপ্রিম কোর্টেও মামলা করেছি। কেসও চলছে। তাছাড়া আমরা যতদিন আছি, এ সব জায়গায় আমি কাউকে হাত দিতে দেব না।'' জেলার মানুষকে সতর্ক করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, মুর্শিদাবাদে নতুন করে দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা চলছে। মুখ্যমন্ত্রীর কড়া সতর্কবার্তা, ''নতুন করে মুর্শিদাবাদে দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা হচ্ছে। তারপর এএনআই-এর হাতে কেস তুলে দিতে চাইছে। সব দলেই কিছু বেইমান থাকে। কুলাঙ্গার থাকে। আমাদেরও কেউ কেউ টাকা খেয়ে ইলেকশনের আগে বিজেপির তাঁবেদারি করে। এরা দেশের শত্রু। নির্বাচনের দু'মাস আগে যারা বিজেপির পাল্লায় পড়ে এসব কাজ করে তারা দেশের শত্রু।'' এখানেই থামেননি তিনি। তীব্র শ্লেষের সুরে বলেন, ''কিছু পোকা-মাকড় থাকবেই, তারাও তো প্রকৃতির জীব। ওদের সরিয়ে দিয়ে নিজের কাজটা করুন। আমার ওপর বিশ্বাস আছে তো? মুর্শিদাবাদে দাঙ্গা হতে দেবেন না। মনে রাখবেন, আমি আপনাদের পাহারাদার। আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার। কোনও প্ররোচনায় পা দেবেন না।'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি কারও নামোল্লেখ করেননি। তবে সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ থেকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত, নাম না করে হুমায়ুন কবীরকেই বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের সভায় বিজেপিকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, ''যারা সাম্প্রদায়িকতার তাস খেলছেন, তাঁদের বলছি, সতর্ক থাকবেন। এটা বাংলা। বাংলার মাহাত্ম্য সম্প্রীতি। এখানে সাম্প্রদায়িক হিংসা আমি করতে দেব না।'' কেন্দ্রের এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে ফের সরাসরি আক্রমণে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার কথায়, ''মানুষকে দু'মুঠো অন্ন জোগানোর জন্য টাকা দেয় না। রাস্তা, ঘর, সেচ- কোনও উন্নয়নের টাকা দেয় না। অথচ ভোটের ছ'মাস আগে হঠাৎ এসআইআর! সরকার যাতে কাজই না করতে পারে, সেই জন্যই এই ঘোষণা।'' তিনি প্রশ্ন তোলেন, ''হিম্মত থাকলে দু'বছর আগেই এসআইআর ঘোষণা করেননি কেন? এখন কেন? কারণ ভোট সামনে!'' মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ''কেন্দ্র বেছে বেছে কয়েকটি রাজ্যকে নিশানা করছে। তামিলনাড়ু, কেরালা, বাংলা , মাত্র চারটি রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে। কেন? কারণ এই রাজ্যগুলোতে বিরোধী শক্তি আছে। তাই কেন্দ্রের নিশানায়। কিন্তু অসমে, ত্রিপুরায় হবে না কেন? কারণ ওখানেও ওরা বসে আছে!'' তাঁর বক্তব্য, ''দেশের স্বার্থেই যদি পদক্ষেপ করা হয়, তাহলে সারা দেশে একসঙ্গে এসআইআর হওয়ার কথা। যদি দেশসুরক্ষার এতই চিন্তা থাকে, তাহলে সর্বভারতীয়ভাবে এটাকে চালু করুন। কিছু রাজ্যে আলাদা করে ঘোষণা মানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছুই নয়'', সাফ মন্তব্য মমতার। সভামঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি নিশানা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং নির্বাচন কমিশনকেও। বিরোধী রাজ্যগুলোর সরকারকে কাজ করতে না দিয়ে নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে চাইছে বিজেপি। আর কমিশন সব দেখেও কিছু বলছে না, অভিযোগ তাঁর।

বিএলও-বিএলএ-দের জন্য এল নতুন নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বরঃ মৃতদের তথ্য জানাতে বিএলও-দের এবার আলাদা ফর্ম। এবার আলাদা ফর্মেই দিতে হবে মৃত, ডুপ্লিকেট ভোটারদের তালিকা। অসংগৃহীত, অন্যত্র সরে যাওয়া ভোটারদের নামও থাকবে ফর্মে। আলাদা ফর্মে বিএলও-দের সঙ্গে সই করতে হবে বিএলও-দেরও। ভুল তথ্য দিলে বিএলও, বিএলএ-দের ওপর নামতে পারে শাস্তি খাঁড়া। এমনটাই নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে বিএলও-দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশন স্পষ্ট করে দিয়েছে, বিএলও-দের বিএলএ-দের মানে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিটিং করতে হবে। কমিশন জানিয়েছে, মিটিং করে একটি রেজিলিউশন নিতে হবে। সেখানে সই থাকবে বিএলও-বিএলএ-দের। সেখানে পরিস্কার করে লেখা থাকবে কত জন মৃত ভোটারকে তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন, কত জন স্থানান্তরিত, কত জনের ফর্ম সংগৃহীত নয়। এই পুরো তথ্যগুলো গিয়ে কার্যত একটা হলফনামা দিতে হবে। অর্থাৎ তাতে বিএলও বিএলও এটাই চূড়ান্ত করবেন, এই ডেটা ছাড়া অন্যথা হবে না। তবে তাতে বিএলও-দের একাংশের দাবি, নির্বাচন কমিশন দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছে বিএলও-দের ওপর। বিএলও সংগঠনের তরফ থেকে বলা হয়েছে, সিইও দফতরের পক্ষ থেকে খুব সম্প্রতি একটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিএলও-দের উদ্দেশে, সেখানে পরিস্কার করে বলা হয়েছে, সমস্ত রাজনৈতিক দলের বিএলএ যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে বৈঠক করতে হবে। সেখানে একটি রেজুলিউশন দিতে হবে। তাতে চারটি 'ডিক্লারেশন' দিতে হবে। সেখানে বলতে হবে বিএলও অ্যাপে যে তথ্য আপলোড করা হয়েছে, সেটাই সঠিক। বুধবারের মধ্যেই 'আনকালেক্টেবল ডেটা' এক দিনে বেড়েছে তিন লক্ষ। মোট ৫০ লক্ষ ২২ হাজার ৪১০ জনের নাম বাদের সম্ভাবনা রয়েছে। মৃত ২২ লক্ষ ৯২ হাজার মৃত। স্থানান্তরিত ১৭.৫ লক্ষ। নিখোঁজ ৮ লক্ষ। ডুপ্লিকেট ১.২ লক্ষ। ৫০ লক্ষ ২২ হাজার ৪১০ বাদের তালিকায় চিহ্নিত রয়েছে। ৯৮.৩৭ শতাংশ ফর্ম ডিজিটাইজ হয়ে গিয়েছে।

এসআইআর মামলায় 'সুপ্রিম' পর্যবেক্ষণ

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বরঃ এসআইআর পর্ব চলাকালীন বারবার কাজের চাপ নিয়ে অভিযোগ করতে দেখা গিয়েছে অত্যাধিক কাজের চাপ। কমিশন তাঁদের ওপরেই প্রায় সমস্ত দায় চাপিয়ে দিচ্ছে। সবথেকে বেশি তাঁরা সোচ্চার হয়েছেন, ফর্ম ডিজিটাইজেশনের সময়ে। দেশের রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত মিলিয়ে ১২ জায়গায় চলছে এসআইআর। প্রায় সব জায়গা থেকেই এহেন অভিযোগ উঠেছে। একাধিক জায়গায় কাজের চাপে বিএলও-র আত্মহত্যারও অভিযোগ উঠেছে। এবার সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর মামলার শুনানিতেও এই অভিযোগ মান্যতা পেল। সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে এসআইআর মামলার শুনানি ছিল। প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, এসআইআর-এর কাজ করতে গিয়ে বিএলও-দের একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, যদি বিএলও-রা অতিরিক্ত কাজের চাপে থাকেন, তাহলে রাজ্য সরকারেরই কর্তব্য তাঁদের সাহায্য করার। কমিশনের সঙ্গে কথা বলে অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ করতে পারে রাজ্যগুলো। আদালত জানিয়েছে, এর ফলে বিএলও-দের কাজের সময়ও কমবে, তাঁদের কাজের চাপও লাঘব হবে। আদালত এও জানিয়েছে, যেসব বিএলও-দের নির্দিষ্ট কারণ রয়েছে এবং যাঁরা এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইছেন, তাঁরা রাজ্য সরকারের কাছে আবেদনও জানাতে পারেন। যদিও সেটি কেস টু কেস বিবেচ্য হবে। তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য সরকার। তাঁকে অব্যাহতি দেওয়ার পর, তাঁর জায়গায় রাজ্যকে অবশ্যই বিকল্প কর্মী নিয়োগ করতে হবে। তবে আদালত জোর দিয়ে বলেছে, বিকল্প কর্মীর ব্যবস্থা না করে রাজ্য যেন এই ধরনের সিদ্ধান্ত আগে থেকেই না নেয়। কারণ আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এসআইআর-এর কাজের জন্য রাজ্যকে নির্বাচন কমিশনের কাজে যথেষ্ট লোকবল নিশ্চিত করতেই হবে।

মৃত বিএলওদের পরিজনদের নিয়ে কমিশনের সামনে ধর্না তৃণমূলপন্থী কমিটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বরঃ রাজ্যে এসআইআর আবহে ফের একবার সিইও দফতরের সামনে বিক্ষোভ 'বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি'র। বৃহস্পতিবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের সামনে স্লোগান তুলে বিক্ষোভ করতে থাকেন তৃণমূলপন্থী বিএলও-রা। বিক্ষোভে দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে সিইও অফিসের বাইরে। তাঁদের দাবি, মৃত বিএলওদের পরিবারের জন্য আর্থিক সাহায্য করতে হবে। কমিটির সদস্যরা সিইও দফতরের সামনে ধর্নায় বসে পড়েন। গত কয়েক দিন ধরেই সিইও দফতরের সামনে অবস্থান চালাচ্ছে 'বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি'। যদিও তৃণমূলপন্থী এই সংগঠনের বিক্ষোভে বিএলও-দের উপস্থিতি হাতে গোনা। এর আগে সোমবার যখন শুভেন্দু অধিকারী সিইও দফতরে পৌঁছোন, তখন

আগে থেকেই ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিল এলাকা। সেই ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করেন বিক্ষোভকারীরা। শুভেন্দুদের দেখা মাত্রই 'গো ব্যাক' স্লোগান তুলতে থাকেন তাঁরা। একই ছবি বৃহস্পতিবারও। এদিনও ব্যারিকেড ভেঙে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটির সদস্যরা। এদিন মৃত বিএলওদের পরিবারদের আর্থিক সাহায্য, সময় বাড়ানো-সহ একাধিক দাবিতে মিছিলের ডাক দেয় 'বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি'। মিছিলে মৃত বিএলওদের পরিজনরাও এদিন ছিলেন। কিন্তু পুলিশের তরফে সেই মিছিল আটকানো হলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে সিইও দফতরে আন্দোলনরত বিএলওরা ঢোকার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। যা নিয়ে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় গোটা এলাকায়। আন্দোলনকারীদের দাবি, ''মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে সময় চাওয়া হয়েছিল আগে থেকেই। কিন্তু তারপরও তাঁদের আটকানো হচ্ছে।'' দিনের পর দিন এই বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটির বিক্ষোভ চলছে বলে নিরাপদ জায়গায় রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও)-র দফতর সরানোর দাবি জানিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের আবেদনও জানান তিনি। এদিকে, বিভিন্ন রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনের দায়িত্বে থাকা বুথ লেভেল অফিসারদের কখনও অসুস্থতায়, কখনও 'আত্মহত্যায়' মৃত্যু নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, বিএলওদের কাজের পরিবেশ ও মানসিক চাপের জন্য সম্পূর্ণ দায় রাজ্য সরকারেরই। বিচারপতি মন্তব্য করেন, যেখানে ১০ হাজার কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে, সেখানে চাইলে ৩০ হাজারও মোতায়েন করা সম্ভব। আদালতের কথায়- কর্মীদের ওপর চাপ এতটাই বেড়েছে যে মৃত্যুর ঘটনাও বাড়ছে, অথচ রাজ্য সরকারগুলি সমান ভাবে উদাসীন।

ভবানীপুরে এখনও পর্যন্ত ৪১ হাজার ফর্ম অসংগৃহীত, তথ্য দিল কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বরঃ বাংলায় ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-এর প্রক্রিয়া অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। ডিজিটাইজেশনের কাজও এগোচ্ছে পুরোদমে। বৃহস্পতিবার সকালে এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচন কেন্দ্র তথা ভবানীপুর বিধানসভার পরিসংখ্যান জানাল মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দফতর। তাতে দেখা যাচ্ছে, ভবানীপুর বিধানসভায় অসংগৃহীত ফর্মের সংখ্যা এদিন সকাল পর্যন্ত ছিল ৪১,৪৯৫। তবে ভবানীপুরের তুলনায় ফিরহাদ হাকিমের বিধানসভা কলকাতা বন্দরে অসংগৃহীত এনুমারেশন ফর্মের সংখ্যা আরও বেশি। সেখানে বর্তমানে ভোটার সংখ্যা ২ লক্ষ ৪৩ হাজার। অসংগৃহীত ফর্মের সংখ্যা সেখানে প্রায় সাড়ে ৫২ হাজার। ঘটনা হল, গোটা কলকাতাতেই

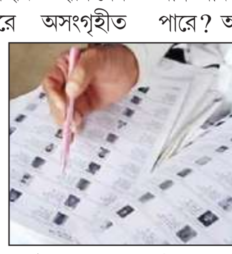

অসংগৃহীত এনুমারেশন ফর্মের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশি। এর মধ্যে রয়েছে মৃত ভোটার, ডুপ্লিকেট ভোটার, যে ভোটার পাকাপাকি ভাবে অন্যত্র চলে গেছে, যাঁর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বা অন্যান্য কারণে ভোটারকে পাওয়া যায়নি। ভবানীপুর বিধানসভায় মোট ভোটারের সংখ্যা ২,০৬,২৯৫। এর মধ্যে ১,৫৭,৫২১টি ফর্ম ডিজিটাইজড হয়ে গেছে। অর্থাৎ ডিজিটাইজড হয়েছে ৭৬.৩৬ শতাংশ ফর্ম। কিন্তু ৪১,৪৯৫টি ফর্ম আনকালেক্টেবল থেকে গেছে। যা মোট ভোটারের ২০.১১ শতাংশ। এদিন পর্যন্ত কমিশনের দফতরে যে তথ্য এসেছে তাতে কলকাতা উত্তরে বর্তমান ভোটার তালিকার ৯ শতাংশই মৃত। এখানে মোট ভোটার ১৫,০৬,৩৩৯ জন। তার মধ্যে ২২.৯৭ শতাংশ ভোটারের এনুমারেশন ফর্ম বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত আনকালেকটেবল। সংখ্যায় তা প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ (৩,৪৬,০৫৯)। এর মধ্যে মৃত ভোটার রয়েছে ১ লক্ষ ৭ হাজার ৫৯১। যা মোট ভোটারের ৭.১৪ শতাংশ। কৌতূহলের ব্যাপার হল, ১৫ লক্ষ ভোটারের মধ্যে সাড়ে ৩ লক্ষ নাম বাদ গেলে কি সমীকরণ বদলে যেতে পারে? অনেকে মনে করছেন, এখনই নিশ্চিত করে তা বলা যাবে না। তবে চমকে দেওয়ার মতোই এই পরিসংখ্যান। গড়ে প্রতি বিধানসভা আসনে ৫০ হাজারে এনুমারেশন ফর্ম আনকালেকটেবল থাকছে। যার মানে কলকাতা উত্তরের প্রতিটি বিধানসভায় ৫০ হাজার করে ভোটার গড়ে কমে যেতে পারে। কলকাতা দক্ষিণের ব্যাপার স্যাপারও প্রায় একইরকম। ২০ শতাংশ অর্থাৎ ১,৮৮,৭৯০টি ফর্ম এখনও পর্যন্ত আনকালেকটেবল। এর মধ্যে মৃত ভোটারের সংখ্যা ৫৫৯৭১ বা ৬.১৭ শতাংশ। এই ভোটাররা হয় মৃত বা পাকাপাকি ভাবে অন্যত্র চলে গেছেন, বা তাঁদের খোঁজ পাওয়া যায়নি। এসআইআর প্রক্রিয়া এখনও চলছে। ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ফর্ম জমা নেওয়া চলবে। এখন দেখার সংখ্যাটা প্রকৃত পক্ষে কোথায় পৌঁছয়।

'আমার মাথা কেটে নেয় নেবে, গ্রেফতার করলে করবে' বাবরি মসজিদ তৈরিতে অনড় বহিষ্কৃত হুমায়ুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ও মুর্শিদাবাদ, ৪ ডিসেম্বরঃ আমার মাথা কেটে নেয় নেবে, আমায় গ্রেফতার করতে হয় করবে, জেলে পুরে দেয় দেবে, কিন্তু বাবরি মসজিদ হবেই। বৃহস্পতিবার শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে তৃণমূল সাসপেন্ড করলেও নিজের সিদ্ধান্তে অন। ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। দলবিরোধী মন্তব্য, একাধিকবার সতর্ক করা হলেও নিজেকে বদলাননি হুমায়ুন। বরং নতুন দল তৈরি করে ভোটে লড়বেন বলেও এতদিন ধরে সুর চড়িয়ে এসেছেন। এদিন যখন সাংবাদিক বৈঠক করে যেই না মুর্শিদাবাদের পর্যবেক্ষক ফিরহাদ হাকিম ও নিয়ামত শেখ জানিয়ে দিলেন হুমায়ুনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে, ওমনি ভরতপুরের বিধায়ক স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন, তিনি শুক্রবারই দল থেকে ইস্তফা দিচ্ছেন। বললেন, ''দলের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখব না! আমাকে জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ওঁর সঙ্গে কথা বলব।'' এখন প্রশ্ন উঠতে পারে ঠিক কী কারণে হুমায়ুনকে সাসপেন্ড করা হল? মূল বিতর্ক, হুমায়ুন কবীরের বাবরি মসজিদ নিয়ে মন্তব্য। তিনি মুর্শিদাবাদে এই নামের মসজিদ তৈরি করার কথা বলেছিলেন। শুধু তাই নয়, ৬ ডিসেম্বরই তার শিলান্যাস করার ঘোষণা করেছিলেন। এই নিয়ে হইচই তৈরি হওয়ার পরই তৃণমূল হুমায়ুনের থেকে দূরত্ব তৈরি করে।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে ফিরহাদ জানান, ৩ বার তাঁকে শোকজ করা হয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতি পাল্টায়নি। তাই দল থেকে এবার তাঁকে সাসপেন্ড করা হল। ফিরহাদের বক্তব্য, ''বিজেপির হয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন হুমায়ুন। দলবিরোধী কার্যকলাপ রয়েছে তাঁর। এর আগেও ২০১৯-এ বিজেপির প্রার্থী হয়েছিলেন।'' তাঁর কটাক্ষ, ''বিজেপির হাতে তামাক খাচ্ছেন হুমায়ুন।'' কেন 'বাবরি মসজিদ' তৈরি করতে চাইছেন হুমায়ুন, সেই প্রশ্নও তোলেন ফিরহাদ হাকিম। বলেন, ''উনি তো বাবা বা মায়ের নামেও মসজিদ করতে পারতেন।'' হুমায়ুন এবং তাঁর নানা মন্তব্যকে কার্যত তুলোধনা করে ফিরহাদ বলেন, ''কখনও বলছে কেঁটে গঙ্গায় ফেলে দেব, কখনও বলছে বাবরি মসজিদ করব। এটা কি হনুমানের রাজত্ব? আমরা ভাগাভাগির রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। কেউ ধর্মস্থান তৈরি করতেই পারেন, আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু তার মধ্যে উস্কানি থাকবে না।'' মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসনের তরফে মুখ্যমন্ত্রীর বৃহস্পতিবারের প্রশাসনিক সভার আমন্ত্রণপত্র গেছিল হুমায়ুন কবীরের হাতে। তিনি জানিয়েছিলেন, এই সভায় যাবেন। সেই মতো এদিন মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায়ও ঢুকেছিলেন হুমায়ুন, তবে মাঠেই সাসপেন্ড হওয়ার খবর শোনামাত্র সেখান থেকে বেরিয়ে যান। যে বিষয়টাকে ভাল ভাবে নেননি হুমায়ুন। জানিয়েছেন, এভাবে ডেকে অপমান করা হল, তৃণমূলকে পস্তাতে হবে।

বিমানবন্দরে পুতিনকে জড়িয়ে ধরলেন মোদি

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বরঃ ইউক্রেন যুদ্ধের পর প্রথমবার ভারত সফরে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। বৃহস্পতিবার সন্ধেয় দিল্লির পালাম বিমানবন্দর সাক্ষী থাকল ভারত-রুশ সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায়ের। তেল কূটনীতি, শুল্ক সংশয়, রণদামামার মাঝেই 'বন্ধু' পুতিনকে লাল কার্পেট বিছিয়ে স্বাগত জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নামতেই জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। নিজের গাড়িতে চাপিয়ে পুতিনকে বিমানবন্দর থেকে বের করলেন। বুঝিয়ে দিলেন, মার্কিন ভ্রূকুটিতে ভীত নয় ভারত। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পরে, বিশেষত অপারেশন সিঁদুর পরবর্তী সময়ে পুতিনের প্রথমবারের ভারত সফর একাধিক কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর দু'দিনের সফর ঘিরে প্রত্যাশা বাড়ছে। জেনে নেওয়া যাক পুতিনের এই সফর ঘিরে কী কী প্রত্যাশা রয়েছে। ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ তেল আমদানি করলেও রাশিয়ার ভারত থেকে আমদানি করা পণ্যের পরিমাণ অনেক কম। নয়াদিল্লির লক্ষ্য মস্কোয় সামুদ্রিক পণ্য, আলু, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, ওষুধের মতো দ্রব্যের রপ্তানি বাড়ানো। মুক্ত বাণিজ্য, ভারত-রাশিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের সম্প্রসারণ, প্রতিরক্ষা চুক্তি, তেল-কূটনীতি নিয়ে আলোচনা, এস-৪০০ ও সুখোই এসইউ-৫৭-এর মতো নানা বিষয় নিয়ে এই সফরে আলোচনা হতে পারে। বৃহস্পতিবার রাতে মোদির সঙ্গে নৈশভোজ সারেন পুতিন। শুক্রবার থেকে অনুষ্ঠানিক ভাবে বৈঠক এবং সভায় অংশ নেবেন পুতিন। তার আগে শুক্রবার সকালে রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা জানাবেন। এরপর ২৩তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন রুশ প্রেসিডেন্ট। রাজধানীর হায়দরাবাদে হাউসে অনুষ্ঠিত হবে এই সম্মেলন। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হবে পুতিনের। এছাড়াও বর্তমান সফরে পুরনো বন্ধু রাশিয়ার সঙ্গে নতুন বাণিজ্য চুক্তি করতে পারে ভারত।

'পুতিনের সঙ্গে আমাদের দেখা করতে দিচ্ছে না সরকার'

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বরঃ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের দিল্লি সফরকে ঘিরে বৃহস্পতিবার ফের তীব্র সুর তুললেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তাঁর অভিযোগ- বিদেশি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বিরোধী নেতৃত্বের আলোচনার যে সাংসদীয় রীতি বহুদিন ধরে বজায় ছিল, সেটি বর্তমান সরকার ইচ্ছে করে ভেঙে দিচ্ছে। সংসদ ভবনের বাইরে সাংবাদিকদের সামনে দাঁড়িয়ে রাহুল বলেন, ''বাজপেয়ীজি থেকে শুরু করে মনমোহন সিংয়ের সময়েও এই প্রথা ছিল। বিদেশি নেতারা এলে

বিরোধী দলনেতার সঙ্গে দেখা করতেন। আজকাল সরকারই বিদেশি অতিথিদের বলে দেয়- বিরোধী দলনেতার সঙ্গে দেখা করবেন না। অথচ আমরাও ভারতের প্রতিনিধি।'' রাহুলের দাবি, বিদেশ মন্ত্রক ও প্রধানমন্ত্রী দু'জনেই একপ্রকার চাপ তৈরি করেন যাতে অতিথিরা বিরোধী শিবিরের সঙ্গে দেখা না করেন। তাঁর কথায়, ''এটা আতঙ্কের রাজনীতি, তারা চায় না যে ভারতের বিষয়ে আমাদের অন্য মতামত কেউ জানুক।'' এদিকে, কংগ্রেস ১৯৫৫ সালে সোভিয়েত নেতা নিকোলাই বুলগানিন ও নিকিতা ক্রুশ্চেভের ঐতিহাসিক ভারত সফরের প্রসঙ্গ তুলে ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার দীর্ঘদিনের কূটনৈতিক সম্পর্কের ধারাবাহিকতা ব্যাখ্যা করেছে। অনেকদিন ধরে কংগ্রেসের সঙ্গে আড়াআড়ি চলা তিরুবনন্তপুরমের এমপি শশী তারুর রাহুল গান্ধিকে সমর্থন করেছেন এ ব্যাপারে। তিনি বলেন, ''সরকারের উচিত এর জবাব দেওয়া।'' শশী তারুর বলেছেন, ''বিদেশি অতিথিরা দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করতেই পারেন। এতে কোনও বাধা নেই।'' দাদার হয়ে জোরাল সওয়াল করেছেন ওয়ানাড়ের কংগ্রেস এমপি প্রিয়ঙ্কা গান্ধিও। তিনি বলেন, ''এটা প্রটোকল যে বিদেশি অতিথিরা দেখা করেন বিরোধী দলনেতার সঙ্গে। কিন্তু এই প্রটোকল সরকার ভাঙছে, ওরা কাউকে মুখ খুলতে দিতে ভয় পাচ্ছে। ওরা কারও পরামর্শ শুনতে নারাজ। ভগবান জানেন ওদের এত ভয় কীসের!'' দলের মুখপাত্র জয়রাম রমেশ বলেন, ''ঠিক ৭০ বছর আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের শীর্ষ দুই নেতা ভারতে এসেছিলেন। ১৯ দিনের সেই সফর ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত সম্পর্কের ভিত্তি আরও শক্ত করেছিল। তার পরেই মিগ-বিমান তৈরির প্রযুক্তি হস্তান্তর, ওএনজিসি-র জন্ম এবং আইডিপিএল-সহ একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের উত্থান সম্ভব হয়।'' তিনি ১৯৫৫ সালের সেই সফরের ভিডিও-দৃশ্যও শেয়ার করেন। পুতিন শুক্রবার রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ দিল্লি ছাড়বেন। প্রায় ২৮ ঘণ্টার এই সফরকে কেন্দ্র করে দিল্লিতে কড়া নজরদারি চলছে।

নৌদিবসে ভারতীয় নৌবাহিনীর জওয়ানদের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

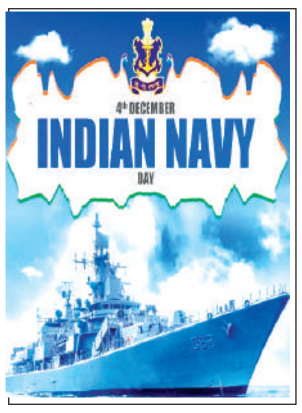

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর ঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার নৌদিবস উপলক্ষে ভারতীয় নৌবাহিনীর জওয়ানদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, আমাদের নৌবাহিনী ব্যতিক্রমী শৌর্য এবং নিষ্ঠার প্রতিরূপ। তারা আমাদের উপকূল রক্ষা করে এবং আমাদের সামুদ্রিক স্বার্থ বজায় রাখে। বলেছেন, আমি এবছরের দিওয়ালি কখনও ভুলবো না। ওই দিন আমি আইএনএস বিক্রান্তে কাটিয়েছি নৌসেনাদের সঙ্গে। আগামীদিনের জন্য ভারতীয় নৌবাহিনীকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইপ্রধানমন্ত্রী এক্স-এ পোস্ট করেছেন নৌদিবসের শুভেচ্ছা ভারতীয় নৌবাহিনীর সকল জওয়ানকে। আমাদের নৌবাহিনী ব্যতিক্রমী সাহস এবং নিষ্ঠার সমার্থক। তারা আমাদের উপকূল রক্ষার পাশাপাশি আমাদের সামুদ্রিক স্বার্থকে রক্ষা করে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমাদের নৌবাহিনী নজর দিয়েছে স্বনির্ভরতা এবং আধুনিকীকরণের ওপর। এতে বৃদ্ধি পেয়েছে আমাদের নিরাপত্তার সরঞ্জাম।আমি এবছরের দিওয়ালি ভুলতে পারবো না। ওই দিনটি আমি কাটিয়েছি নৌবাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে আইএনএস বিক্রান্তের ওপর। আগামীদিনগুলির জন্য ভারতীয় নৌবাহিনীকে জানাই আমার শুভেচ্ছা।এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো।

দিল্লির দূষণ নিয়ে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন বিরোধী জোটের

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর ঃ দিল্লিতে ক্রমবর্ধমান দূষণ এবং রাজধানীর দূষিত বাতাস সংক্রান্ত বিষয়ে বৃহস্পতিবার সংসদ ভবন চত্বরের মকর দ্বারে বিক্ষোভ দেখান বিরোধী ইন্ডি জোটের নেতারা।কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপারসন সোনিয়া গান্ধী, কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, কেসি বেণুগোপাল এবং কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ সহ অন্যান্য বেশ কয়েকটি দলের বরিষ্ঠ নেতা নেত্রীরা বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলেন। বিরোধী দলের নেতা নেত্রীরা দিল্লিতে ক্রমবর্ধমান দূষণের বিরুদ্ধে পোস্টার এবং ব্যানার নিয়ে বিক্ষোভ দেখান।

হাওড়ায় এটিএম লুটপাটের পরে আগুন ধরিয়ে দিল দুষ্কৃতীরা

হাওড়া, ৪ ডিসেম্বর ঃহাওড়ার বাঁকড়ার মুন্সিডাঙায় একটি এটিএমে লুটপাটের পরে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল দুষ্কৃতীরা। বুধবার গভীর রাতে এই ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশের অনুমান। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে এলাকার বাসিন্দারা হাওড়া-আমতা রোডের পাশে ওই এটিএম থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে পুলিশে খবর দেন। ঘটনাস্থলে তদন্তে এসে পুলিশ জানায়, এটিএম মেশিন সম্পূর্ণ ভাঙা হয়েছে। এর পরে লুটপাট চালিয়ে দুষ্কৃতীরা এটিএমে আগুন ধরিয়ে দেয়। তবে, তারা ঠিক কত টাকা লুট করেছে, তা এখনও জানা যায়নি। সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে খবর দেওয়া হয়েছে খবর সূত্র থেকে জানানো হয়েছে আজই।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

আর ভেঙ্কটরমনের জন্মবার্ষিকীতে রাষ্ট্রপতির শ্রদ্ধা নিবেদন

তিরুবনন্তপুরম, ৪ ডিসেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আর ভেঙ্কটরমনের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতির সচিবালয় সূত্রে জানা গেছে, রাষ্ট্রপতি কেরলের তিরুবনন্তপুরমে লোক ভবনে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানান।উল্লেখ্য, দেশের অষ্টম রাষ্ট্রপতি (১৯৮৭-১৯৯২) আর. ভেঙ্কটরমনের জন্ম ৪ ডিসেম্বর, ১৯১০ সালে তামিলনাড়ুতে। তিনি একজন আইনজীবী, স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং কংগ্রেস নেতা ছিলেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য তিনি দুই বছর জেল খেটেছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি চারবার লোকসভার সদস্য হন। এছাড়াও প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৯ সালের ২৭ জানুয়ারি তিনি প্রয়াত হন।

এগরায় বড়সড় ডাকাতির প্ল্যান! আগ্নেয়াস্ত্র সহ ৫ গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, এগরা, ৪ ডিসেম্বর ঃ বড়সড় ডাকাতির পরিকল্পনা ছিল। তবে আগেভাগেই সেই প্ল্যান ভেস্তে দিল পুলিশ। আগ্নেয়াস্ত্র সহ ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এলাকায় দুষ্কৃতীমূলক কার্যকলাপ রুখতে আবার বড় সাফল্য পেল এগরা থানা। জানা যাচ্ছে, পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার এক ব্যক্তির বাড়িতে ডাকাতির জন্য জড়ো হয়েছিল ডাকাত দল। বুধবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এগরা থানার আইসি অরুণ কুমার খাঁড়ের নেতৃত্বে এস আই সৌরভ গড়াই ও এস আই বুদ্ধদেব মান্না সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী বড় অভিযান চালায়। এগরা ২ নং ব্লকের দেশবন্ধু অঞ্চল থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বের কেউটগেড়্যা এলাকা থেকে ৫ জনের একটি ডাকাত দলকে গ্রেফতার করে এগরা থানার পুলিশ। ধৃতদের থেকে দু'টি বাইক, একটি আগ্নেয়াস্ত্র, ৬ রাউন্ড গুলি, একটি ছুরি, এছাড়া আরও কিছু অন্যান্য অস্ত্র সহ দু'টি মোবাইল উদ্ধার হয়েছে। জানা গেছে, ধৃতদের বাড়ি ভগবানপুর ও খেজুরি এলাকায়। তাঁদের এদিন কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। সব মিলিয়ে, এগরা থানার পুলিশের এই অভিযানে এলাকায় বড়সড় ডাকাতি রোখা গেছে। দুষ্কৃতীমূলক কার্যকলাপ রুখতে আবার বড় সাফল্য পেয়েছেন তাঁরা।

শিয়ালদা বিভাগে রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর ঃরক্ষণাবেক্ষণের জন্য শিয়ালদা এবং বিধাননগর রোড স্টেশনের মধ্যে ০১ নম্বর সেতুর ০৫ নম্বর লাইনে ২২৫ মিনিট (০৪.১২.২০২৫ তারিখের ২৩.৪৫ ঘণ্টা থেকে ০৫.১২.২০২৫ তারিখের ০৩.৩০ ঘণ্টা পর্যন্ত) যান চলাচল এবং বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর ফলে ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা হয়েছে- ০৪.১২.২০২৫ তারিখে ট্রেন বাতিল- ৩১৪৪৭ শিয়ালদহ - নৈহাটি লোকাল , ৩১৪৫০ নৈহাটি - শিয়ালদহ লোকাল। সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি / স্বল্প সূচনাঃ ৩১৫৪২ শান্তিপুর - শিয়ালদা লোকাল ০৪.১২.২০২৫ তারিখে ব্যারাকপুরে পর্যন্ত যাবে। ৩১৫১১ শিয়ালদা - শান্তিপুর লোকাল ০৫.১২.২০২৫ তারিখে ব্যারাকপুর থেকে ছাড়বে। ৩৩৮৫৮ বনগাঁ - শিয়ালদা লোকাল ০৪.১২.২০২৫ তারিখে দমদম ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত আসবে। ৩৩৮১৫ শিয়ালদা - বনগাঁ লোকাল ৫.১২.২০২৫ তারিখে দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে ছাড়বে। ০৫.১২.২০২৫ তারিখে ট্রেনের সময়সূচী পুনর্নির্ধারণঃ ৫৩১৭১ শিয়ালদা - লালগোলা প্যাসেঞ্জার ৫.১২.২০২৫ তারিখে ০৩.৪৫ টার পরিবর্তে ০৪.১৫ টায় শিয়ালদা থেকে ছাড়বে।

রায়না থেকে জাল টিকিটসহ গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, রায়না, ৪ ডিসেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমানের রায়না এলাকায় বৃহস্পতিবার সাতসকালে সিআইডি অভিযান। বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া একটি ছোট লটারির দোকানকে ঘিরে রীতিমতো উত্তেজনা তৈরি হয়। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দোকানে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ জাল লটারির টিকিট উদ্ধার করা হয়। একই সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয় রাজকুমার ঢালি ওরফে 'রাজু' নামে এক ব্যক্তিকে। সিআইডি ধৃতকে স্থানীয় রায়না থানার হাতে তুলে দেয়। ধৃতের বাড়ি হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে হলেও, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে তিনি রায়না বাসস্ট্যান্ড চত্বরে থাকতেন এবং সেখানেই লটারির ব্যবসা চালাতেন। স্থানীয়দের অনেকেই নিয়মিত তাঁর কাছ থেকে লটারির টিকিট কিনতেন বলেও জানা যায়। তাই ধৃতের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় ব্যাপক শোরগোলের সৃষ্টি হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, বেশ কয়েকদিন ধরেই সিআইডি একটি চক্রের ওপর নজরদারি চালাচ্ছিল। তাদের সংদেহ ছিল, রায়না অঞ্চলে কেউ একজন নিয়মিত জাল লটারির টিকিট আমদানি করে তা ছড়িয়ে দিচ্ছে। সেই সন্দেহকে কেন্দ্র করেই বৃহস্পতিবার সকালবেলা বিশেষ অভিযান চালানো হয়। দোকানের ভিতর ও আশপাশে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর ভুয়ো টিকিট উদ্ধার হয়। টিকিটগুলোর নম্বর, বারকোড, সিল-সবই ছিল নকল। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বাইরে থেকে সংগঠিতভাবে এই ভুয়ো টিকিট সরবরাহ করা হচ্ছিল। এখন তদন্তের প্রধান প্রশ্ন-এই জাল টিকিটের 'সাপ্লাইয়ার' কে? একা রাজকুমার কি এই কাজ করতেন, নাকি তাঁর পিছনে আরও ব। কোনও চক্র রয়েছে? সিআইডি সেই দিকেই নজর দিচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, রাজকুমার প্রায় প্রতিদিনই দোকান খুলতেন এবং আশপাশের গ্রাম থেকেও অনেকে তাঁর কাছ থেকে টিকিট কিনতেন। আতঙ্ক গ্রাস করেছে গোটা এলাকায়।

অব্যাহত ইন্ডিগোর উড়ান সমস্যা

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর ঃ বুধবারের পরে বৃহস্পতিবারেও ইন্ডিগোর উড়ানে সমস্যা অব্যাহত। দুপুর পর্যন্ত সারা দেশে বিভিন্ন বিমানবন্দর মিলিয়ে প্রায় একশোর বেশি উড়ান বাতিল হয়েছে সংস্থার। এর মধ্যে দিল্লি থেকে ৩৮টি, বেঙ্গালুরু থেকে ৪২টি, মুম্বই থেকে ৩২টি, হায়দরাবাদ থেকে ১৯টি, কলকাতা থেকে ৬টি উড়ান বাতিল হয়েছে। সকাল থেকে কলকাতায় ইন্ডিগোর ৪০টির বেশি বিমান দেরিতে পৌঁছেছে। বিমান ছাড়ার ক্ষেত্রেও বিলম্ব হচ্ছে। বিমান সংস্থার পক্ষ থেকে যাত্রীদের ট্র্যাভেল অ্যাডভাইসরি দেখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অভিযোগ, উড়ানে বিলম্বের ক্ষেত্রে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বিমান ছাড়ার পরিবর্তিত সময় জানানোর ব্যবস্থা থাকলেও যাত্রীদের হয়রানি এড়ানো যাচ্ছে না। অনেকেই বিভিন্ন গন্তব্যে সংযোগকারী উড়ান ধরতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে তাঁদের।

প্রয়াত এ.ভি.এম. সারাভানন

চেন্নাই, ৪ ডিসেম্বর ঃ প্রয়াত হয়েছেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা এ.ভি.এম. সারাভানন। বয়সজনিত অসুস্থতার কারণে তিনি ৮৬ বছর বয়সে মারা যান। বৃহস্পতিবার ভোর ৫টা নাগাদ চেন্নাইতে তিনি মারা গেছেন। ভক্তদের শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য তাঁর মরদেহ তাঁর স্টুডিওতে রাখা হয়েছে।তাঁর প্রযোজনা সংস্থা এভিএম-এর অধীনে তিনি অনেক হিট চলচ্চিত্রের প্রযোজনা করেছেন এবং পরিচালনা ও চিত্রনাট্যে যুক্ত ছিলেন। তিনি তেলেগু, কন্নড় এবং হিন্দি ভাষার শীর্ষস্থানীয় পরিচালক এবং অভিনেতাদের জন্য চলচ্চিত্র প্রযোজনা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যু তামিল সিনেমার জন্য একটি বড় ক্ষতি।

আন্তর্জাতিক চিতা দিবসে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক চিতা দিবস। চিতা রক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ সকল বন্যপ্রাণী-প্রেমী এবং বন্যপ্রাণ সংরক্ষকদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি জানান, তিন বছর আগে আমাদের সরকার এই মহ প্রাণীটিকে রক্ষা করার জন্য এবং সেই বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে প্রকল্প চিতা চালু করেছিল। যাতে এটি সত্যিই বিকশিত হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় জানান, আমাদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রাণী চিতাকে রক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ সকল বন্যপ্রাণী প্রেমী এবং সংরক্ষকদের আন্তর্জাতিক চিতা দিবসে আমার শুভেচ্ছা। তিন বছর আগে, আমাদের সরকার এই মহ প্রাণীটিকে রক্ষা করার এবং সেই বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে প্রকল্প চিতা চালু করেছিল, যেখানে এটি সত্যিই বেড়ে উঠতে পারে। এটি হৃত পরিবেশগত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার এবং আমাদের জীববৈচিত্র্যকে শক্তিশালী করার একটি প্রচেষ্টাও ছিল।

সাইবার অপরাধ, রায়পুরে গ্রেফতার ৮

রায়পুর, ৪ ডিসেম্বর ঃ সাইবার অপরাধের অভিযোগে পুলিশের তৎপরতায় ছত্তিশগড়ের দুর্গ অঞ্চলের রায়পুরে গ্রেফতার ৮ জন অভিযুক্ত । অভিযুক্তরা রঞ্জিত মহানন্দ, প্রমিলা জাঙহেল, আকাশ রাও, বিপিন কুমার সিরসাম, মানভি বেরি, আশীষ গুপ্ত, পিঙ্কি কুরে কোহকা, রমাকান্ত বানসোদ। বৃহস্পতিবার পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এক মাস আগে পুলিশ জানতে পারে একটি ব্যাংকের ২৭ টি অ্যাকাউন্ট থেকে মোট ১,২০,৫৭৯ লক্ষ টাকার অবৈধভাবে লেনদেন হয়েছে।

গুনগত মান পরীক্ষায় ব্যার্থ নেপালের চা

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর ঃ প্রতিবেশী নেপাল থেকে আসা নিম্নমানের চা এর জন্যে রাজ্যের চায়ের সুনাম নষ্ট হচ্ছে চাষীদের দীর্ঘদিনের এই অভিযোগের মধ্যেই চলতি বছরে নেপালের চায়ের ৪৩টি নমুনার মধ্যে ২২ টি ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া পরীক্ষায় ব্যার্থ হয়েছে বলে কলকাতায় ভারতীয় চা পর্ষদ সূত্রে জানা গেছে। চলতি বছরে নেপাল ভারতে ১৫ দশমিক ৯৫ মিলিয়ন কেজি চা রপ্তানী করলেও তার মধ্যে গুনগত মান পরীক্ষায় ব্যার্থ হওয়ায় ২৭ হাজার ৫৭০ কেজি চা নষ্ট করে ফেলা হয়েছে বলে পর্ষদ জানিয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেল স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সহ অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **সিনি. ডিইএন/৪/হাওড়া ঃ ক্রঃ নং ১। ই-টেন্ডার নং ঃ ২০২_২০২৫-২৬, তারিখ ০৩.১২.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** সিনি. ডিইএন/৪/হাওড়ার অধীনে এইএন/রামপুরহাটের অধিক্ষেত্রাধীনে এসইই/পি.ওয়ে/রামপুরহাটের অধীনে রামপুরহাটে মার্শালিং ইয়ার্ডের উন্নতি। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,৪৯,০৬,৭৯১.২১টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,২৪,৫০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** অ্যাকসেপ্ট্যান্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস। **ক্রঃ নং ২। ই-টেন্ডার নং ঃ ২০৩_২০২৫-২৬, তারিখ ০৩.১২.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** সিনি. ডিইএন/৪/হাওড়ার অধীনে এইএন/রামপুরহাটের অধিক্ষেত্রাধীনে এসইই/পি.ওয়ে/পাকুড়ের অধীনে পাকুড়ে মার্শালিং ইয়ার্ডের উন্নতি। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,১৯,৩১,০৬৫.২০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,০৯,৭০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** অ্যাকসেপ্ট্যান্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস। **ক্রঃ নং ৩। ই-টেন্ডার নং ঃ ২০৪_২০২৫-২৬, তারিখ ০৩.১২.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিশনে আবশ্যক ফিটিংস-এর প্রয়োজনীয় মেরামতি ও প্রতিস্থাপন সহ লিফ্টিং ব্যারিয়ার ধরনের নন-ইন্টারলকড এল.সি. গেট অ্যাসেম্বলির রক্ষণাবেক্ষণ ও ওভারহলিং। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৫৭,৬৭,২২৪.৬২টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ১,১৫,৪০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** অ্যাকসেপ্ট্যান্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিতমতো বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইট টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও অফার জমা অনুমোদন করে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৬.১২.২০২৫-এ দুপুর ২টা। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিং সম্পর্কে, বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য, উপরোক্ত ওয়েবসাইটে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল) ওয়েবসাইটে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড্ ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) অনুমোদন করা হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-431/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৫৮১, তারিখ ০৩.১২.২০২৫। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নরূপ কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ই-টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই/টেলি/টি/০৯/২৫-২৬/সিএপি, আরআরএসকে। অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** ১। শিয়ালদহ ডিভিশনে বনগাঁও-বারাসাত-হাসনাবাদ-দমদম জং-রাজচন্দ্রপুর, শিয়ালদহ-বালিগঞ্জ-সোনারপুর-ক্যানিং-বারুইপুর-নামখানা-ডায়মন্ডহারবার-বজবজ-মাঝেরহাট শাখায় টেলিকম যন্ত্রাদি ও টেলিকম কেবল, ওএফসি-গুলির প্রতিস্থাপন ও পুনর্বাসন বিষয়ে রিলায়েবিলিটি উন্নতির কাজ। ২। নিশ্চিন্দপুর (এনসিপি) স্টেশনে নতুন ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম দ্বারা বিদ্যমান প্যানেল ইলেকট্রনিক সিস্টেম প্রতিস্থাপন সম্বন্ধিত টেলিকম কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৩,৩৯,৩৪,১৪৮.৬০ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে ঃ** ৩,১৯,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ০৬ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখঃ** ১৫.১২.২০২৫। **টেন্ডার জমা বন্ধের তারিখ ঃ** ২৯.১২.২০২৫-এ দুপুর ২টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ঃ** ২৯.১২.২০২৫-এ দুপুর ২.৩০ মিনিট। বিশদ বিবরণ যেখানে পাওয়া যাবে **www.ireps.gov.in কারিগরী যোগ্যতার শর্তাবলী ঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে তার আগের মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত, সর্বশেষ ০৭ (সাত) বছরের মেয়াদে, টেন্ডারদাতাকে কাজের নিম্নলিখিত ক্যাটিগরির কোনও একটি কাজ সফলভাবে সম্পূর্ণ করে থাকতে হবে বা বাস্তবে শেষ করে থাকতে হবে ঃ (১) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৩০%-এর সমপরিমাণের নিচে নয় প্রতিটি এরূপ মূল্যের তিনটি অনুরূপ ধরনের কাজ, বা (২) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৪০%-এর সমপরিমাণের নিচে নয় প্রতিটি এরূপ মূল্যের দুটি অনুরূপ কাজ, বা (৩) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৬০%-এর সম পরিমাণের নিচে নয় এরূপ মূল্যের একটি অনুরূপ কাজ। **আর্থিক যোগ্যতার শর্ত ঃ** টেন্ডারদাতার, ভি/এন বা 'ভি' যেটা কম হবে, ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার থাকতে হবে; যেখানে ভি=কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমান, এন=যে কাজের জন্য বিড আহ্বান করা হচ্ছে সেই কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরে, 'মোট চুক্তিবদ্ধ পেমেন্ট'-এর গড় হিসাবে, গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার হিসাব করা হবে। অবশ্য, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট তৈরি/নিরীক্ষিত না হলে, সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট, গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার হিসাবের জন্য বিবেচনা করা হবে। টেন্ডারদাতাকে, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসিত নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট দ্বারা সমর্থিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের থেকে প্রাপ্ত শংসাপত্রের কপি সমেত, জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-৬বি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জমা করতে হবে (আলোচ্য টেন্ডার নথির ফর্ম-৬)। **অন্যান্য নথিপত্র যা জমা করতে হবে ঃ** টেন্ডার নথিপত্রে উল্লেখিতমতো। **অনুরূপ ধরনের কাজ ঃ** ''রেলওয়েজের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য এসডিএইচ/পিডিএইচ (এসটিএম, এমইউএক্স ইত্যাদি) যন্ত্রাদি অথবা 'আইপিআইএস সামগ্রী (টিআইবি, পিএ সিস্টেম, ক্লক,সিজিডিবি ইত্যাদি)' অথবা 'ইলেকট্রনিক/আইপি এক্সচেঞ্জ/ইন্টারকম অথবা কোয়াড/ওএফসি ভিত্তিক নেটওয়ার্কিং-এর সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষা ও চালু করা সম্পর্কিত যে কোনো রেলওয়ে টেলিকমিউনিকেশন কাজ''। **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতাকে, টেন্ডার নথিতে উল্লেখিত মতো যোগ্যতার শর্তাবলী পূরণে তাঁর/তাঁদের দাবির সমর্থনে প্রাসঙ্গিক নথিপত্র, টেন্ডার অফারের সঙ্গে জমা করতে হবে। টেন্ডারদাতার জমা করা, শংসাপত্রের সমর্থনে নথিপত্রের/শংসাপত্রের কপির প্রতিটি পৃষ্ঠায় স্ব-প্রত্যয়িত/টেন্ডারদাতার বা টেন্ডার প্রদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধির ডিজিটাল স্বাক্ষর থাকতে হবে। স্ব-প্রত্যয়নের অন্তর্ভুক্ত থাকবে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)।

(SDAH-284/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১। দীপক বেক পিতা- অগাপিথ বেক, ২। রোসলিনা বেক স্বামী- দীপক বেক সাং ও পোঃ- দুইল্যা, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া এবং ৩। সানি এক্কা, ৪। কিরন এক্কা উভয়ের পিতা- চিপু এক্কা সাং মহিয়াড়ী, পোঃ- আন্দুল মৌড়ী, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া মহাশয়গন বিগত ইংরাজী- ২৪।০৯।২০২৫ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ৫২৫৩ নং ও ৫২৫৪ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা ফেলুরাম দাস পিতা- কুঞ্জবিহারী দাস মহাশয়ের নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন দুইল্যা মৌজায় জে. এল.- ৩৫ নং ভুক্ত, এল. আর.- ২১৯৯ নং খতিয়ানে এল. আর. ১৪৯১ নং দাগে ডাঙ্গা ০১ কাঠা ০৫ ছটাক ২১ বর্গফুট বা ২.২১৩৮ শতক এবং ০১ কাঠা ০৪ ছটাক বা ২.০৬২৫ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা বিগত ইংরাজী- ২০২১ সালে রানিহাটী রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০১ নং বহির ০৫০৩০৪৬৩৭ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতার পক্ষে পুলকেশ দাস পিতা- কমলেশ দাস, সাং ও পোঃ- দুইল্যা, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত দুই ক্রেতা বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন মোতাবেক হইবে।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এইমর্মে বিজ্ঞপিত হইতেছে যে, ১. আব্দুল রহমান সেখ পিতা- সেরাজুউদ্দিন সেখ ঠিকানা- ফুলসহরী পোস্ট অফিস- রমনা সেখদিঘি, থানা- সাগরদিঘি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন কদ-৭৪২২৩৫। গত ইংরাজি ০৬।০৪।২০১৫..... তারিখে ।১৬৭৩ ।১৫... নং দলিলমূল্যে ... Additional District Sub-Register HOWRAH... রেজিস্ট্রি অফিস) মারফত ১. শ্রী সমির কুমার বিশ্বাস পিতা- স্বর্গীয় শ্রীপতি বিশ্বাস, ঠিকানা- গ্রাম-রাজচন্দ্রপুর, পোস্ট- ঘোষপাড়া, থানা- নিশ্চিন্দা, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১২২৭। শ্রী বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য পিতা- স্বর্গীয় অর্জিত ভট্টাচার্য ঠিকানা গ্রাম-নর্থ ঘোষপাড়া, পোস্ট-ঘোষপাড়া, থানা- নিশ্চিন্দা, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১২২৭। কর্তৃক সম্পাদিত গত ইংরাজি..২৩ ।১১২০০৯ তারিখে ...১৬৭৯৪ ১৬৮০ নং আমমোক্তারনামা (District Sub-Register/ HOWRAH ...রেজিস্ট্রি অফিস) ও ইংরাজি ...২৪ ।০৯।২০০৯ তারিখে ১৪১৮ ও ১৪১৯ নং আমমোক্তারনামা (District Sub- Register/ HOWRAH রেজিস্ট্রি অফিস) মারফত হাওড়া জেলার বালী জগাছা ব্লকের নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমি ক্রয় করিয়াছে এবং .. MN/2025/0503/11751 নং মিউট্রেশন কেসে নামপত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছে। এই নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তির নামপত্তনের এই মর্মে সংশ্লিষ্ট কারোর অপত্তি থাকলে আগামী একমাসের মধ্যে এস. ডি. এল. এন্ড বি. এল. আর. ও অমিশেলামিষ্ট রাজস্ব আধিকারিকের নিকট উপযুক্ততথ্য সহআপত্তি জমাদিতে অনুরোধ করা হইতেছে অন্যথায় উপরিউক্ত মিউটেশন কেসটির আইন মোতাবেক নিস্পত্তি হইবে।

তপশীল
জেলাঃ-হাওড়া
ব্লকঃ- বালী জগাছা, উপ-বিভাগীয় ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক করণ,
মৌজাঃ- জয়পুর বিল
জে. এল. নং-১৩
খতিয়ান নং এল আর-৮৩৩ ও ১৬৭৮
দাগ নং এল আর-২২০০
পরিমাণ নং-০.০২৮৫ একর

রায়তের নামঃ-
১. পঞ্চীবালা মাঝি পিতা-বিপিন বিহারী মাঝি ২. সতীশ মাঝি পিতা-মোহন মাঝি

আমমোক্তার দাতাঃ-
১. শ্রী সন্তোষ মাজি পিতা-স্বর্গীয় মোহন মাজি ২. শ্রীমতি পারুল বালা মাজি, ৩. শ্রী জীবন মাজি ৪.শ্রী অনন্ত মাজি ৫. শ্রী প্রতাপ মাজি ৬. শ্রী সুশান্ত মাজি ৭. কুমারী অঞ্জলী মাজি ৩ থেকে ৭ প্রত্যেকের পিতা স্বর্গীয় সতীশ মাজি ৮. শ্রীমতী সবিতা দাস স্বামী-শ্রী সুনীল দাস ৯. শ্রীমতী বিজলী হাতী স্বামী-শ্রী তপন হাতী ১০. শ্রীমতী সনকা বাগ স্বামী-শ্রী অধীর বাগ ১১. শ্রীমতী কনকলতা দাস স্বামী- শ্রী গোপাল দাস ১২ শ্রীমতী অনিমা মণ্ডল স্বামী-শ্রী নিমাই মণ্ডল ১৩.শ্রী দুধ কুমার মাজি ১৪. শ্রী নবকুমার দাস ১৫. শ্রী নারায়ন চন্দ্র দাস ১৬. শ্রী সুশান্ত দাস ১৩ থেকে ১৬ প্রত্যেকের পিতা-স্বর্গীয় পঞ্চানন দাস

আমমোক্তার গ্রহিতাঃ-
১. শ্রী সমির কুমার বিশ্বাস পিতা- স্বর্গীয় শ্রীপতি বিশ্বাস, ২. শ্রী বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য পিতা- স্বর্গীয় অর্জিত ভট্টাচার্য।

JAMNA GRAM PANCHAYAT

Monteswar Panchayat Samity
Vill. & P.O.-Jamna :: Dist.-Purba Burdwan :: Pin.-713422

Prodhan, Jamna Gram Panchayet invites eNIT/ Offline tenders/Quotation vide Notice No. Dated - **NIT No: 1020/JGP/e-NIT/2025 Date:-04/12/2025, 1021/ JGP/e-NIT/2025 Date:- 04/ 12/2025**. Last date of bidding **17/12/2025**.

Sd/- Prodhan
Jamna Gram Panchayat

E-TENDER NOTICE

Labpur Development Block
Labpur, Birbhum
NIeT No: 02/BDO/2025-26

E-Tenders are invited for 1 no civil work. Bid submission start-05/12/2025. Ends-03/01/ 2026. For more details, please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/- Block Development Officer
Labpur Development Block

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারণ কে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল ভবসিন্ধু সরকার পিতা-শ্রী ধীরেন সরকার সাং- উত্তর বাগুন্ডি, পোঃ- গোটরা, থানা- বসিরহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৪২২, বিগত ইং- ১৩.০৯.২০০৪ তারিখে কোলকাতা ARA-II অফিসের ১ নং বহির ১১০০৯ নং রেজিস্ট্রী কৃত আমমোক্তার দলিল মূলে প্রাপ্ত রাণা হালদার মহাশয়ের নিকট হইতে সকল আমমোক্তার দাতা গন জীবিত থাকাবস্থায় ২৬.০৩.২০২৫ তারিখে ২৫৩৪ কোবালা দলিল মূলে থানা- বসিরহাট, মৌজা- জিরাকপুর (জে.এল. নং- ৯৪) অবস্থিত ১২১৬১ খতিয়ান ভুক্ত ১০৭৮ দাগে ডাঙ্গা ৩.৩০ শতক জমি ক্রয় করেন। উক্ত জমি আমার মক্কেল নিজ নামে রেকর্ড করিবার আবেদন করিয়াছেন। এই বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বসিরহাট-১ ভূমি সংস্কার অফিসে লিখিত জানাবেন। কেস নং-MN/2025/1511/14898.

Akash Biswas
Advocate
Enrolment No- F/4445/4428/2023

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এইমর্মে বিজ্ঞপিত হইতেছে যে ১. শ্রীমতি রেখা দেবী স্বামী- শ্রী বিনয় রাম। ২. শ্রীমতী সুলোচনা দেবী স্বামী - শ্রী জালিম রাম উভয়ের ঠিকানা আনন্দনগর বিদ্যাসাগর পল্লী পোস্ট অফিস- ভট্টনগর, থানা- লিলুয়া, জেলা- হাওড়া। উভয়েই গত ইংরাজি ২২।০২।২০১১ তারিখে। ১০৬৩ ও ।১০৬০ নং দলিলমূলে (Additional District Sub- Register/ HOWRAH... রেজিস্ট্রি অফিস) মারফত ১. শ্রী সমির কুমার বিশ্বাস পিতা- স্বর্গীয় শ্রীপতি বিশ্বাস, ঠিকানা গ্রাম-রাজচন্দ্রপুর, পোস্ট-ঘোষপাড়া, থানা- নিশ্চিন্দা, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১২২৭। ২. শ্রী কৃষ্ণাকান্ত সেন পিতা- স্বর্গীয় সুরেশ চন্দ্র সেন ৩. শ্রী প্রদীপ কুমার দাস পিতা - শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দাস। উভয়ের ঠিকানা গ্রাম-আনন্দনগর, ভট্টনগর থানা- লিলুয়া, জেলা- হাওড়া। কর্তৃক সম্পাদিত গত ইংরাজি ০৯ ।০৫।২০০০ তারিখে। ১৪৪ নং আমমোক্তারনামা (Additional District Sub- Register /HOWRAH রেজিস্ট্রি অফিস) মারফত হাওড়া জেলার বালী জগাছা ব্লকের নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমি ক্রয় করিয়াছে এবং MN/2025/0503/11730 ও MN/2025/0503/11731 নং মিউট্রেশন কেসে নামপত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছে। এই নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তির নামপত্তনের এই মর্মে সংশ্লিষ্ট কারোর অপত্তি থাকলে আগামী একমাসের মধ্যে এস. ডি. এল. এন্ড বি. এল. আর ও অমিশেলামিষ্ট রাজস্ব আধিকারিকের নিকট উপযুক্ততথ্য সহ আপত্তি জমা দিতে অনুরোধ করা হইতেছে, অন্যথায় উপরিউক্ত মিউটেশন কেসটির আইন মোতাবেক নিস্পত্তি হইবে।

তপশীল
ব্লকঃ- উপ-বিভাগীয় ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক করণ,
মৌজা-চকপাড়া
জে. এল. নংঃ-১১১
রায়তের নামঃ-হারাধন পাত্র
খতিয়ান নংঃ- এল আর-৫১৯২
দাগ নং এল আর-২৩৪
পরিমাণ নংঃ-০,০৩৩০ ৪০,০০,০৪২৪ একর

আমমোক্তার দাতাঃ-
১. শ্রী হারাধন পাত্র পিতা- স্বর্গীয় কানাই লাল পাত্র
২. শ্রী সুরজিত পাত্র পিতা -শ্রী হারাধন পাত্র

আমমোক্তার গ্রহিতাঃ-
১. শ্রী সমির কুমার বিশ্বাস পিতা- স্বর্গীয় শ্রীপতি বিশ্বাস
২. শ্রী কৃষ্ণা কান্ত সেন পিতা- স্বর্গীয় সুরেশ চন্দ্র সেন
৩. শ্রী প্রদীপ কুমার দাস পিতা- শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দাস

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ **মহেশ বিশ্বাস**
আমোক্তারনামা দাতাঃ **পুলক সেন, পিতা- ধীরেন্দ্রনাথ সেন**
ঠিকানাঃ **সেনপাড়া, ওয়ার্ড নং.৩, জলপাইগুড়ি**
গ্রহীতাঃ **মহেশ বিশ্বাস**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **2621** নং বহি ০৫.০৭.২০২৪ নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **2537, 15.07.2025**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2025/0702/11059**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা / গ্রহীতা ও বিক্রেতা / দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজা-খড়িয়া, সিট নং-12, L.R.দাগ 950, L.R. Khatian 2969, 2970 মোট জমি পরিমান 3.3 ডেসিমেল
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **মহেশ বিশ্বাস**
পিতা ঃ মধু বিশ্বাস
ঠিকানাঃ সারদা পল্লী, কোতআলী, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১

Office of the Bagnan-I Gram Panchayat

Bagnan-I Panchayat Samity
Bagnan * Howrah

Notice Inviting e-Tender (1st CALL) No: WB/HOW/BAGI GP/NIET-04/APAS/2025-26

For and on behalf of the Bagnan I Gram Panchayat, The Pradhan, Bagnan-I gram Panchayat invites Percentage Rate tenders through e-tendering for the total **32(Thirty Two)** different works. Bid Submission Start Date: **03/12/2025 12.00 NOON**. Bid Submission End Date **12/12/2025 06.00PM.** Bid Opening Date (Technical) **15/12/2025 11.00AM.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in .**

Sd/- Pradhan
Bagnan-I Gram Panchayat

ITC LIMITED

Registered Office: Virginia House, 37 Jawaharlal Nehru Road, Kolkata, West Bengal, 700071

NOTICE is hereby given that the certificate[s] for the undermentioned securities of the Company has/have been lost/misplaced and the holder[s] of the said securities / applicant[s] has/have applied to the Company to issue duplicate certificate[s] for **3840 Shares.** Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from this date, else the Company will proceed to issue duplicate certificate[s] without further intimation.

Shareholder Name as per Certificate	Account no.	Certificate Nos.	Distinctive Nos. (From – To)	No. of Shares	Face Value
RADHA OBHRAI Jt. with Late SHARDA OBHRAI	15/484	38314	64149641 - 64152200	2560	Rs.1/-
	15/484	104529	2535504366 - 2535505645	1280	Rs.1/-

Date: 04-12-2025
Place: DELHI
Name of the Shareholder
RADHA MEHTA

GOVT OF WEST BENGAL

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR–II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI,HOWRAH,711312

Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-21/2025-26 Vide Memo No-3350/Shy-II Dated-01.12.2025 On line e-Tender are Invited from Bona fide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website **https://wbtenders.gov.in**. The last date of tender submission -**05.01.2026 at 14.00 PM**.

SD/- BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR–II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI,HOWRAH,711312

Notice Inviting E-Tender

Khalgram GP, Taldangra, Bankura
NieT 04 Memo 620/Khal/2025

Pradhan, Khalagram GP, Taldangra invites e Tender. of different schemes which are available In **www.wb.etenders.gov.in** web site and Last date of submission **05/01/2026 (4.00 PM)**

sd/-
Pradhan,
Khalagram Gram Panchayat

OFFICE OF THE BAGNAN-1 GRAM PANCHAYAT

BAGNAN, P.O-BAGNAN
P.S.-BAGNAN-, DIST.- HOWRAH

NOTICE INVITING TENDER No-WB/HOW/BAGIGP/NIET01/APAS/2025-26

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the **79 (Seventy-nine)** different works. Source of Fund: APAS. Date of Sale of Tender Form On any working day from **02/12/25 (from 11 AM to 2 PM).** Last date of dropping of Sealed Tender Form On or before **10/12/25 (up-to 1 PM).** Date of Opening of Tender **14/12/25 (At 3 P.M.).** For details visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Bagnan-I Gram Panchayat

MIRAE ASSET
Mutual Fund

In order to impart an insight on mutual fund, to educate and create awareness among the investors about the financial market, Mirae Asset Mutual Fund undertakes numerous events and activities at various places across the country and in number of ways such as conducting Investor Awareness Programs (IAPs) / seminars, contents on investor awareness in print media (newspapers, magazines etc.) and programs on Mutual Funds in electronic media (TVs, radios etc.).

In this regard, please see below schedule of upcoming IAP:

Date	Time	Address
December 07, 2025	11:00 A.M.	Makhla Vivekananda Club, 90, 1, Near Padma Pukur, Government Colony, Makhla, Uttarpara - 712 245.

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited. CIN - U65990MH2019PTC324625)
Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. ☎ 1800 2090 777 (Toll free), customercare@miraeasset.com www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

রাশিফল

মেষঃ মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা হবে। আপনি আত্মবিশ্বাস এবং উৎসাহে ভরপুর থাকবেন। আপনার শক্তিকে সঠিক দিকে পরিচালিত করার জন্য আপনি অনুপ্রাণিত বোধ করবেন, যা আপনার চারপাশের লোকেদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক উন্নত করবে।
বৃষঃ হৃদরোগীদের জন্য কফি ছাড়ার পক্ষে এটি সঠিক সময়। পরবর্তী যে কোন ব্যবহার আপনার হার্টে অহেতুক (অপ্রয়োজনীয়) চাপ সৃষ্টি করবে। এই রাশিচক্রের লোকেরা যারা বিদেশ থেকে ব্যবসা করে থাকে তারা আজ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শুভদিন
মিথুনঃ মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য বিশেষ ভাবে ভাল দিন হবে। আপনার সামাজিকতা এবং যোগাযোগ দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ হবে। বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কাটানো সময় আপনার মনে আনন্দ আনবে এবং আপনার সম্পর্ককে আরও গভীর করবে। বিবাহের যোগ হবে আজ।
কর্কট রাশি ঃকিছু পরিবারের কিছু সদস্য তাঁদের ঈর্ষণীয় ব্যবহারের দ্বারা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে। কিন্তু আপনার মেজাজ হারানোর প্রয়োজন নেই অন্যথায় পরিস্থিত হাতের বাইরে চলে যেতে পারে। মনে রাখবেন যা সারানো যায় না তা অবশ্যই সহ্য করে নিতে হয়।
সিংহঃবয়স্ক ব্যাক্তিরা তাঁদের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আজ অর্থের আগমন আপনাকে অনেক আর্থিক ঝামেলা থেকে মুক্তি দিতে পারে। কোন ধর্মীয় স্থানে বা আত্মীয়ের কাছে যাওয়া আপনার জন্য সম্ভাব্য বলে মনে হচ্ছে। ভালোবাসার গান তাদের দ্বারা শুনতে পাবেন যারা সব সময় এর মধ্যে ডুবে থাকে। আজ আপনি এই গান শুনতে পাবেন যা আপনাকে এই বিশ্বের সব গান ভুলিয়ে দেবে।
কন্যা ঃকন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য বিশেষ ভাবে চ্যালেঞ্জিং দিন বলে মনে হচ্ছে। আপনার জীবনে কিছু অস্থিরতা এবং সঙ্কট দেখা দিতে পারে, যা আপনাকে মানসিক এবং আবেগগত ভাবে প্রভাবিত করতে পারে।
তুলাঃঘরে কাজ করার সময় বিশেষ যত্ন নিন। ঘরের কাজের জিনিসগুলির যে কোন অসাবধান ব্যবহার আপনাকে কিছু সমস্যায় ফেলতে পারে। আপনি যদি বাড়ি থেকে দূরে থেকে কাজ করে বা পড়াশোনা করেন তবে আপনার অর্থ এবং সময় নষ্ট করে এমন লোকদের থেকে দূরে থাকতে শিখুন।
বৃশ্চিকঃ বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য খুব ভাল দিন হবে। আপনি জীবন এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নতুন শক্তি অনুভব করবেন। আপনার ভেতরে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে, যা চারপাশের পরিবেশকেও বদলে দেবে। আপনি প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটানো উপভোগ করবেন।
ধনুঃধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এটি উত্তেজনাপূর্ণ দিন হবে। আপনার ইতিবাচক শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস তাদের শীর্ষে থাকবে।
মকরঃ আপনার শিশুসুলভ স্বভাব ভেসে উঠবে এবং আপনি একটি কৌতুকপূর্ণ মেজাজের মধ্যে থাকবেন। ব্যবসায় উন্নতি হবে আজ
কুম্ভঃআজ শান্ত-উদ্বেগমুক্ত থাকুন। আজ আপনি সহজেই মূলধন-অনাদায়ী ঋণ জোগাড় করতে পারবেন- বা নতুন প্রকল্পে কাজ পারেন না সেটা ভুল। এরকম করাটা কে রাজত্ব করাতে পারে আজই
মীনঃমীন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য বিশেষ ভাবে ইতিবাচক দিন। চারপাশের পরিবেশ

আবহাওয়া

আগামী ৭ দিন মূলত শুষ্ক থাকবে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমবে, সপ্তাহান্তে শীতের আমেজ কিছুটা বাড়বে। এমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। দক্ষিণবঙ্গে আগামী ৩-৪ দিনে অন্তত দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা নামতে পারে। সকালে শিশির ও কুয়াশা থাকবে, সারাদিন আকাশ থাকবে পরিষ্কার। উপকূলের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে।উত্তরবঙ্গে প্রধানত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে, বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সকালে হালকা কুয়াশা, পরে আকাশ পরিষ্কার থাকবে। আগামী তিন চার দিনে তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস নামতে পারে এবং তারপর একই রকম থাকবে তাপমাত্রা। বুধবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.১ ডিগ্রি বেশি।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৫৫মনিট এবং রাত ০১টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৫৯মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫২মিনিটে হতে পারে।

গাজলডোবার উন্নয়নের রূপরেখা ঠিক করতে পরিকল্পনা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ উত্তরবঙ্গের দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠা পর্যটন কেন্দ্র গাজলডোবার দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের রূপরেখা ঠিক করতে ব্যাপক ভূমি-ব্যবহারের পরিকল্পনা তৈরির কাজ শুরু করল রাজ্য সরকার। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, গাজলডোবা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই বিশেষজ্ঞ সংস্থার সাহায্য চেয়ে আবেদন করেছে। ২২টি মৌজায় বিস্তৃত প্রায় ৬০ বর্গকিলোমিটার এলাকার বর্তমান ভূমি-ব্যবহার চিহ্নিত করা, স্থানীয় পরিস্থিতির সমীক্ষা করা এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা তৈরি করা এর লক্ষ। রাজ্যের প্রচারের পর থেকেই গাজলডোবা বিকল্প পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে দ্রুত জনপ্রিয়তা পেয়েছে। রাস্তাঘাট উন্নয়ন, হোমস্টে বৃদ্ধির পাশাপাশি জলাধার সংলগ্ন প্রস্তাবিত বিনোদন জোন পর্যটকদের টেনে আনছে।

সিপিআইএম রাজ্য কমিটির আহ্বানে বাংলা বাঁচাও কর্মসূচি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সিপিআইএম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহবানে মালদহ জেলা কমিটির উদ্যোগে বৃহস্পতিবার দুপুরে গাজোলে বাংলা বাঁচাও কর্মসূচি গ্রহণ করা হলো। ওই কর্মসূচিতে বাম কর্মী সমর্থকদের ব্যাপক সাড়া প ে ড . । উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএমের রাজ্য নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, জেলা নেতৃত্ব কৌশিক মিশ্র, সাধু টুডু, অরুণ বিশ্বাস, সহ মশারফ হোসেন অন্যান্য নেতৃত্বরা। সেদিন ওই নেত্রী বাংলা তৃণমূল সরকার, এবং কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন। জানা গিয়েছে, ২৯ নভেম্বর থেকে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলা বাঁচাও যাত্রা ডাক দেওয়া হয়েছে। কোচবিহার থেকে শুরু হয়েছে। যাত্রা জেলায় তিন থেকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত হবে। আজ গাজোলে হল। শ্রমিকদের রাজ্য খুব সমস্যা হচ্ছে, কাজ পাচ্ছে না, কেউ বাইরে চলে যাচ্ছে, তাদের হকের কাজ থেকে বঞ্চিত। শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়েও তৃণমূল এবং বিজেপিকে আক্রমন করে নেতৃত্বরা।

নতুন বছরে সপ্তাহ ব্যাপি উৎসব হবে সুন্দরবনে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, সুন্দরবন আবার ও সুন্দরবনের শুরু হতে চলেছে পাখি উৎসব, চলছে তোড়জোড় সুন্দরবনে আবার শুরু হতে চলেছে পাখি উৎসব। আগামী নতুন বছরের ২০ শে জানুয়ারি থেকে শুরু হবে এই উৎসব। চলবে ২৭শে জানুয়ারি পর্যন্ত। ছটি দলে ২৪ জন উৎসবে যোগদান করতে পারবেন। প্রতিটি দলে চার জন করে পাখিপ্রেমী, এক জন করে পাখি বিশেষজ্ঞ ও এক জন করে বনকর্মী থাকবেন। সম্প্রতি সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের তরফ থেকে এ ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। ওয়েবসাইটে (sunderbantigerreserve.org) ই-মেলে (sunderbanbirdfestival@gmail.com) আবেদনের মাধ্যমে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করাতে পারবেন পক্ষিপ্রেমীরা। অনলাইনে ফর্ম পূরণ করতে হবে ২১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে। এই নিয়ে চতুর্থ বর্ষে পড়ল পাখি উৎসব। ২০২৫ সালে তৃতীয় পাখি উৎসবে ১৫৪টি প্রজাতির পাখির দেখা মিলেছিল সুন্দরবনে, যা দ্বিতীয় পাখি উৎসবের তুলনায় অনেকটাই বেশি ছিল। এর মধ্যে ৫১টি পরিযায়ী প্রজাতির পাখির দেখা মিলেছিল। আর ১০৩টি ছিল আবাসিক প্রজাতির পাখি। ৩১৯০০টির বেশি পাখির দেখা মিলেছিল চার দিনের উৎসবে। যার মধ্যে ইউরেশিয়ান কার্লিউ, ব্রাউন উইংড কিংফিশারের মতো ১২টি বিপন্ন প্রজাতির পাখির দেখা ও মিলেছিল বলে রিপোর্টে উল্লেখ করেছিল সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প। গত বছরের মত এবারেও মোট ২৪ জন পক্ষীপ্রেমীকে পাখি উৎসবে অংশগ্রহনের সুযোগ দিয়েছে বন দফতর। মোট ছটি দলে ভাগ হয়ে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প ও ২৪ পরগনা বন বিভাগের মোট ছটি আলাদা আলাদা রেঞ্জ এলাকায় ঘুরে বেড়ান এই পাখি প্রেমিরা। তৃতীয় বছরের পাখি উৎস্ব সবে ব্যাপক সাফল্য মিলেছে। আগের তুলনায় সুন্দরবন পাখিদের জন্য অনেক নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে গড়ে উঠেছে। সে কারণে প্রতি বছর পাখিদের সংখ্যা বাড়ছে। বাড়ছে পরিযায়ী পাখিদের সংখ্যাও। আশা করা যায় এ বার আরও পাখিদের ছবি তোলার পাশাপাশি কোথায় কি ধরনের পাখি দেখা গেল সে সব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন তাঁরা। প্রতিটি দলে এক জন করে পাখি বিশেষজ্ঞ ও বন দফতরের একজন কর্মী থাকছেন। চারদিন ধরে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে তাঁরা যে ছবি তুলবেন ও এবং যে তথ্য সংগ্রহ করবেন সে সব বিচার বিশ্লেষণ করেই এবারের মোট পাখির সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে বলে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প সূত্রে জানা গেল।

জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্রে নির্ভুলতা ও দ্রুত পরিষেবা প্রদান করতে কলকাতা পুরসভার উদ্দগ্যে চালু নতুন হেল্পডেস্ক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কলকাতা পুরসভা জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র সহজে, দ্রুত এবং আরও নির্ভুলভাবে নাগরিকদের হাতে পৌঁছে দিতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। বহু দিনের অভিযোগ; ভুল তথ্য, মিল না থাকা নথি বা সার্টিফিকেট পেতে সময়ক্ষেপ; এই সমস্ত সমস্যার সমাধানেই পুরসভা নতুন হেল্পডেস্ক চালু করেছে। পুরসভার কেন্দ্রীয় ভবনের সিংহদ্বারে তৈরি হয়েছে বিশেষ কাউন্টার-জোন, যেখানে রয়েছে মোট আটটি পরিষেবা কাউন্টার এবং একটি আলাদা ডেস্ক শুধুমাত্র অভিযোগ গ্রহণের জন্য। গত সাতদিন ধরে পুরসভার ৬ নম্বর গেটে অস্থায়ীভাবে আটটি কাউন্টার চালু করেছিল পুরসভা। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই স্থায়ী পরিষেবা কাঠামো এবার সিংহদ্বারে। এই নতুন ব্যবস্থার ফলে নাগরিকরা দ্রুত নিজেদের জন্ম বা মৃত্যুর শংসাপত্র পেতে পারবেন বলে পুরসভা আশাবাদী। পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ তথা ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ জানিয়েছেন, 'কলকাতা পুর এলাকায় যাঁদের জন্ম বা মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের প্রামাণ্য নথি মিলিয়ে দেখে জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র দেওয়া হচ্ছে। এই সংখ্যা আরও বাড়ানো হচ্ছে।' তথ্য বলছে, পুরসভার রেকর্ড রুমে ১২০ বছরের পুরনো নথি আছে। তবে বিশেষ প্রয়োজনেই সেই নথি মিলিয়ে দেখা হয়। যাঁরা নথি দেখাতে পারছেন মিলিয়ে দেখে পুরসভার জলছবি দেওয়া নতুন ডুপ্লিকেট বার্থ বা ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে। তবে একবছরের পুরনো হলেই পুরসভাকে সার্ভিস চার্জ দিতে হবে প্রতিটি কপির জন্য। স্বাস্থ্য বিভাগের এক কর্তা বলেন, 'অনেকের জন্ম কলকাতায় হলেও তাঁদের কাছে যথাযথ নথি নেই। সে ক্ষেত্রে পাসপোর্ট, আধার, ভোটার আইডির মতো সরকারি পরিচয়পত্র থাকলে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী জন্মশংসাপত্র দেওয়া হবে।' তবে শুধু নথির সমস্যাই নয়; আরও একটি বড় জটিলতা দেখা দিচ্ছে। অনেকেই বিদেশে কাজ, উচ্চশিক্ষা বা পাসপোর্ট তৈরির প্রয়োজনেই ডুপ্লিকেট সার্টিফিকেটের জন্য পুরসভায় আসছেন। যাচাই করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, কম্পিউটার রেকর্ডে তাঁদের জন্মতারিখে ২ থেকে ৩ বছরের পার্থক্য। এই ধরনের গরমিল পাওয়া গেলে পুরসভা সেইরকম সার্টিফিকেট ইস্যু করতে পারে না। কারণ সরকারি নথিতে এমন বিভ্রান্তি পরবর্তীতে নাগরিকের জন্য বড় সমস্যার কারণ হতে পারে। ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের কথায়, 'প্রতিদিন প্রায় ১০০টি জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র ইস্যু করা হয়। নতুন পরিকাঠামো তৈরি হওয়ায় এবার আরও ৪০০টির মতো সার্টিফিকেট প্রতিদিন প্রদান সম্ভব হবে। এতে নাগরিকদের চাপ যেমন কমবে, তেমনি পুরসভার কাজও দ্রুত হবে।'

বনসল-শমীক-র নেতৃত্বে সম্মেলন;২৬-এর লড়াইয়ের আগে বঙ্গ বিজেপির নয়া কৌশল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে বঙ্গ বিজেপির অভ্যন্তরে চলতে থাকা আদি-নব্য দ্বন্দ্ব এবার গুরুতর মোড় নিয়েছে। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে অবশেষে দিল্লির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছে। দলের পুরনো নেতাদের ক্ষোভ প্রশমিত করতে এবং তাঁদের আবার সংগঠনের সক্রিয় অংশ হিসেবে ফিরিয়ে আনতে বেশ কিছু নতুন কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। তার সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ হিসেবে আগামী ২৫ ডিসেম্বর, প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিনে কলকাতায় পুরনো নেতা-কর্মীদের একটি বৃহৎ সম্মেলন আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য বিজেপির পুরনো নেতারা অভিযোগ করে আসছিলেন যে তাঁদের গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না, দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে না, বরং নতুনদের জায়গা ক ে ব . দিতে তাঁদের ধীরে ধীরে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে চার বছরেরও বেশি সময় ধরে বহু পুরনো কর্মী এবং নেতার মধ্যে গভীর অসন্তোষ জন্ম নিয়েছে। এবারে ছাব্বিশের নির্বাচনকে সামনে রেখে সেই অসন্তোষকে থামাতে দিল্লির নেতৃত্ব রাজ্য পর্যায়ে নতুন সুর তৈরি করতে চাইছে। প্রসঙ্গত, পুরনো নেতাদের সক্রিয় করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সহ-সভাপতি প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকমল পাঠকদের। রাজকমল পাঠক বলেন, গত চার বছর ধরে পুরনো নেতারা দায়িত্ব না পেয়ে বসে রয়েছেন। তাঁদের কাজে লাগানো হয়নি। এবার আমাদের দিল্লির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চাইছে পুরনোদের সক্রিয়ভাবে দলের কাজে লাগাতে। প্রায় তিন হাজার সমাগম হবে ২৫ ডিসেম্বর। কলকাতায় হল খোঁজার চেষ্টা চলছে। সূত্রের খবর, গত ২৮ নভেম্বর বঙ্গ বিজেপির এক দলীয় বৈঠকে কেন্দ্রীয় নেতা সুনীল বনসল পুরনো নেতাদের নিয়ে একটি বৈঠক ডেকেছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন, সকল পুরনোকে কাজে লাগাতে হবে। কেউ বসে থাকলে হবে না। শুধু তাই নয়, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও উদ্যোগ নিয়েছেন দলের পুরনোদের আবার দলের কাজে ফিরিয়ে আনতে। বিগত কয়েক বছরে বহু পুরনো নেতাকে দলীয় কর্মসূচি থেকে প্রায় দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়নি, সভা-সমিতিতে ডাক দেওয়া হয়নি। এই আদি শিবিরের ক্ষোভ প্রকাশ্যে এসেছে বহুবার। আর সেই ক্ষোভের তালিকার শীর্ষে রয়েছেন খোদ দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

বারাকপুরবাসীর জন্য সুখবর, নতুন বছরে 'সেবাশ্রয়'-র মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নতুন বছরের শুরুতেই বারাকপুরবাসীর জন্য সুখবর। আগামী ৫ জানুয়ারি থেকে বীজপুর বিধানসভার হালিশহর এলাকা থেকে শুরু হচ্ছে 'বারাকপুর সেবাশ্রয়', যেখানে সাধারণ মানুষ বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা পাবেন। ডায়মন্ড হারবার মডেলের সফল সেবাশ্রয়কে অনুসরণ করে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বারাকপুরের তৃণমূল সাংসদ ও রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক বুধবার এই ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন হিসাবে আমরা ৫ জানুয়ারি পালন করে থাকি। ওদিনই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথে বারাকপুরে সেবাশ্রয় চালু হবে।' পার্থ আরও জানান, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়মন্ড হারবারকে অনুসরণ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা জানিয়ে ৫ জানুয়ারি বারাকপুরে শুরু হচ্ছে সেবাশ্রয়। এ সময় পার্থ ভৌমিকের সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ডায়মন্ড হারবারে ইতোমধ্যেই এই প্রকল্প চালু হয়েছে। ১ ডিসেম্বর থেকে সেখানে শুরু হওয়া 'সেবাশ্রয় ২' স্বাস্থ্য শিবির শুধুমাত্র দুই দিনের মধ্যে জনগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাড়া ফেলেছে। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় খুশি হয়ে এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় মানুষই যে আসল তার প্রমাণ ফের দিতে শুরু করেছে সেবাশ্রয় ২। মানুষের পরিষেবা এখানে নিশ্চিত। সকলের সুস্বাস্থ্য আমাদের অঙ্গীকার।' এবার সেই মডেল অনুসরণ করে বারাকপুরে শুরু হচ্ছে সেবাশ্রয়। শিবিরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বিনামূল্যে চিকিৎসা দেবেন, পাশাপাশি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পরামর্শ প্রদান করা হবে। এছাড়া, শিশু, মহিলা ও প্রবীণদের জন্য বিশেষ সেবা ব্যবস্থার পরিকাঠামো রাখা হবে।

হাওড়ায় এটিএম ভেঙে লুট ও অগ্নিসংযোগ, মুন্সিডাঙায় দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ হাওড়ার বাঁকড়া এলাকার মুন্সিডাঙায় মধ্যরাতে ঘটল এক চাঞ্চল্যকর দুঃসাহসিক কাণ্ড। একটি এটিএম কাউন্টার ভেঙে লুট করে পরে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। স্থানীয়রা সকালে এটিএম থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে হতবাক হয়ে যান। তাঁদের উদ্যোগে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। শুরু হয়েছে তদন্ত। বুধবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। বৃহস্পতিবার সকালে হাওড়া,আমতা রোডের পাশের ওই এটিএম বুথ থেকে প্রথমে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন নিত্যযাত্রীরা। তারপর ঘটনাস্থলে ভিড় জমান এলাকার বাসিন্দারা। তাঁরা দেখে রীতিমতো শিউরে ওঠেন; এটিএমের কাঁচ ভাঙা, দরজা ভাঙা, ভেতরের মেশিনটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে রয়েছে এবং চারপাশে পোড়া প্লাস্টিক ও যন্ত্রাংশ ছড়িয়ে,ছিটিয়ে আছে। অবস্থা দেখে সন্দেহ জাগে যে, এটিএম ভেঙে লুট করা হয়েছে। তাই তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় দাসনগর থানায়। পুলিশ এসে দেখে, পুরো এটিএম মেশিনটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। মেশিনের অধিকাংশ অংশই আগুনে পুড়ে গেছে। প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে পুলিশ মনে করছে, দুষ্কৃতীরা প্রথমে এটিএমের লৌহদরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকে। তারপর গ্যাস কাটার বা ভারী কোনো যন্ত্রের সাহায্যে এটিএম মেশিন ভেঙে ফেলে। মেশিন থেকে টাকা বের করার পর, প্রমাণ লোপাট করতেই বুথে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। তবে ঠিক কত টাকা লুট হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে ইতিমধ্যেই বিষয়টি জানানো হয়েছে। ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা এসে এটিএমের লগ, সিসিটিভি হার্ডড্রাইভ (যদি বেঁচে থাকে) এবং বাকি অংশ পর্যালোচনা করবেন। তারপরই লুট হওয়া টাকার পরিমাণ জানা যাবে। এ ব্যাপারে এখনো পর্যন্ত কাউকে আটক করা না গেলেও পুলিশ আশাবাদী, সিসিটিভি ফুটেজ ও ফরেনসিক রিপোর্ট মিললে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পাওয়া যাবে।

দিল্লি, লখনৌ হাইওয়েতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, প্রাণ হারালেন বাংলার ডাক্তারি পড়ুয়া অর্ণব

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ উত্তরপ্রদেশের আমরোহায় দিল্লি, লখনৌ জাতীয় সড়কে বুধবার গভীর রাতে ঘটে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা। এই দুর্ঘটনায় মোট চারজন এম. বি. বি. এস. পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বাংলার বেলঘরিয়ার তরুণ ডাক্তারি পড়ুয়া অর্ণব চক্রবর্তী। পরিবারের একমাত্র ভরসা, উদ্যমী ও শান্তস্বভাবের এই যুবকের অকালমৃত্যুর খবরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। দুর্ঘটনাটি ঘটে রাত প্রায় ৯টা নাগাদ। উত্তরপ্রদেশের রজবপুর থানার কাছে সার্ভিস রোডের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল ফোমের গদি বোঝাই একটি ট্রাক। হালকা আলোয় রাস্তার পাশে দাঁড়ানো ট্রাকটিকে অনেকটাই অস্পষ্ট মনে হচ্ছিল। ঠিক সেই সময় গজরৌলা দিক থেকে চতুর্থ বর্ষের চার মেডিক্যাল ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে ছুটে আসছিল একটি ছোটো চারচাকা গাড়ি। গাড়ির চালক হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে সজোরে ট্রাকের পিছনে গিয়ে ধাক্কা মারে। ধাক্কার তীব্রতা এতটাই প্রবল ছিল যে চারচাকাটি মুহূর্তে সম্পূর্ণ দুমড়ে, মুচড়ে যায়। স্থানীয়রা প্রথমে এগিয়ে এসে উদ্ধার কার্য শুরু করেন, পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। কিন্তু ততক্ষণে গাড়ির চার তরুণ, তরুণীর দেহ নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। দুর্ঘটনার দৃশ্য দেখে উদ্ধারকারীরাও শিউরে ওঠেন। মৃত চারজনই উত্তরপ্রদেশের শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর ইউনিভার্সিটির ২০২০ ব্যাচের এম. বি. বি. এস. ছাত্রছাত্রী ছিলেন এবং বর্তমানে ইন্টার্নশিপ করছিলেন। পড়াশোনা শেষ হওয়ার পর ইন্টার্নশিপ পর্বও প্রায় শেষের দিকে; তারপরই নতুন কর্মজীবন ও ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন ছিল তাঁদের। সেই স্বপ্নই অকালে থেমে গেল। শোকাহত পরিবারের সদস্যরা জানাচ্ছেন, অর্ণব খুব শিগগিরই কলকাতায় ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। নতুন অধ্যায়ের শুরুতে তাঁর পরিবার বেলঘরিয়ার বাড়িতে ঘর বানাতে শুরু করেছিলেন। বাবা অরুণ চক্রবর্তীর কণ্ঠ আজ শোকে ভারী; 'ছেলে ফিরে আসবে বলে ঘর বানিয়েছি, এখন সে-ই ফিরবে না। কী করে মেনে নেব!' পরিবারের পাশাপাশি অর্ণবের প্রতিবেশীরাও তাঁর মৃত্যুতে বাকরুদ্ধ। সকলের বক্তব্য একই; অর্ণব ছিল শান্ত, ভদ্র, মেধাবী ছেলে। কারও সঙ্গে ঝামেলায় যেত না। খুব কম বয়সেই চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল।

সাসপেন্ড বিধায়কের উপরে নজরদারিতে দল গঠন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দল বিরোধী কাজের জন্যে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে আজ সাসপেন্ড হওয়া বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের উপরে নজরদারির জন্যে রাজ্য পুলিশ বিশেষ দল গঠন করেছে। এই দলের সদস্যরা মূলত সাদা পোশাকে তার গতিবিধির উপরে নজরদারি চালাবে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এই দিকে মুর্শিদাবাদের বর্তমান পরিস্থিতি ও সাসপেন্ড হওয়া বিধায়কের কার্যকলাপ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরে চিঠি পাঠিয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। তার প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্থর কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি রাজ্যে অশান্তি করতে পারে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সব ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য হুমায়ুন কবীর আগামী শনিবার জেলার বেলডাঙ্গায় বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করবেন বলে আগেই জানিয়েছেন।

লোকাল ট্রেনে চুরি ও ছিনতাইয়ের ঘটনায় গ্রেফতার

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সোনারপুর ঃ লোকাল ট্রেনে ইদানীং চুরি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা বেড়ে চলেছে। আর এবার চুরি ও ছিনতাই বন্ধ করতে বিশেষ অভিযানে নামে রেল পুলিশ আর গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার মল্লিকপুর স্টেশন থেকে এক ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করে রেল পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ হাকিম। ধৃতের বিরুদ্ধে এর আগে ও একাধিক চুরি ও ছিনতাইয়ের কেস রয়েছে। ধৃতকে এদিন শিয়ালদহ আদালতে পেশ করা হয়। রেল পুলিশ সূত্রে জানা যায়, এ ধরনের অভিযান নিয়মিত চলবে শিয়ালদহ দক্ষিন শাখার লোকাল ট্রেনে।

'মৃত প্যানেলকে বাঁচানোর চেষ্টা', শূন্যপদ বাতিল বিচারপতি বসুর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ রাজ্যের তৈরি অতিরিক্ত শূন্যপদ বাতিল করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। উচ্চ প্রাথমিকে অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করে তার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল রাজ্য। ২০২২ সালে কর্মশিক্ষা এবং শারীরশিক্ষার অতিরিক্ত ১৬০০ শূন্যপদ তৈরি করা হয়েছিল। এবার সেইটাই বাতিল করলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। এখানে উল্লেখ্য, গতকাল অর্থাৎ বুধবারই বড় স্বস্তি পেয়েছিল রাজ্যে। প্রাথমিকে ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি বহাল রেখে ছিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। তারপর ২৪ ঘণ্টাও কাটল না, এবার অন্য একটি মামলায় সিঙ্গেল বেঞ্চে ধাক্কা খেল রাজ্য। এ দিন, শুনানির সময় আদালত বলে, 'ওই পদে কোনও নিয়োগ নয়'। ২০১৯ সালে প্যানেলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর তৈরি করা হয়েছে এই অতিরিক্ত শূন্যপদ। সেই কারণে এই পদগুলি বৈধ নয় বলেও পর্যবেক্ষণ আদালতের। বিচারপতি বলেন, 'মৃত প্যানেলকে ইঞ্জেকশন দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়েছে।' আদালতের বক্তব্য, অতিরিক্ত শূন্যপদে নিয়োগ করতে হলে, নতুন করে শূন্যপদ ঘোষণা করতে হয়। তারপর ফের নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া চালাতে হয়। রাজ্য যদি তার বিশেষ ক্ষমতা ইচ্ছে মতো ব্যবহার করে, তাহলে আদালত সেটা খতিয়ে দেখতেই পারে। কারও অধিকার খর্ব করার জন্য রাজ্য তার বিশেষ পাওয়ার ব্যবহার করতে পারে না। এখানে উল্লেখ্য, আপার প্রাইমারিতে কর্মশিক্ষার জন্য ৭৫০ টি এবং শারীরশিক্ষার জন্য ৮৫০ টি অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা হয় রাজ্যের তরফে। এরপর ২০২২ সালের ১৯ মে এবং ১৪ অক্টোবর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিষয়টি জানানো হয়। এরপর দুর্নীতির অভিযোগ তুলে মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। চলতি বছরের মাঝামাঝি সময়ে সেই নিয়োগে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করেছিলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। এমনকী, বিজ্ঞপ্তিও খারিজ হয়। আজ সেই মামলাতেই এই রায় দেন বিচারপতি। আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন, 'একটা মৃত প্যানেলে অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করে ওদের প্রিয় ক্যান্ডিডেটকে চাকরি দেওয়ার জন্য বন্দোবস্ত করেছিল। এই পোস্ট তৈরি করে তার রেকমেনডেশনও দিয়েছিল। প্যানেলের মেয়াদ এক বছর। মেয়াদ শেষের পরও পদ তৈরি করে আবার প্যানেলকে বাঁচিয়ে তাঁদের আবার চাকরি দেওয়া আইন সঙ্গত নয়। তাই বিচারপতি খারিজ করে দিয়েছেন। রাজ্য যে সিদ্ধান্ত নেবে তা সংবিধান সম্মত হতে হয়। এটা সংবিধান সম্মত নয়।'

কাজের চাপে অসুস্থ আরও এক বি.এল.ও. নার্সিংহোমে ভর্তি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ হাওড়ায় ফের অসুস্থ হয়ে পড়লেন এক ব্লক লেভেল অফিসার। এবার আক্রান্ত ডোমজুড় বিধানসভার ১৪৮ নম্বর পার্টের বি.এল.ও. ওয়াসিম পারভেজ। বুধবার গভীর রাতে আচমকাই শরীর খারাপ হওয়ায় তাঁকে দ্রুত বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকদের মতে, হঠাৎ রক্তচাপ অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ার ফলে তাঁর শারীরিক অবস্থা বেগতিক হয়। পরিবারের দাবি, এস. আই. আর. আবহে এতোই বাড়তি কাজের চাপ কাঁধে এসে পড়েছে যে ওয়াসিম আর মানসিক ও শারীরিকভাবে তা সামলাতে পারছেন না। ওয়াসিম পেশায় শিক্ষক। দীর্ঘ সাড়ে চার বছর ধরে বাঁকড়ার ইসলামিয়া প্রাইমারি স্কুলে পড়ান তিনি। তাঁর স্থায়ী বাড়ি নদিয়ার কৃষ্ণনগরে। কিন্তু কাজের সুবিধার জন্য বাঁকড়ায় একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকেন। সঙ্গে আছেন তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী। স্ত্রীকে ছেড়ে দূরে থেকে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁর মানসিক চাপ আরও বেড়ে উঠেছিল বলেই মনে করছে পরিবার। বুধবার রাতে আচমকা তাঁর শরীরে মাথা ঘোরা, অস্বস্তি, বুক ধড়ফড়; সব লক্ষণ একসঙ্গে শুরু হতে থাকে। রক্তচাপ দ্রুত বৃদ্ধি পেলে তিনি তাড়াতাড়ি এক পরিচিতকে ফোন করে জানান নিজের পরিস্থিতির কথা। পরিচিতজন ও কয়েকজন প্রতিবেশী গিয়ে তাঁকে শুয়ে থাকতে দেখেন। এরপরই দ্রুত বাঁকড়ার একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তাঁর বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষা করা হয়। আপাতত তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল হলেও তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। নার্সিংহোমে শুয়ে ওয়াসিম জানান, এত কাজের চাপ সহ্য করতে পারছেন না। একা হাতে সব কাজ করতে হচ্ছে। তাতেই শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর উদ্বেগ; অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী স্বামীর খবরে আবার অসুস্থ না হয়ে পড়েন।

পৈতৃক বাড়িতে আত্মহত্যা? উদ্ধার হবু পাইলটের ঝুলন্ত দেহ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বুধবার দুপুরে গিরিশ পার্কে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত যুবকের নাম সৌম্যদিত্য কুণ্ডু। কিছুদিন আগেই দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে পাইলট প্রশিক্ষণের কোর্স শেষ করে কলকাতায় ফিরেছিলেন তিনি। পরিবারের দাবি, দেশে ফেরার পর থেকেই তাঁর আচরণে লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল; আগের মতো স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল না, কথা বলতেন খুব কম, প্রায়ই নিজেকে আলাদা করে রাখতেন। কিন্তু এমন পরিণতি হবে, তা কেউই কল্পনা করতে পারেননি। বুধবার বিকেলে গিরিশ পার্ক সংলগ্ন মধু রায় লেনের একটি পুরনো, পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। বাড়িটি তাঁদের পৈতৃক ভিটে হলেও সেখানে নিয়মিত কেউ থাকতেন না। কখনও কখনও সৌম্যদিত্য সেখানে যেতেন। ঘটনার দিনও তিনি বিকেল চারটের দিকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান বলে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। সন্ধ্যা নামার পরও ছেলের কোনো খোঁজ না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন তাঁরা। ফোন করা হলে মোবাইল বন্ধ পান। সন্দেহ হওয়ায় পরিবারের সদস্যরা মধু রায় লেনের ওই পুরনো বাড়িতে যান এবং দেখেন দরজা বাইরে থেকে তালা দেওয়া। তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকতেই নজরে আসে অস্বাভাবিক দৃশ্য; সৌম্যদিত্যের ঝুলন্ত দেহ। দ্রুত তাঁকে নামিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকেরা জানান, অনেক আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গিরিশ পার্ক থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয় সৌম্যদিত্যের ব্যবহৃত একটি ট্যাব। কিন্তু এই ট্যাব ঘিরেই তৈরি হয়েছে নতুন রহস্য। ট্যাবের পিছনে সাদা কাগজে বড় করে লেখা ছিল মাত্র একটি শব্দ; 'এল.ও.এস.টি.'। কেন এমন শব্দ লিখেছিলেন সৌম্যদিত্য? মৃত্যুর সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক রয়েছে কি? নাকি এটি তাঁর মানসিক অবস্থার ইঙ্গিত? পুলিশ বিষয়গুলো খতিয়ে দেখছে। পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য, ট্যাবটি সবসময় লক রাখতেন সৌম্যদিত্য। কেউই কখনও সেটি ব্যবহার করতে পারতেন না। কিন্তু ঘটনায় পর অদ্ভুতভাবে ট্যাবের লক খোলা অবস্থায় পাওয়া গেছে। এটি কি সৌম্যদিত্য নিজেই খুলেছিলেন? নাকি অন্য কারও হাত এতে রয়েছে? এই প্রশ্নগুলো নিয়ে এখনই স্পষ্ট মন্তব্য করছে না পুলিশ। তবে ট্যাবের ভেতরে সৌম্যদিত্যের শেষদিকের কার্যকলাপ বা কোনো নোট, চ্যাট, ছবি বা তথ্য রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দেশে ফেরার পর থেকেই সৌম্যদিত্য কিছুটা মনমরা ছিলেন। তাঁকে একজন চিকিৎসকের কাছেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছেন এক আত্মীয়। তবে বিশেষ কোনো অসুস্থতার কথা তাঁরা জানতেন না। মানসিক অবসাদের কোনো লক্ষণ ছিল কি? পুলিশ সেটাও পরীক্ষা করছে।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্যের উন্নয়ন প্রকল্পের কাজে নজরদারিতে পর্যবেক্ষক দল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর নির্দেশ মত রাজ্যের উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের ওপর নজরদারি করতে পর্যবেক্ষক দল তৈরি করল রাজ্য সরকার। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সাক্ষরিত নির্দেশিকায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কোন জেলায় কোন আইএএস পর্যবেক্ষক হবে। বাংলার বাড়ি, পথশ্রী, রাস্তাশ্রী, 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচিতে উঠে আসা বিভিন্ন প্রকল্প তদারকি করার জন্যই সিনিয়র আওফিসারদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁরা 'মে আই হেল্প ডেস্ক'-এ জমা পড়া অভিযোগের প্রতিকার কতটা তাও খতিয়ে দেখবেন তাঁরা। ২৩ জেলায় ২৩ আধিকারিককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছেন অর্থ সচিব প্রভাত কুমার মিশ্র, ছোট ক্ষুদ্র ও মাঝারি দপ্তরের সচিব রাজেশ পান্ডে, নারী শিশু ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের সচিব সংঘমিত্রা ঘোষ, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরে সচিব সুরেন্দ্র গুপ্তা, কৃষি সচিব ওঙ্কার সিং মিনা, স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম, আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের সচিব ছোটেন লামা, বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব শান্তনু বসু, পুরো ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব গোলাম আনসারী, সংখ্যালঘু বিষয় ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের সচিব পিবি সেলিম, অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তরের সচিব সঞ্জয় বানসাল, পূর্ত সচিব অন্তরা আচার্য, পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব পি উল গানাথান এবং বিএসকে ও পাবলিক গ্রিভান্স সেলের বিশেষ সচিব রাহুল মজুমদার। ১৪ জন শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে নজরদারি কমিটি ও গঠন করলো রাজ্য সরকার। এই কমিটি সপ্তাহে একবার বৈঠকে বসবে। কমিটি প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির সাপ্তাহিক অগ্রগতি রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ে জমা দেবে।

বিএলও-র আবেদন ''আমায় অব্যাহতি দিন, নাহলে অত্মহত্যা করা ছাড়া কোন পথ নেই

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ 'আমায় কাজ থেকে অব্যাহতি দিন নাহলে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনও পথ থাকবে না', কাতর আবেদন বিএলও'র। ফের কাজের 'চাপে' অসুস্থ বিএলও'কে ভর্তি করা হলো হাওড়ার বালিটিকুরির বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউ'তে। জানা গেছে, নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা ওয়াসিম পারভেজ'কে বিএলও-র কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল হাওড়ার বাঁকড়ার ১৪৮ পার্টের ফকির পাড়ায়। ওয়াসিম জানান, এক মাস যাবৎ তিনি কার্যত বাড়ি ছাড়া। বাড়ি থেকে এই জায়গার দূরত্ব প্রায় ২০০-২৫০ কিমি.। বাড়িতে তাঁর বৃদ্ধ বাবা-মা এবং স্ত্রী রয়েছেন। স্ত্রীও সন্তানসম্ভবা। দু'মাস পর সন্তান জন্ম নেবে। তিনি আরও বলেন, 'আগে আমার অস্ত্রপচার হয়েছিল। এমতাবস্থায় আমি বিডিও'কে লিখিত জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। আমি এখানকার কিছুই চিনি না। জেলাশাসকের কাছে আমার অনুরোধ যাতে এই কাজ থেকে আমাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এই কাজ সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু জানিনা। ডিজিটালাইজেশনের কাজ করতে গিয়ে কোনও কোনও সময়ে নেট থাকেনা। কোনও সময় অ্যাপ্লিকেশন ফেলিওর দেখায়। সারাদিনে প্রায় ১০-১২ ঘন্টা সময় দিয়েও আমি কাজ শেষ করতে পারছিনা। আমার শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ। আমি এই কাজের চাপ নিতে পারছি না। আমার আবেদন আমায় এই কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক।' বৃহস্পতিবার তাঁকে নার্সিংহোমে দেখ তে এসে ডোমজুড় কেন্দ্রের তৃণমুল যুব সভাপতি নুরাজ মোল্লা বলেন, বিজেপি'র চক্রান্ত করে লাশের উপর পা রেখে ক্ষমতার দখল নিতে চাইছে। রাজ্যে ৩৯ জন বিএলও'র মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও অনেকে অসুস্থ হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। আজ ওয়াসিম'কে নার্সিংহোমে আইসিইউ'তে ভর্তি করা হয়েছে। আমরা এই ঘটনায় চিন্তিত।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৫, সংখ্যা, শুক্রবার ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

নান্দীকার

শুধুই কি নিছক অভিনয় মাত্র? পুরোটাই নাটক? না বাস্তবের এক দুরন্ত পটভূমিতে স্ফুরিত পাষাণ! নান্দীকারের যাত্রা শুরু ২৯ শে জুন, ১৯৬০ সালে। অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামার বাড়ি, বি.কে পাল এভেনিউতে। 'অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়' ও তাঁর কিছু বন্ধুরা মিলে শুরু করেন। নান্দীকার এর লোগো তৈরি করে দেন স্বয়ং 'সত্যজিৎ রায়'। পরবর্তীকালে কেয়া চক্রবর্তী, বিভাষ চক্রবর্তী, অশোক মুখোপাধ্যায় এবং রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের যোগ দেন নান্দীকারে । সে এক অভিনয়ের অন্য স্বর্ণযুগ ছিল। আস্তে আস্তে দলবদল ঘটতে শুরু করল। ১৯৭০ দশকের প্রথম দিকে অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং তারপর ১৯৭০ দশকের শেষের দিকে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও দল ছেড়ে চলে যান। 'রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তকে' প্রধান পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত করে, এক নতুন নান্দিকারের জন্ম হয়।আর ঠিক সেই সময়কালে যোগ দেন 'স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত'। কিন্তু কোথায় গেল 'কেয়া চক্রবর্তী'? আর কেই বা ছিলেন এই কেয়া চক্রবর্তী? ইদানিংকালের ক'জন জানে তাঁর নাম? রুদ্রপ্রসাদের প্রথম স্ত্রীর নাম কেয়া চক্রবর্তী। নান্দিকারের অন্যতম স্তম্ভের নাম কেয়া চক্রবর্তী। ঘরের আসল হকদার ছিলেন কেয়া চক্রবর্তী । ১৩ই মার্চ,১৯৭৭ সাঁকরাইলের গঙ্গার জল থেকে পাওয়া গিয়েছিল তাঁর নিথর দেহ। বলা হয় শুটিং করতে গিয়ে জলে পরে তাঁর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু, অঙ্ক কি এতটাই সহজ ছিল? সত্যি? কেয়া চক্রবর্তীকে নিজের প্রতিভা প্রতিষ্ঠা করার মতন সুযোগটুকু পান নি। স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত মতন উনি 'সত্যজিৎ রায় ট্যাগ' সর্বস্য অভিনেত্রী ছিলেন না। পেশায় অধ্যাপিকা ছিলেন। নাটক ও অভিনয়ের স্বার্থে চাকরি ছেড়ে নান্দীকারের হোলটাইমার হয়ে গিয়েছিলেন । রোজগার বলতে এক জুতো কোম্পানির বিজ্ঞাপন লেখা। আর কিছু অনুবাদের কাজ। বেঁচে থাকার জন্যে যেটুকু অর্থের প্রয়োজন ছিল, সেইটুকুও চাননি উনি। উপরন্তু নান্দীকারের অর্থসঙ্কটের সময় মায়ের সোনার গয়না বন্ধক দিয়ে, টাকার সংস্থান করেছিলেন। তিল-তিল করে নিজেকে তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম,'তুঘলক', 'নাটকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র', 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী', 'রাত্রি' , 'শের আফগান', 'নীলিমা' , 'বৃত্ত', 'নটী বিনোদিনী', আরও অসংখ্য। আর সেই নান্দিকার কেয়া চক্রবর্তীকে মিনিমাম স্বীকৃতিটুকু কি দিয়েছিলেন? বোধহয় উত্তরটা না হবে। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর নাকি সেইসময় স্বাতীলেখার সঙ্গে অ্যাফেয়ার চলছিল। তার আগেও মন্দিরা ঘোষ , সরোজিনী নাইডু কলেজের প্রফেসরের সাথেও রুদ্রবাবুর সম্পর্কের কথা শোনা গিয়েছে। কেয়া যখন জলে নেমেছিলেন রুদ্রপ্রসাদ দাঁড়িয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'আমি দেখছি'। শোনা যায়, স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত নিজের প্রথম ঘর আগেই ছেড়ে এসেছিলেন। সোহিনী সেনগুপ্ত তার এক ইন্টারভিউতে কেয়া চক্রবর্তী আর রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর সম্পর্ককে 'ইন্টেলেকচুয়াল ক্রাইসিস' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। এই সোহিনী সেনগুপ্ত প্রথম বিয়ে করেছিলেন গৌতম হালদারকে। গৌতম হালদারও নান্দিকারের সাথে যুক্ত ছিলেন। পরে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় তাদের। পরে সোহিনী ঘর বাঁধেন সপ্তর্ষি মৌলিকের সাথে। ঘরে-বাইরে কি আবার তার ইতিহাস রিপিট করল? কিন্তু নান্দিকারের সেই রমরমা যুগের 'ইতি' বহুদিন ঘটে গিয়েছে। নান্দিকার হিসেন 'চন্দন সেনের' মতন অভিনেতাকে ডিক্লাইন করেছিল একসময়। একটি পডকাস্টে চন্দন সেন বলেছিলেন যে রুদ্রপ্রসাদ once said to him– that you are not a genius নিজের আমিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া ভালো, কিন্তু ঔদ্ধত্যে মোটেই কাম্য নয়। আর ইতিহাস বোধহয় তার হিসেব ঠিক মিলিয়ে নেয়। ক্ষমতা, পদ কিংবা, রাজত্ব শুধুমাত্র ক্ষণিকের।

অপবাদ বিদ্যাসাগরকে

উনিশ শতকের বাংলায় সমাজসংস্কার আন্দোলনের অন্যতম আকর্ষণীয় ও ঐতিহাসিক অধ্যায় হল বিধবা বিবাহ আন্দোলন। সেই আন্দোলনের কর্ণধার ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যিনি কেবল একজন শিক্ষাবিদ বা সংস্কারক নন, বরং মানবিকতার এক উদাহরণ, এক উজ্জ্বল বিবেক। তিনি প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র খুঁটিয়ে পড়েছিলেন, যুক্তির আলোকে প্রমাণ করেছিলেন যে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ নয়, বরং এটি ধর্মসম্মত। কিন্তু সমাজের অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার এবং স্বার্থপরতার কাছে তাঁর যুক্তি, মানবতা ও উদারতা বারবার পরাজিত হয়েছে। তাই সমাজ তাঁকে যে নিগৃহীত করেছে, সেই হতাশা থেকেই তিনি একদিন লিখেছিলেন,আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না। এই বক্তব্য তাঁর মানসিক বেদনা, সমাজের অজ্ঞতার বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ এবং এই জাতির কুসংস্কারের মুখে যুক্তি ও মানবতার পরাজয়ের এক নির্মম স্বীকারোক্তি। বিধবা বিবাহ প্রশ্নে ঈশ্বরচন্দ্রের অবস্থান ছিল মানবতাবাদ, যুক্তি ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন। তিনি ইংরেজ শাসনের সুযোগকে ব্যবহার করে সমাজ সংস্কারের পথ খুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর কণ্ঠে শোনা যায়, একদিকে সংস্কৃত শাস্ত্রের যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা;অন্যদিকে মানবিক অনুভূতির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। কিন্তু সমাজ তখনও আবদ্ধ ছিল অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার এবং সংস্কারের বিরুদ্ধাচরণে। বিদ্যাসাগর পরিচিত ছিলেন দয়ার সাগর হিসেবে। কিন্তু বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে তিনি যখন সমাজে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি প্রত্যক্ষ করলেন সমাজ যেন মৃতপ্রায়;নিষ্প্রাণ, অস্বচ্ছ ও স্বার্থপর। সমাজের উচ্চবর্গ, তথাকথিত ধর্মরক্ষক এবং ব্রাহ্মণ্য অভিজাতরা তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। তাঁর বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে বলা হয়েছিল ধর্মবিরোধী, অশাস্ত্রীয়, এমনকি অপরাধ। কেউ কেউ তাঁর মুখ পুড়িয়েছে, কেউ তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেছে, আবার কেউ বা তাঁকে প্রকাশ্যে 'ধর্মদ্রোহী' বলে নিন্দা করতে দ্বিধা করেনি।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

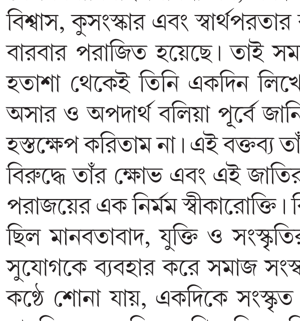

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে। যে কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে।

রামকৃষ্ণ দর্শন

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, বিদেশি শত্রুকে বিনাশ করতে হবে। দেশকে স্বাধীন করতে হবে। মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পবিত্র করতে হবে। মনের সব ময়লাকে দূর করতে হবে। তবেই মা কালীর আসল ভক্ত হতে পারবে। নারী জাগরণের মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। সেই জাগরণ মন্ত্রে দীক্ষিত হন স্বামী বিবেকানন্দ। নারী জাতিতে সম্মানে রাখলে একটি সমাজ সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। মা স্নেহ, ভালোবাসা এবং প্রীতি হচ্ছে অলঙ্কার।দেবী কালী পুজো করা মানেই হল মনের মধ্যে যে অন্ধকার জগত রয়েছে তাকে দূর করা। মা কালী মনের মধ্যে যেসব দোষ রয়েছে তা দূর করতে পারেন। তিনি তাঁর সন্তানদের রক্ষা করে থাকেন। সেই কারণে বাংলার বিপ্লবীরা সবাই মা কালীর ভক্ত। পুজারি বলা যেতে পারে। মা কালীর ভক্ত হতে গেলে মনকে আগে থেকে পরিস্কার করা উচিত। মাতৃভক্তদের মন একেবারে জলের মতো পরিস্কার থাকে। কোনও দূষিত পদার্থ থাকে না। শক্তিকে মা কালী কাছ থেকে গ্রহণ করে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। দেশকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে হবে।

জন্মশতবর্ষের আলোকে সন্তোষ দত্ত ঃ ' বাংলা চলচ্চিত্রে নতুন 'আইকন' সৃষ্টি করেন সত্যজিৎ রায়

রবীন্দ্রকুমার শীল

কলকাতার বাদুড় বাগানের পাশে রয়েছে আমহার্ষ্ট স্ট্রিট। সেখানে থাকতেন জটায়ু। মানে সন্তোষ দত্ত। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে অভিনয় করার জন্য আদালতের বিচারপতি তাঁকে ছুটি দিতেন। শর্ত ছিল একটা ছবি দেথাক পাশ দিতে হবে। বিচারপতিতে ছবি দেখাতে হবে। শুধু বিচারপতিকে নয়, আদালতের সব বিচারপতিদের

জন্য পাশ দিতে হবে। আদালতের বিচারপতিরা সন্তোষ দত্ত্রের ছবি দেখে প্রশংসা করতেন। অভিনয়ের জন্য মঞ্জুর করা হতো তাঁর আবেদন। আদালত থেকে ছুটি পেয়ে একেবারে খোলা মনে তিনি সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে অভিনয় করতে বের হয়ে পড়তেন। মামলা নিয়ে কোনও চিন্তা করতেন না তখন। মাথার মধ্যে জমে থাকা আইনগুলোকে সেই সময়ে সাময়িক বিদায় দিতে বাধ্য হতেন। অভিনয় তাঁর পেশা ছিল না। ছিল নেশা। আর নেশা ছিল বলেই সন্তোষ দত্ত বড় ধরনের অভিনেতা শিল্পী হয়ে পেরেছিলেন। তিনি বলতেন অভিনয়কে কোনও কালেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করেনি। আদালত আইনজীবী আমার পেশা। আর অভিনয় হচ্ছে আমার নেশা।

সন্তোষ দত্তের জন্ম হয়েছিল ঢাকায়। কলকাতায় এসে যখন ওকালতি শুরু করেন, তখনও দেশভাগ হয়নি। ছোটবেলা থেকেই ছিলেন ফুটবল আর নাটকের ভক্ত। থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলেন তরুণ বয়সেই। তবে অভিনয়কে নেশা হিসেবে নেওয়ার আগে কিছু সময় ব্যাঙ্কেও চাকরি করেছিলেন তিনি। তৎকালীন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে (অধুনা স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া) চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিয়ে প্রথমবারেই প্রথম তালিকার একদম প্রথমে তাঁর নাম আসে। কিন্তু কোন এক সূত্র মারফত তিনি পারেন যে, চাকরিটি যদি তিনি না নেন, তবে তাঁর জায়গায় সদ্য পিতৃহারা এক যুবকের চাকরি হতে পারে। তিনি সেই যুবকটিকে চাকরিটি দেওয়ার জন্য তালিকায় প্রথম নাম থাকা সত্ত্বেও চাকরি গ্রহণে অসম্মত হন। অবশ্য পরের মাসে ব্যাঙ্ক যেচেই তাঁকে ডাক পাঠিয়েছিল। অনেক জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ মামলা লড়েছেন সন্তোষ দত্ত। অনেকেই হয়তো শুনলে বিস্মিত হবেন, হেমন্ত বসু হত্যাকাণ্ড, দেবযানী বণিক হত্যা মামলা ইত্যাদি বিভিন্ন মামলার সঙ্গে আইনজীবী হিসেবে জড়িত ছিলেন সন্তোষ দত্ত। আবার নেপাল রায় হত্যা মামলার সময় অভিযুক্তদের পক্ষে যখন লড় ছিলেন তখন মামলা থেকে সরে আসার জন্য ফোনে হুমকি পর্যন্ত পেয়েছিলেন কিন্তু মামলা থেকে মোটেই পিছিয়ে আসেননি তিনি। সন্তোষ দত্ত ছিলেন স্বভাবে একেবারে সাধারণ, অথচ ভীষণ পরিশ্রমী মানুষ। সাদামাটা জীবনযাপনই ছিল তাঁর পছন্দ। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত তিনি প্রতিদিন ট্রাম,বাসে চেপে কোর্টে যাতায়াত করতেন। মাঝে মধ্যেই সাধারণ মানুষ তাঁকে চিনে ফেলতেন, তবুও এই সরল যাতায়াতের অভ্যাস ছাড়েননি সহজে। অনেক দিন পর, বহু কষ্টে তিনি যখন একটি নীল রঙের অ্যাম্বাসাডার গাড়ি কিনলেন, সেটিই হয়ে উঠল তাঁর বড় সম্পদ। কেদার গলির ছোট্ট বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সেই গাড়ি যেন তাঁর পরিশ্রমের নীরব পুরস্কার। মজার বিষয়, তিনি নিজেই বলতেন - জটায়ুর আর্থিক টানাটানির মতো তাঁর নিজের অবস্থাও বেশ মিল আছে; শুধু এই গাড়িটুকু একটু ব্যতিক্রম। ফুটবল ছিল তাঁর গভীর ভালবাসার জায়গা, আর প্রিয় দল মোহনবাগান। অবসর সময়ে দাবার বোর্ড নিয়ে বসে যেতেন, আবার প্রচুর বই পড়তেন। সাহিত্য, সঙ্গীত, ধর্মগ্রন্থ থেকে শুরু করে আমদানি, রফতানির জটিল বিষয়েও তাঁর জ্ঞান ছিল বিস্ময়কর। পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিমত্তা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতার এক অনন্য মিশ্রণ ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বে - যা তাঁকে শুধু অভিনেতা নয়, বহু ক্ষেত্রে এক অসাধারণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছিল। সিনেমার বাইরে একজন দক্ষ মঞ্চশিল্পী হিসেবেও তিনি সমানভাবে পরিচিত ছিলেন। রেডিওতে বহু জনপ্রিয় অনুষ্ঠান করে তিনি শ্রোতাদের মন জয় করেন। আর টেলিভিশনে, বিশেষ করে গোলাপী সিরিয়ালের মাধ্যমে তাঁর সহজ-সরল স্বভাবের অভিনয় বাঙালি দর্শককে মুগ্ধ করেছিল। সামগ্রিকভাবে, বাংলা চলচ্চিত্র, রেডিও ও টেলিভিশনের তিন পরিসরেই সন্তোষ দত্ত রেখে গেছেন এক উজ্জ্বল ও অনন্য ছাপ। সব শেষে একটাই কথা বলার, সন্তোষ দত্ত যে মাত্রার অভিনেতা, তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন এখনও পর্যন্ত করা সম্ভব হয়েছে বলে আমরা মনে করি না। বরাবর প্রচারের আলোর বাইরে থেকেছেন অভিনেতা সন্তোষ দত্ত।

সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা চরিত্রের সঙ্গে জটায়ুর মেলবন্ধন করিয়ে বাংলার চলচ্চিত্রে যে অমরত্ব দান করেছেন সত্যজিৎ রায় সেটা কাউকে বলে দিতে হবে না। সব সময়ে আমাদের মাথায় ভেসে আসে সৌমিত্র চ্যাটার্জির কথা, সেরকম ভাবেই যখনই লালমোহন গাঙ্গুলির কথা হয় তখন সেখানে সন্তোষ দত্ত ছাড়া অন্য কাউকে ভাবা একেবারে অসম্ভব।

পেশায় দোর্দণ্ডপ্রতাপ আইনজীবী, তারই মধ্যে অভিনয়ের প্রতি অমোঘ প্রেম। ফেলুদার ছায়াসঙ্গী জটায়ুর কথা বললে তাঁর মুখই ভেসে আসে বাঙালির মনে। অথচ ফেলুদার ছবি তো তিনি করেন মাত্র দু'টোতে। আর তাতেই তিনি দর্শকদের মনকে জয় করে নিয়েছিলেন। বিশেষ করে শিশুদের মনকে জয় করে নেন। শিশুরা চলচ্চিত্রে জটায়ুকে দেখতে ব্যস্ত থাকতো। তার কথাগুলো কিশোররা খুবই আগ্রহ ভরে মনে রাখতো। মজা পেত।

একটা ইন্টারেস্টিং এবং ভাববার বিষয় হল, সন্তোষ দত্তকে জটায়ুর চরিত্রে কাস্টিং। সন্তোষ দত্ত মানিকবাবুর ছবিতে কাজ করে চলেছেন 'পরশ পাথর' এর যুগ থেকে। মানিক-ব্যাটেলিয়নে তিনি একজন অত্যন্ত পরিচিত অভিনয়-সেনা। 'সোনার কেল্লা' থেকে শুরু করে 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য' যা কিনা ১৯৭৪ সালের শারদীয়া দেশে প্রকাশিত হয়, সেখানেও জটায়ুর স্কেচ সন্তোষ দত্তের মত নয়। 'সোনার কেল্লা' ছবিটা সিনেমা হলে মুক্তি পাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মানিকবাবু পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারেন নি যে সন্তোষ দত্তের চেহারাটা জটায়ু হিসেবে দর্শকের মনে আদৌ ধরবে কিনা? কানপুর রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্ম। তার নির্ধারিত কম্পার্টমেন্টটি খুঁজে পাওয়ার পর বিশ্বজয়ের হাসি দেখতে পাওয়া গেল তার চোখে মুখে। কুলির সঙ্গে দরাদরিটা বেশ ইন্টারেস্টিং। 'তং মত করো, তং মত করো। কাফি হো গয়া, জাদা হো গয়া। যাও-যাও,' কথাগুলো বলার মধ্যে একটি হাসির চমক রয়েছে। সুটকেসটি 'জাপানি হ্যায়, ইমপোর্টেড।' এই একটি কথাতেই বোঝা গেল, কম্পার্টমেন্টে নবাগত ভদ্রলোকটি একেবারে মাছেভাতে টিপিক্যাল বাঙালি! তারপর ট্রেনের কামরায় যখন মাফলার পরিহিত সন্তোষ দত্ত তাঁর ট্রেডমার্ক স্টাইলে তজাপানী সুটকেস হ্যায়, ইমপোর্টেড, মেরা সাম্প্রতিকতম উপন্যাস, বহোত বঢ়িয়া পক্ষী, 'জটায়ু' মেরা ছদ্মনাম, উপন্যাস 'সাহারার শিহরণ' ইত্যাদি তার লিখিত উপন্যাসের কথা বলে চলেছন তাতে দর্শকেরা হাসি আর হাততালিতে ফেটে পড়ল।

সন্তোষ দত্ত এর কৌতুক অভিনয়ের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট আছে। বলাই বাহুল্য, অভিনয়ের আরও অনেক ক্ষেত্রের মতোই এ ক্ষেত্রেও এই সব বৈশিষ্টগুলো সংশ্লিষ্ট অভিনেতার দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল। সন্তো। দত্তের কৌতুক এর মধ্যে একটি ইনটালেকচ্যুয়াল ভাব রয়েছে। তার প্রতিটি মজাদার কথার মধ্যে বিশেষত্ব রয়েছে। এটা সত্যজিৎ রায় তৈরি করেছেন যা জটায়ুকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে। সত্যজিৎ রায়ের এটা একটা গুণ। আস সেই গুণকে সার্থক করে তুলেছিলেন সন্তোষ দত্ত। তুলসী চক্রবর্তীর সঙ্গে অভিন করেছেন সন্তোষ দত্ত। সন্তোষ দত্তের প্রথম ছবি, খুবই ছোট একটি রোল যদিও, ১৯৫৮ সালে। যে ছবির মুখ্য চরিত্রে ছিলেন, তুলসীবাবু। ছবির নাম 'পরশপাথর'।

ক্রিমিনাল ল'ইয়ার হিসাবে আদালতে সওয়াল করতেন। দোর্দণ্ডপ্রতাপ সন্তোষ দত্ত প্রবল ব্যক্তিত্ব নিয়ে তুখোড় ইংরাজিতে একের পর এক প্রশ্নবাণে ধরাশায়ী করে দিচ্ছেন প্রতিপক্ষকে। দেখতে দেখতে গুলিয়ে যায়, এই লোকই সত্যজিৎ রায়ের ছবির সেই চরিত্র, যে, একটা সঠিক ইংরেজি বলতে গিয়ে দশবার হোঁচট খেয়েও শেষমেশ অবধারিত ভাবেই ভুল বলে। কিংবা প্রচণ্ড সিরিয়াস কন্ডিশনে দুরন্ত টাইমিংয়ে ফেলুদা আর তোপসের মাঝে জবুথবু হয়ে বসে হঠাৎ প্রশ্ন করে ফেলে, উটকি কাঁটা বেছে বেছে খায়? সন্তোষ দত্ত। আদি নিবাস ঢাকা, কলকাতায় ১৯২৫ সালের ২ ডিসেম্বরে জন্ম। থাকতেন আমহার্স্ট স্ট্রিটের কাছে। দোতলা পৈতৃক বাড়িটি পরিচিত ছিল 'সুরধ্বনি কুটির' নামে। পাড়ার মানুষ আজও স্মরণ করেন তাঁর জন্মদিন।

কাশ্মীর থেকে বিতারিত পণ্ডিতরা এখনও শরনার্থী ?

বিশেষ প্রতিবেদক

২০১৫সালে প্রকাশিত কাশ্মীরি পন্ডিত বিতাড়নের ওপর লেখা বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। 'লাল চিনার পাতা' আমার লেখা সব থেকে প্রিয় উপন্যাস। আমি নিজের রক্তের বিন্দু বিন্দু ফোটা দিয়ে এই উপন্যাস লিখেছি। এবছর কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় গিয়ে পাঠকরা বইটি পাননি। তাই কচিপাতা কচি পাতা প্রকাশন এর মাধ্যমে আবার নতুন ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে লাল চিনার পাতা। সমগ্র বিশ্বের পাঠকরা এবার বইটি সংগ্রহ করতে পারবেন। চিনারের পাতা যখন শুঁকিয়ে যায়, তখন তা লাল রক্তবর্ণ ধারণ করে। নভেম্বরের শেষ সময় থেকেই এই শুঁকনো পাতা উড়ে গিয়ে দূর দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক যেভাবে ১৯৯০ সালে কাশ্মীর উপত্যকা থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন কাশ্যপ ভূমির ভূমিপুত্র কাশ্মীরি পন্ডিতেরা। ১৯৯০ সাল থেকে শুরু হল কাশ্মীরি পণ্ডিত খেদাও অভিযান, মিছিল জমায়েত থেকে আওয়াজ উঠতে লাগল, নারায়ে তকদির, আল্লা হো আকবর। পণ্ডিত মহল্লায় হামলার সময় মসজিদের মাইকে আজানের আওয়াজ বহু গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হল যাতে আর্তনাদ, চিৎকার বাইরে শোনা না যায়। স্লোগান দেওয়া হতে লাগলো, হাম ক্যা চাহতে আজাদি কিংবা অ্যায় জালিমো, অ্যায় কাফিরোঁ, কাশ্মীর হমারা ছোড় দো। হত্যা, অপহরন, লুটপাট, মহিলাদের রেপ কোন কিছুই বাদ গেল না, ১৯৯০ সালের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ পণ্ডিত পরিবার হল কাশ্মীর ছাড়া। বেশির ভাগ আশ্রয় পেল জম্মুতে তৈরি হওয়া আশ্রয় শিবিরে আর বাকিরা ছড়িয়ে পড়ল ভারতের অন্যান্য শহরে। জম্মুর হাঁসফাঁস করা গরমে নোংরা বস্তির এক চিলতে তাঁবুতে কোনও মতে সংসার, সরকারের দেওয়া রেশনের চাল-ডাল নিয়ে কোনরকমে ক্ষুন্নিবৃত্তি। এক সময়ে যাঁদের আপেলের বাগান ছিল, দেওদার কাঠের বহুমুল্য আসবাব ছিল তারাই জম্মুতে চরম অসম্মানের জীবন যাপন করে চলেছেন।

কেউ তো প্রশ্নও করেন না , এ কি রকম স্বাধীনতার লড়াই? যেখানে এক সম্প্রদায়কে স্বদেশ, ঘর বাড়ী, পরিবার, ইজ্জত সব কিছু হারাতে হবে? কেনই বা দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে, উপত্যকায় পণ্ডিতদের ফেরার সম্ভাবনা কমে আসায়, নেকড়েরা তাঁদের বসতবাড়ি, বাগান জলের দরে কিনে নিতে জম্মুতে দালাল পাঠাতে থাকবে? এই এত বড় exodus কিন্তু তদানীন্তন ভারত সরকারের টনক নড়ল অনেক বাদে, ততদিনে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের যা ক্ষতি হবার হয়ে গেছে। কাশ্মীরের স্টেট পুলিশের হাত থেকে ক্ষমতা নিয়ে দেওয়া হল সেনাবাহিনী আর প্যারা মিলিটারি বাহিনীর হাতে, কাশ্মীর পরিণত হল battlefield এ। যেকোনো যুদ্ধক্ষেত্রে যা হয়, সন্ত্রাসবাদী/ জিহাদিদের সাথে প্রাণ যেতে লাগলো সাধারন নিরাপরাধ মানুষের। আপনাদের মনে আছে পাকিস্থানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো একসময় বলেন , হাম হাজার সাল ঘাস খায়েঙ্গে, লেকিন কাশ্মীর লেকে রেহেঙ্গেদ, পাকিস্থানের চিরদিনের স্বপ্ন কাশ্মীর বনেগা পাকিস্থান। তাই বাস্তবতার নিরিখে কাশ্মীরের স্বাধীনতার অসম্ভব। একটু জেনে নেওয়া যাক এই স্বাধীনতার দাবী কি আপামর জম্মু এবং কাশ্মীরের জনগণের? না, এই দাবী প্রধানত মুসলিম প্রধান কাশ্মীর ভ্যালির। কয়েকটি জেলা নিয়ে এই কাশ্মীর ভ্যালি। হিন্দু প্রধান জম্মু এবং বৌদ্ধ প্রধান লাদাখ ভারতের সাথেই থাকতে চায়। তাহলে কয়েকটি জেলা নিয়ে তৈরি কাশ্মীর ভ্যালির অবস্থা কেমন? একটি ল্যান্ড লকড জায়গার মতন, ভারতের মাথার উপর এধরনের একটি ল্যান্ড লকড দেশ না ভারতের পক্ষে শুভ হবে না সেই দেশটির পক্ষে শুভ। তর্কের খাতিরে যদি মেনে নেওয়া হয় যে কাশ্মীর ভ্যালি স্বাধীনতা পায়ও তবে পরের দিনই পাকিস্থান এটিকে দখল করে নেবে। আর তাঁর ফল হবে কাশ্মীর ভ্যালীতে এখনও যে কয়েক লক্ষ হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষ আছে তাঁদের নির্মম ভাবে হত্যা করা হবে নয়ত কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সাথে যা ঘটে ছিল ঠিক তাই হবে। । এতে সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখে অনুভূতিও তুলে ধরা হয়েছে । উপত্যকায় বাসবাসকারি প্রতিটি মুসলিম পরিবার দেশদ্রহী, তারা হিন্দু বিদ্বেষী, এ আমাদের ভুল ধারনা, তা এই উপন্যাস পড়লে পাঠকরা বুঝতে পারবেন । এখনও উপত্যকায় বহু পণ্ডিত পরিবার থাকেন যারা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কোন সাহায্যই পান নি , কিন্তু তারা কাশ্মীর উপত্যকায় এখনও বসবাস করছেন এবং তারা বসবাস করছেন তাঁদের প্রতিবেশীদের ওপর নির্ভর করে। তাঁদের প্রতিবেশীরা মুসলমান ।

১৯৯০ সালের ১৯শে জানুয়ারি শুরু হয় সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকা থেকে পন্ডিতদের তাড়ানোর অভিযান। সেদিনের সেই পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট যেভাবে রচিত হয়েছিল, সেই থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কাশ্মীরি পন্ডিতদের আত্মকথা হচ্ছে লাল চিনার পাতা। এ কেমন স্বাধীনতা আন্দোলন যেখানে কাশ্মীরের ভূমিপুত্রদের একাংশকে বিতাড়িত হতে হয়! বিশ্ব রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ একটি হাতিয়ার হচ্ছে কাশ্মীর সমস্যা।

রোমান্টিক প্রেম থেকে বাস্তব জগতের লেখক 'মানিক'

হিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঈশ্বর থাকেন ঐ ভদ্র পল্লীতে, এখানে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তখন মৃত্যুশয্যায়, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়নি, দেরিই হয়ে গেছে। হয়তো দিন কয়েক আগে নীলরতন সরকারের কাছে নিয়ে গেলে বাঁচানো যেত। নিয়ে যাওয়ার আগ মুহূর্তে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় গভীর বেদনায় মানিকের স্ত্রী কমলা দেবীকে বলেছিলেন, এমন

অবস্থা, আগে টেলিফোন করেননি কেন? অত আশঙ্কা ও দুঃখের ভিতরেও মলিন হেসে ভদ্রমহিলা অস্ফুট উত্তর দিয়েছিলেন, তাতে যে পাঁচ আনা পয়সা লাগে ভাই! ভাবা যায় যে কিনা মাত্র বিশ-বছরের সাহিত্য জীবনে চল্লিশটা উপন্যাস, তিনশোটি গল্প, একটি নাটক ও কিছু কবিতা প্রবন্ধ দিয়ে পুরো বাংলা সাহিত্য জগৎকে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই তিনি নাকি শেষ জীবনে ঠাঁই নিয়েছিলেন বস্তিতে। জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত, বিপন্ন, নিরাশ্রিত মানুষটি মাত্র আটচল্লিশ বছরের স্বল্পায়ু জীবনের সবটুকুই যেন দেখে ফেলেন। যেখানে একটা 'পদ্মা নদীর মাঝি' কিংবা 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাস লিখলেই বাংলা সাহিত্যে অমর হওয়া যায়। আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে এই দুই দুইটা মাস্টারপিস উপন্যাস লিখেছিলেন। 'মানিক'- এক নিদারুন ট্রাজেডির মহানায়কের নাম! নিজের দারিদ্রতা নিয়ে নির্মম রসিকতাও করতেন মানিক। অভাব যে কতটা প্রকট ছিল, তা জানা যায় মানিকের ডায়েরির একটি পৃষ্ঠা থেকে। স্ত্রী কমলা;যাঁর ডাকনাম ছিল ডলি। তিনি এক মৃত সন্তান প্রসব করেছেন, আর মানিক ডায়েরিতে লিখছেন, 'বাচ্চা মরে যাওয়ায় ডলি অখুশি নয়। অনেক হাঙ্গামা থেকে বেঁচেছে। ও বললো, বাঁচা গেছে বাবা, আমি হিসেব কষেছি বাড়ি ফিরে মাসখানেক বিশ্রাম করে রাঁধুনি বিদায় দেব। অনেক খরচ বাঁচবে।

কী রকম কঠিন পরিস্থিতিতে পড়লে এমন নির্মম রসিকতা করা যায়! দারিদ্র্য নিয়ে মানিক যেমন ঠাট্টা করেছেন, তেমনি দারিদ্র্যও তাকে নিয়ে কম উপহাস করেনি। খুব অনটনে পড়ে বড় ভাইকে একবার চিঠি লিখলেন মানিক। উত্তরে তাঁর বড় ভাই লিখলেন, আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয়, আমি কাউকে টাকা ধার দিই না।'

বাংলা কথাশিল্পে স্বাতন্ত্র্যখচিত বৈপ্লবিক ধারার প্রবর্তক ছিলেন 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়'। অতীব ধারালো ছিল তাঁর বিশ্লেষণ, বর্ণনা, নিবিড় কিংবা গভীর পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা। জীবনকে তিনি দেখিয়েছেন নিংড়ে খুঁড়ে। এবং জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ক্লান্ত-শ্রান্ত এ সাহিত্যযোদ্ধা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, দেখো, দুটি ডাল-ভাতের সংস্থান না রেখে বাংলাদেশে কেউ যেন সাহিত্য করতে না যায়।

এ সমাজে সৃজন শিল্পীদের জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই, অথচ শিল্পপতির ঘরে অর্থের ভাণ্ডার। এ সত্যটি মানিক মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন। বেঁচে থাকতে দিনের পর দিন ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট করেছিলেন তিনি। কিন্তু মৃত্যুর পর রাশি রাশি ফুলের ভারে নুয়ে পড়ে তার মরদেহ। শেষদিকে তীব্র আর্থিক কষ্টে ভুগেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘদিন রোগে ভোগার পর ১৯৫৬ সালের ৩ ডিসেম্বর তিনি চলে যান না ফেরার দেশে। পুতুল নাচের ইতিকথা বইটি না পড়লে পরকীয়া প্রেম সম্পর্কে আমার কঠিন অজ্ঞতা থেকে যেত । ভাবতাম পরকীয়া মানেই শরীরে শরীর মিশে যাওয়া ! এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে আমি বেরিয়ে আসতে পেরেছি এই উপন্যাস পড়ে! স্পর্শ না করেও যে দীর্ঘদিন একই প্রেমে কাটিয়ে দেওয়া যায় তা জানতে পেরেছি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিস্ময়কর চরিত্র কুসুম আর শশী চরিত্রে! শশী এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। সদ্য ডাক্তারি পাস করে সে গ্রামে আসে বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভিন্নতর সংস্কৃতি কিংবা সহজ ভাষায় উন্নত জীবনের সন্ধানে বেরিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু শেষমেশ সে আর প্রথাগত জীবনের বাইরে যেতে পারে না। গ্রামীণ জীবনের প্রতিবেশ-পরিবেশের বৈচিত্র্য আর বাস্তবতার ডালপালা সর্বোপরি কুসুমের প্রতি দুর্নিবার টান এমনভাবে তাকে আঁকড়ে ধরে যা ছিঁড়ে বের হওয়া শশীর সামর্থ্যের বাইরে। তার আর গ্রাম ছেড়ে যাওয়া হয় না শহরের চাকচিক্যময় জীবনের উদ্দেশ্যে! শশীর চরিত্র পড়তে যেয়ে আমি বিস্ময়েক্ষ্মথ ক্ষ্ম হয়ে যাই । তখন মনে হয়েছে আসলেই আক্ষরিক অর্থে কিছু অসামান্য প্রেম সবকিছুর উর্ধে ! চিরকালের নমস্য! সবাই এই প্রেম ধারণ করতে পারে না!

কুসুম এ উপন্যাসের নায়িকা। তার পরিচয় হলো সে তেইশ বছর বয়সি মেয়ে, উপন্যাসের এক চরিত্র পরাণ-এর স্ত্রী, রহস্যময়ী এবং বিচিত্ররূপিনী নারী। তার খাম খেয়ালীপনা, খাপছাড়া প্রকৃতি তাকে রহস্যময়ী করে তুলেছে।

শশীর জন্য তার 'উন্মাদ ভালোবাসা' এই উপন্যাসের অন্তর্গত সৌন্দর্য। কুসুমের স্ফুট-অস্ফুট প্রেম শেষ পর্যন্ত অন্য রূপ নেয়, অন্য মাত্রা নেয়। 'চপল রহস্যময়ী নারী, জীবনীশক্তিতে ভরপুর, অদম্য অধ্যবসায়ী কুসুম জীবনরহস্যের দূত।পরকীয়া প্রেম ও যে একটা উচ্চপর্যায়ের শিল্প হতে পারে আমি পুতুল নাচের ইতিকথা পড়েই অনুধাবন করতে পেরেছি ! এমন হয়ত জীবনে অনেক কিছুই পড়া হয়নি! যে বেদনা আমাকে কুড়ে কুড়ে খায়! কেন আমি একজীবনে সব পড়ে যেতে পারলাম না! অন্তত সৃষ্টির সেরা বইগুলো!

হয়ত আমি অনেক ভালো বইয়ের নাম ও জানি না! যা জানি তাই বা পড়ে শেষ করতে পারছি কই?

প্রিয় কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনার এই বিস্ময়কর সৃষ্টির ভিতর আপনি অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন বাংলার পাঠকের হৃদয়ে !মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নামটাই যথেষ্ট । এরপর আর কোনকিছু না লিখলেও চলে। জননী, দিবারাত্রির কাব্য, পদ্মানদীর মাঝি, পুতুলনাচের ইতিকথা, চতুষ্কোন, বাংলা সাহিত্যের ক্লাসিক উপন্যাসগুলি দু'মলাটের মধ্যে। ভাবা যায় ! তার উপর পাতা, প্রিন্টিং, বাঁধাই, প্রচ্ছদ কভার এককথায় ফাটাফাটি। পাঁচটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর।

পাঠকদের দরবার

সন্ধ্যা মুখার্জি ও শ্যামল গুপ্ত

সৈকত মিত্র

যত নামীই হও, আমার একতলার বাড়িতেই থাকতে হবে, বিয়ের আগে সন্ধ্যাকে বলেছিলেন শ্যামল গীতিকার সুরকার শ্যামল গুপ্ত ও কিংবদন্তি শিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় সমন্ধে শিল্পী সৈকত মিত্র'র স্মৃতিচারণ।

শ্যামল গুপ্ত। লোকে বলেন, তিনি নাকি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের নিয়ন্তা। আমি কিছুটা হলেও চোখে দেখেছি। শ্যামল মিত্রের ছেলে। তাই ছোট থেকেও সন্ধ্যা পিসি এবং শ্যামল গুপ্ত আমায় চিনতেন। ভালও বাসতেন। একটু বড় হওয়ার পরে দেখেছি, ব্যক্তি শ্যামল গুপ্ত মানুষ যতটা ভাল, ততটাই এক রোখা। এক কথার মানুষ। সবার সঙ্গে মিশতে পারতেন, এমন নয়। মিশে গেলে তিনি তাঁর বুকের কাছের মানুষ। পরে বড় হয়ে যখন ওঁর লেখা গান করেছি, কত সময়ে ফোন করে আমায় গানের কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন। শিখিয়ে দিয়েছেন, কী করে উচ্চারণ করব। বলতেন, ''তুই তো খুব ছোট। যদি বুঝতে না পারিস! তাই ধরিয়ে দিচ্ছি।''

সেই মানুষটিই তাঁর স্ত্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে দারুণ সজাগ। কত সময়ে আমি ওঁদের বাড়িতে গিয়েছি। শ্যামল গুপ্ত কথা বলেছেন। সন্ধ্যা পিসি আসেনইনি! কথা হয়ে গিয়েছে। চলে এসেছি। খুব দরকার পড়লে উনি ডাকতেন। তখন সন্ধ্যা পিসি এসে হয়তো সামান্য কিছু কথা বলতেন। তার পরেই ভিতরে চলে যেতেন। যত দিন জীবিত ছিলেন, তাঁকে ডিঙিয়ে বা এড়িয়ে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের নাগাল কেউ কখনও পাননি।

বাস্তবে এঁরা কিন্তু পরস্পরকে চোখে ারাতেন। সেই সময়ে তাঁদের প্রেম অসম ছিল। মুখোপাধ্যায় পরিবারের মেয়ে গুপ্ত পরিবারে যাবে, একেবারে মানতে পারেননি সন্ধ্যা পিসির বাড়ির কেউ। ফলে, বহু দিন পর্যন্ত তাঁরা অপেক্ষা করেছেন একে অন্যের জন্য। তাঁদের সেই প্রেম জন্ম দিয়েছে কিছু চিরদিনের গানের।

'আমি এত যে তোমায় ভাল বেসেছি' বা 'আর জনমে হয় যেন গো তোমায় ফিরে পাওয়া'-র মতো গান তাঁদের ভালবাসার চিহ্ন।

অবশেষে দুই শিল্পীর প্রেমের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন সন্ধ্যা পিসির পরিবার। বিয়ে যখন ঠিক, তখন নাকি শ্যামল গুপ্ত হবু স্ত্রীকে বলেছিলেন, ''যত বড় শিল্পীই হও, আমায় বিয়ে করে তোমায় কিন্তু থাকতে হবে আমার ছোট একতলা বাড়িতেই।''

পিসি কোনও দিনই মুখ ফুটে কিছু বলার মানুষ নন। সে দিনও চুপচাপ শুনেছিলেন।

অনেকের কৌতূহল, স্ত্রী স্বামীর থেকে জনপ্রিয় হলে পুরুষমন কি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে? সেই অনুভূতি থেকেই কি এই দাপট? আমি বলব, এর পাশাপাশি আরও একটি কারণ ছিল। সন্ধ্যা পিসি ভীষণ নার্ভাস ছিলেন। তার উপরে যখনই কোথাও যেতেন, তাঁকে ঘিরে লক্ষ লোকের ভিড়। সেই মুহূর্তে এক জন নারীকে আগলাতে এক জন দাপুটে পুরুষেরই প্রয়োজন।

শ্যামল গুপ্ত ছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের জীবনের সেই আগল। যিনি শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। আর তাঁর হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্তে গান নিয়ে জীবন কাটিয়েছেন 'গীতশ্রী' সন্ধ্যা।

শ্যামল গুপ্ত বাইরে থেকে খুবই কঠিন লোক ছিলেন। নিয়মের বাইরে যাওয়াটা একেবারে পচ্ছন্দ করতেন না। তার অনুশাসনে সবাই বড় হয়েছে বিখ্যাত হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে শ্যামল গুপ্তের জন্যই।

এসআইআর-এর সৌজন্যে হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে খুঁজে পেলেন বৃদ্ধ দম্পতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ৪ ডিসেম্বরঃ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে খুঁজে পেলেন বৃদ্ধ দম্পতি। SIR-এর সৌজন্যে মুখে হাসি ফুটল হাওড়ার বাসিন্দা প্রশান্ত দত্ত ও তাঁর স্ত্রী সান্ত্বনা দত্তর। ১৯৯৯ সালে তাঁদের ছেলে

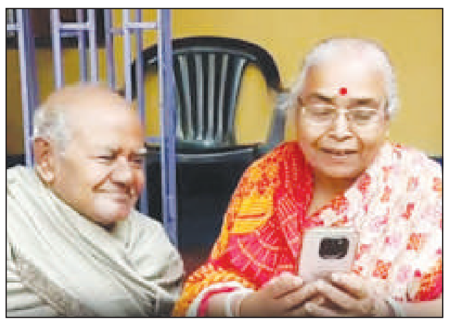

তরুণ দত্ত ব্যবসায়িক ক্ষতির কারণে বাড়ি ছেড়ে চলে যান। এরপর আর কোনও খোঁজ মেলেনি। SIR-এর পর্ব শুরু হতেই প্রশান্তবাবু তাঁর নিজের এবং স্ত্রী ও ছেলের ফর্ম পূরণ করে স্থানীয় বিএলও-র কাছে জমা দেন। এরপরই ভোটার কার্ড ম্যাপিং করতে গিয়ে হাবড়া ২৫৯ পার্টের বিএলও দেখেন। তরুণের নাম পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা থানায় রয়েছে। খোঁজখবর নিয়ে জানা যায়, তরুণ ওই এলাকার ভোটার। এরপরই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তাঁর। ২৬ বছর পর সন্তানের খোঁজ মেলায় খুশি বৃদ্ধ দম্পতি। তারা জানালেন আমরা আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেলাম। কি বলে নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ দেব বুঝতে পারছি না। এত বছর পর নিজের সন্তানকে ফিরে পাবার যে কি আনন্দ এটা যার যায় সেই বুঝতে পারে। আমাদের জীবনের এখন উদ্দেশ্য থাকলো না। যে জিনিস আমরা পেয়ে গেছি তাতে আর আমাদের কিছু পাওয়ার থাকে না। যাকে তারা ফিরে পেলেন সেও জানালো আমি অনেক ভাগ্য করে জন্মেছিলাম যে কারণে আমার জীবনে সৌভাগ্য ফিরে আসলো। তাই আমি এখন নতুন পরিচয় নিয়ে নতুন জীবনে আবার বাবা মায়ের সাথে আনন্দে কাটাতে চাই।

পরিবর্তন করা হবে ট্রয় ট্রেন এর ইঞ্জিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ৪ ডিসেম্বর ঃ অনেক দিন থেকেই কথা চলছিল ইঞ্জিন পরিবর্তন করা হবে। এবারে তার বাস্তবায়ন হলো। একেবারে পরিবর্তন করে দেওয়া হবে ট্রয় ট্রেন কে। দার্জিলিং ট্যুরিজম এর তরফ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে কিভাবে পর্যটন শিল্পকে আরো এগিয়ে নিয়ে চল যায়। পর্যটন শিল্প যাতে আরো অনেক এগিয়ে যায় সেটাই

এখন দেখবার। তাই সবকিছু পরিবর্তন করে একেবারে আধুনিক পদ্ধতিতে তৈরী হচ্ছে ট্রয় ট্রেন এর নতুন মডেল। এতে এক দিকে যেমন দ্রুত যাতায়াত করা যাবে তেমনি আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে ট্রয় ট্রেন চলাচল। যেটা পর্যটন এর মান বাড়াতে প্রচন্ড সহায়ক হবে। পর্যটন শিল্প শুধুমাত্র দার্জিলিং এর নয় গোটা বাংলার কাছে একটা অন্য উপাদান। এবার একেবারে সব কিছুর পরিবর্তন করে আরো বাণিজ্যিক দিক থেকে লাভবান হতে চাইছেন হিল ট্যুরিজম এর আধিকারিক এরা। এখন সময় বলে দেবে। ট্রয় ট্রেন ইউরোপ এর মানুষের কাছে প্রচন্ড ভাবে জনপ্রিয়। আরো আধুনিক হলে বাণিজ্যিক দিক থেকে আরো লাভবান হবে দার্জিলিং মনে করছেন অনেকে।

এনআইএ আধিকারিক সেজে প্রতারণার ঘটনায় গ্রেফতার আরও ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর ঃ এনআইএ আধিকারিক সেজে প্রতারণার ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেফতার করলো শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট। উল্লেখ্য, গত ২২ নভেম্বর চটহাট মেডিকেল মোড়ের বাসিন্দা রাহুল ঘোষ মাটিগাড়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। তার অভিযোগ, এনআইএ আধিকারিক সেজে তিনজন ব্যক্তি তাকে ভয় দেখিয়ে ১ লক্ষ টাকা নিয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ডিডি এবং এসওজি টিম যৌথভাবে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। এরপরই এহসান আহমেদ, রেহান বাবর এবং মানিক রায়কে গ্রেফতার করে ডিডি এবং এসওজি। ধৃতদের আদালতে পেশ করে রিমান্ডে নেওয়া হয়। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে মিথলেশ কুমার সিং এর নাম সামনে আসে। এসওজি এবং ডিডি টিম তার খোঁজ শুরু করে। এরপর গোপন সূত্রে খবর আসে যে মিথলেশ শিবমন্দিরে তার বাড়িতে ফিরে এসেছে। বুধবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। গ্রেফতারের সময় এনআইএ লোগোযুক্ত একটি জ্যাকেট পরে ছিল অভিযুক্ত। তার কাছ থেকে বিএসএফ এর ভুয়ো আইডি কার্ডও উদ্ধার হয়েছে। ধৃতকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে।

লালগড়ে জাল ভুটান লটারির পর্দাফাঁস, গ্রেফতার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ৪ ডিসেম্বর ঃ নাগাল্যান্ডের 'ডিয়ার গঙ্গা' লটারির জাল লটারি র‍্যাকেটের পর এবার জাল ভুটান লটারির হদিশ লালগড়ে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে লালগ। বাজার থেকে ডিডিআই ও সিআইডি হানা দিয়ে জাল লটারি-সহ গ্রেফতার করে এক ব্যক্তিকে। রাজ্য জুড়ে অবৈধ লটারির কারবার চলছিল বলে অভিযোগ। সেই মতো এর তদন্ত করছিল ডিডিআই ও সিআইডি। বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে তা উদ্ধার হয়েছে। এবার তারই হদিশ মিলল ঝাড়গ্রামের লালগড়ে। এস আই চকে শম্ভুরুই দাস নিজের দোকানে অবৈধ ভাবে ভুটান লটারির ব্যবসা বেশ কয়েকদিন ধরে চালাচ্ছিল বলে অভিযোগ। কিন্তু এই লটারি আসছে কোথা থেকে? এরপরেই খবর যায় ডিডিআই এর কাছে। বুধবার বিকালে তাকে দোকান থেকে লটারি-সহ গ্রেফতার করা হয়। বৃহস্পতিবার তাকে ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করলে ৪ দিন পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিধায়কের উদ্যোগে ১২৫ জোড়া যুবক-যুবতির গণবিবাহের আয়োজন বর্ধমানে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৪ ডিসেম্বর ঃ প্রতি বছরের মতো এবছরেও বর্ধমানের কঙ্কালেশ্বর কালি মন্দিরের মাঠে আয়োজন হতে চলেছে বৃহ গণবিবাহ। রাত পোহালেই শুরু হবে এই মহতী অনুষ্ঠান। বৃহস্পতিবার কার্জনগেটের বিধায়ক সহায়তা কেন্দ্রে সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা ঘোষণা করেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস। তিনি জানান, এবছর মোট ১২৫ জোড়া যুবক-যুবতি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবেন এবং নানা সম্প্রদায় ও বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা কন্যারাই এই গণবিবাহের প্রধান আকর্ষণ। বিধায়ক জানান, বাংলা ছাড়াও দেশের আটটি পৃথক রাজ্য থেকে মেয়েরা এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আসছেন। রাজস্থান থেকে দুইজন, দিল্লি থেকে দুইজন, হরিয়ানা থেকে একজন, উত্তরপ্রদেশ থেকে পাঁচজন, বিহার থেকে চারজন, ঝা।খণ্ড থেকে তিনজন এবং কর্ণাটক থেকে একজন মেয়ে এই মঞ্চে বিয়ে করবেন। অর্থা মোট উনিশজন বহিরাগত রাজ্যের কন্যার বিয়ে হবে বর্ধমানের এই ঐতিহ্যবাহী গণবিবাহে। তিনি আরও জানান, প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও একই ছাদের নিচে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের বিয়ে সম্পন্ন হবে। এবারের অনুষ্ঠানে ২৫ জন আদিবাসী মেয়ে, ছাব্বিশজন নন-বেঙ্গলি মেয়ে এবং দুইজন মতুয়া সম্প্রদায়ের মেয়ের বিয়ে হবে। বাকি কন্যারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের। সব মিলিয়ে ১২৫টি পরিবার নতুন জীবনে পা রাখবেন এই গণবিবাহের মাধ্যমে। মানবিকতার একটি বিশেষ উদাহরণ হিসেবে বিধায়ক খোকন দাস উল্লেখ করেন যে, এবারের গণবিবাহে একজন চাকরি জীবি যুবক একজন প্রতিবন্ধী মেয়েকে বিয়ে করছেন, যা সমাজের কাছে একটি শক্তিশালী বার্তা হিসেবে থাকবে। বহু বছর ধরে চলা এই গণবিবাহের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই এক হাজারেরও বেশি মেয়ের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। সেই উপলক্ষে এবছর দু'টি কপিলা গাই আনার ঘোষণা করা হলেও শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হচ্ছে না। বিধায়ক জানান, কপিলা গাই রাখার জন্য যথার্থ এসি রুমের ব্যবস্থা না থাকায় এবছর আর তা আনা হচ্ছে না। তবে আগামী বছরে এই সুবিধা তৈরি করে কপিলা গাই আনার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। আগামী শুক্রবার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এই গণবিবাহের দ্বাদশ বর্ষ। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই এলাকায় উৎসবের আবহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

কাটিহার ডিভিশনের ধূমডাঙ্গীতে এডভান্সড ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম-এর সফল প্রবর্তন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ৪ ডিসেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সম্প্রতি কাটিহার ডিভিশনের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলার ধূমডাঙ্গীতে একটি আধুনিক ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং (ইআই) সিস্টেমের সফল কমিশনিংয়ের মাধ্যমে একটি বড় প্রযুক্তিগত মাইলফলক অর্জন করেছে। এই উন্নত সিস্টেম এমকে -II ইআই পূর্ববর্তী প্যানেল ইন্টারলকিং-এর স্থানে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, যার ফলে এই অঞ্চলে ট্রেন চলাচলের সুরক্ষা, নির্ভরযোগ্যতা এবং পরিচালন দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি হবে। এই আপগ্রেডটি আরও শক্তিশালী, অটোম্যাটেড এবং ডিজিটালি কন্ট্রোলড সিগন্যালিং অপারেশনসকে সমর্থন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। নতুন চালু হওয়া এই সিস্টেমে বিভিন্ন উন্নত বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে ইনডিপেনডেন্ট এবং ডামি শান্ট সিগন্যালের ব্যবস্থা, মজবুত লেভেল ক্রসিং পরিকাঠামো এবং উন্নত ডিজিটাল মনিটরিং ক্ষমতা রয়েছে। এই সিস্টেমে ৫৪ টি রুট, ৩৩টি ট্র্যাক সার্কিট, ৯ টি মেইন সিগন্যাল,

৮টি ইনডিপেনডেন্ট শান্ট সিগন্যাল, ২টি ডামি শান্ট সিগন্যাল, ১৬টি পয়েন্ট, ২ টি গুরুত্বপূর্ণ এফএনমাক্স ইউনিট এবং অটো সেকশন প্রদর্শনের জন্য ২টি নন-ভাইটাল মাক্স ইউনিট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আধুনিকীকরণের অংশ হিসেবে, এলসি গেটঃ এনসি-২৬, এনসি-২৯ ও এনসি-৩১ এ বিদ্যমান ম্যানুয়াল লিফটেড ব্যারিয়ারগুলিকেও সুরক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য ইলেকট্রিক্যালি লিফটেড ব্যারিয়ার দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। কমিশনিং-এর পর ট্রেন চলাচল সুষ্ঠুভাবে পুনরায় শুরু হয়েছে, প্রথম ট্রেন, ১২৩৪৫ আপ সরাইঘাট এক্সপ্রেস, ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ০১.৩২ ঘন্টায় এবং পরবর্তীকালে ১৫৬৪৮ ডাউন মুম্বাই লোকমান্য তিলক টার্মিনাস এক্সপ্রেস ০১.৩৪ ঘন্টায় ধূমডাঙ্গী অতিক্রম করে, যা আপগ্রেড করা সিগন্যালিং সিস্টেমের নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ সম্পন্ন করার নিশ্চিতি প্রদান করে। এই সফল কমিশনিং, আরও উন্নত প্রযুক্তিযুক্ত, সুরক্ষিত এবং নির্ভরযোগ্য রেল চলাচলের দিকে একটি বড় পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপ দ্বারা ধারাবাহিকভাবে আধুনিকীকরণ এবং যাত্রী ও মালবাহী পরিষেবাকে উন্নত করে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দৃঢ় প্রতিশ্রুতিকে আরও নিশ্চিত করে।

ফেব্রুয়ারি থেকে আর কোচবিহার বিমান বন্দরে উড়বে না বিমান! কারণ নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর ঃ একটি মাত্র বিমান সংস্থাই কোচবিহার বিমানবন্দরে বিমান চালাত। সেই পরিষেবাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থার পক্ষ থেকে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার কোচবিহার বিমানবন্দরের আধিকারিককে চিঠি দিয়ে এই কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। খবর চাউর হতেই চিন্তায় ব্যাবসায়ী মহল। তাদের দাবি বিমানের কারণে ব্যবসায় সুবিধা পেয়েছিলেন তারা। জানা গেছে, ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আর কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে তাদের বিমান চলবে না। তবে কী কারণে তারা কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে বিমান পরিষেবা বন্ধ করে দিচ্ছে, সে বিষয়ে অবশ্য স্পষ্টভাবে কিছু জানানো হয়নি। রাজার শহর কোচবিহারে বিমান পরিষেবা রাজ আমল থেকেই চালু ছিল। রাজ্যে বাম আমলে বিভিন্ন সমস্যার কারণে এই পরিষেবা ক্রমশঃ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। শেষপর্যন্ত ১৯৯৫ সালে কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে বিমান পরিষেবা পাকাপাকিভাবে বন্ধ হয়ে যায়। বাম সরকার এরপর একাধিকবার চেষ্টা করেও কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে বিমান পরিষেবা আর চালু করতে পারেনি। ২০১১ সালে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে পুনরায় বিমান পরিষেবা চালু হয়। কিন্তু চালু হওয়ার পাঁচ- ছয়দিনের মধ্যেই সেই পরিষেবা অনিয়মিত হয়ে পড়ে। শেষপর্যন্ত তা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ২০১২ সালে একবার কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টার মহড়া শুরু হয়। শেষপর্যন্ত অবশ্য সেই পরিষেবা চালু হয়নি। ২০১৩ সালেও বিমান মহড়া হয়। ২০১৫ সালে কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে বিমান পরিষেবা ফের চালু হয়। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফের তা বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়ার পর নিশীথ প্রামাণিকের উদ্যোগে ২০২৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ আসনের বিমান পরিষেবা এখানে শুরু হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের উড়ান প্রকল্পে তা এখনও চলছে। যদিও আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে তা আর চলবে না। বিমানবন্দর সূত্রে খবর, প্রায় তিন বছর ধরে এখান থেকে যে বিমান পরিষেবা চলছে তাতে যাত্রীর ঘাটতি দেখা যায়নি। কিন্তু তারপরেও কেন সংস্থা এমন সিদ্ধান্ত নিল সেটাই বর্তমানে বড় প্রশ্ন।

Abujhati 1 Gram Panchayat
Vill-Jhapandanga P.O.-Keotara, Dist.-Purba Bardhaman
(Jamalpur Panchayat Samity)
NOTICE INVITING E-TENDER
No. 1015/ABUJ-I/2025, Dated: 04/12/2025(tender reference no: 2025_ZPHD_967005_1)
The Prodhan, Abujhati 1 Gram Panchayat invites e-tender on behalf of Abhujhati 1 Gram Panchayat for the work of Upgradation of Plastic Bitumen Road. Last date of submission of Bid 03/01/2026 up to 01.30 p.m. Technical Bid Opening Date 05/01/2026 at 02.00 pm. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan"
Abujhati 1 Gram Panchayat

Tender has invited by the **Block Development Officer, Pursurah Development Block for Construction of PCC Roads, Light & others,** NIT No. 19/PUR/BDO/2025-26 Dt.-28.11.2025, Tender ID No. 2025_ZPHD_963032_1 to 27. Last date for submission of Tender: 29/12/25 up to 11.00 A.M. & NIT NO. 20/PUR/EO/2025-26 Dt-02.12.2025, Tender ID No 2025_ZPHD_965981_1 to 31. Last dates for submission of Tender: 05/01/25 up to 11.00 **A.M.** wbtenders.gov.in
Sd/- Block Development Officer
Pursurah Development Block, Hooghly

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে **দুপুর ৩টার** আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটি **দুপুর ৩.৩০ মিনিটে** খোলা হবে। ক্র.নং.-১। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু- ২০২৫-২৬-০২আরটি৪, তারিখঃ ০৩.১২.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** সাঁতরাগাছিঃ সাঁতরাগাছি কোচিং ইয়ার্ডের রিসেপশন ইয়ার্ডে পিট সম্প্রসারণ সহ ২টি লাইনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি এবং পূর্ণ দৈর্ঘ্যের এলএইচবি রেক পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর ব্যবস্থা (রিসে. ইয়ার্ড সাঁতরাগাছিতে সিএটি কাজ সহ ৪টি স্টেবলিং লাইন ও ৩টি পিআইটি লাইন)। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৮৭,২১,০১৮ টাকা। **ইএমডিঃ** ১,৭৪,৪০০ টাকা। **খোলার তারিখঃ** ০১.০১.২০২৬। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস। **জমার তারিখ ঃ** ০১.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। ক্র.নং.-২। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু-২০২৫-২৬-২১আরটি১, তারিখঃ ০৩.১২.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** পদ্মপুকুর-লাইন নং ১০-এর পাশে একটি অতিরিক্ত লুপ লাইনের ব্যবস্থা এবং ডেড এন্ড লাইন নং ১০ উভয় পার্শ্বে আগমন ও প্রস্থানের সুবিধাসহ লুপ লাইনে পরিবর্তন এবং তৎসহ কোচিং ফিট-এর প্রয়োজনে ৬নং লাইনের উভয় প্রান্তে ১ ইন ৮.৫ ক্রসওভার ১ ইন ১২-এ রূপান্তর (পদ্মপুকুর ইয়ার্ডের ৬নং লাইনের উভয় প্রান্তে ১ ইন ৮.৫ ক্রসওভার ১ ইন ১২-এ রূপান্তর, পদ্মপুকুর ইয়ার্ডে লাইন নং ১০-এর পাশে একটি অতিরিক্ত লুপ লাইনের ব্যবস্থা এবং উভয় পার্শ্বে আগমন ও প্রস্থানের সুবিধাসহ লাইন নং ১০ পূর্ণ দৈর্ঘ্যের লুপ লাইনে পরিবর্তন ও এটি-এর ব্যবস্থা)। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,০৮,০৫,৯১৮.৩০ টাকা। **ইএমডিঃ** ২,০৪,০০০ টাকা। **খোলার তারিখঃ** ০২.০১.২০২৬। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস। **জমার তারিখ ঃ** ০২.০১.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে জানতে ও অনলাইনে বিড জমা করতে আগ্রহী টেন্ডারদাতারা ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। এই কাজের জন্য কোন ক্ষেত্রেই ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য বিডারগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন।
(PR-915)

OFFICE OF THE PRADHAN
AMGACHIA GRAM PANCHAYAT
BISHNUPUR–I PANCHAYAT SAMITY
KRISHNARAMPUR, P.O.- AMGACHIA, DIST.- SOUTH 24 PGS, PIN
email id :amgachiagp91@gmail.com
NOTICE OF INVITING TENDER
Applications are invited from bonafied contractors/agencies Tender bearing no. 617,618,619 /AGP/TN/2025 on 02.12.2025 & NIT bearing no. 620,621/AGP/TN/2025 02.12.2025 & NIQ bearing no. 611,622,648/N/2025 on dated 02.12.2025 under APAS, 15th CFC. The Last date for submission of Bids for e-Tender is (upto specified time in portal) and NIT is 17.12.2025 and NIQ is 17.12.2025 respectively. The opening schedule for e-tender and NIT & NIQ have been fixed on and 19.12.2025 respectively. For more details https://wbtenders.gov.in.
Sd/- Prodhan
Amgachia Gram Panchayat

বৈংক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship Beyond Banking
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
কালিকাপুর শাখা
৩৫৪, পূর্বাচল কালীতলা রোড, ১ম তল, কালিকাপুর, কলকাতা- ৭০০০৭৮

অ্যানেক্সচার-এ

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
কালিকাপুর শাখা
৩৫৪, পূর্বাচল কালিতলা রোড, ১ম তলা, কালিকাপুর, কলকাতা-৭০০০৭৮
প্রতি,
অভিজিত দেবনাথ ও অদিতি সেনগুপ্ত
৪১এ রাজা রামমোহন রায় সরণি, আমহার্স্ট স্ট্রিট, জিআর ফ্লোর কলকাতা-৭০০০০৯
বর্তমান ঠিকানাঃ ৩য় তলায় ফ্ল্যাট নং বি-৬, জিত হরাইজন অ্যাপার্টমেন্ট, প্রিমিসেস নং ২৮৮, নয়াবাদ, থানা-পূর্ব যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৯৯
স্যার,

আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটিজেশন এবং পুনর্গঠন এবং সিকিউরিটি সুদের প্রয়োগ আইন ২০০২ এর ১৩(২) নোটিশ

আপনার অনুরোধে, ব্যাংক আপনাকে **৩০,৩৪,০০০ /- টাকার** বিভিন্ন ঋণ সুবিধা প্রদান করেছে। এই নোটিশের তারিখে আমাদের দ্বারা প্রদত্ত বিভিন্ন ঋণ সুবিধা এবং এর অধীনে বকেয়া পাওনার বিবরণ আমরা এখানে দিচ্ছিঃ-

	সুবিধার প্রকৃতি	অনুমোদিত সীমা	বকেয়া পাওনা অর্থাৎ টাকা পর্যন্ত সুদ ছাড়া
১	গৃহঋণ (৪০৭৪৭৫১১০০০০০৫৪)	টাকা ৩০,৩৪,০০০ /-	২৬-১১-২০২৩ থেকে ৩০,২০,২৪৯.০০+ ইউসিআই

২. পূর্বে উল্লেখিত ঋণ সুবিধাগুলি নিম্নলিখিত সম্পদ / সিকিউরিটি দ্বারা সুরক্ষিত (ব্যাংকের কাছে চার্জ করা সম্পত্তি/ সম্পত্তির কিছু অংশ)ঃ-
(ক) সম্পত্তির ন্যায্য বন্ধকঃ তৃতীয় তলায় আবাসিক ফ্ল্যাট নং বি-৬, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ১০৭১ বর্গফুট সুপার বিল্টআপ এলাকা এবং নিচতলায় প্রায় ১২০ বর্গফুট গাড়ি পার্কিং স্পেস সহ JEET HORIZON নামে পরিচিত একটি জি+ ৩ তলা ভবনে অবস্থিত এবং এটি কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে, মৌজা-নয়াবাদ জে.এল. নং ২৫, তৌজি নং ৫৬, আর.এস. দাগ নং ১৫৬, আর.এস. খতিয়ান নং ১০০-এর অধীনে, ওয়ার্ড নং-১০৯, প্রাঙ্গণ নং-২৮৮, নয়াবাদ, থানা-পূর্ব যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৯৯, **শ্রী অভিজিত দেবনাথ এবং শ্রীমতি আদিতি সেনগুপ্তের নামে অবস্থিত।**
সম্পদ আইডি-২০০০৬৭০২৫২১৭। সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি-৪০০০৬৬০৬৮২৫৬

সীমানা-	জমি	সমতল
উত্তর	আর.এস. দাগ নং ১৫৬ এর ভূমিতে	খোলা আকাশ
দক্ষিণ	১২ ফুট প্রশস্ত কেএমসি রাস্তা দিয়ে	খোলা আকাশ
পূর্ব	২০ ফুট প্রশস্ত কেএমসি রাস্তা দিয়ে	পথ এবং সিঁড়ি
পশ্চিম	আর.এস. দাগ নং ১৫৬ এর ভূমিতে	খোলা আকাশ

৩. যেহেতু আপনি উক্ত ঋণ সুবিধার অধীনে ব্যাংকের কাছে আপনার পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই আমরা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের জারি করা নির্দেশিকা / নির্দেশিকা অনুসারে ২৬-১১.২০২৩ তারিখ থেকে আপনার অ্যাকাউন্টকে অ-কার্যকর সম্পদ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করেছি।
৪. উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, আমরা আপনাকে উপরে উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে নোটিশ দিচ্ছি এবং আপনাকে ব্যাংককে ৩০,২০,২৪৯.০০ টাকা (নোটিশের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক পাওনা) প্রদান করে আপনার দায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি, যার উপর ৯.০ শতাংশ বার্ষিক সুদ আরোপ করা হবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনার দ্বারা পরিশোধ না করা পর্যন্ত মাসিক বিশ্রাম এবং ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত সমস্ত খরচ এবং ব্যয়ের সাথে মিশ্রিত, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আমরা উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩ এর অধীনে ব্যাংকের উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের খরচ এবং পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ঝুঁকি নেব।
৫. আমরা আপনাকে উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ব্যাংকের কাছে সমস্ত পাওনা, প্রযোজ্য সুদ, পরিশোধ এবং সুরক্ষিত সম্পদ খালাস পর্যন্ত ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় পরিশোধ করে আপনার উপরোক্ত দায়বদ্ধতা পালনের আহ্বান জানাচ্ছি, তবে দয়া করে মনে রাখবেন যে SARFAESI আইনের ধারা ১৩(৮) অনুসারে, সুরক্ষিত সম্পদ খালাসের অধিকার কেবলমাত্র পাবলিক নিলামের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত অথবা লিজ, অ্যাসাইনমেন্ট বা বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তরের জন্য পাবলিক বা প্রাইভেট চুক্তি থেকে কোটেশন বা টেন্ডার আহ্বানের তারিখ পর্যন্ত আপনার কাছে উপলব্ধ থাকবে।
৬. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ, প্রথমত, আমাদের দ্বারা করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় এবং / অথবা আনুষঙ্গিক যেকোন খরচ পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, এবং দ্বিতীয়ত, এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ সহ উপরে উল্লিখিত ব্যাংকের পাওনা পরিশোধের ক্ষেত্রে এবং ব্যাংকের সম্পূর্ণ পাওনা (ঋণগ্রহীতা বা গ্যারান্টার হিসেবে ব্যাংকের কাছে আপনার অন্যান্য পাওনা সহ) সম্পূর্ণরূপে আদায়ের পরে অবশিষ্ট অর্থ, যদি থাকে, আপনাকে পরিশোধ করা হবে।
৭. সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদায়কৃত আয় থেকে যদি উল্লিখিত পাওনা সম্পূর্ণরূপে আদায় না হয়, তাহলে আমরা আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে আইনগত / আদালত দায়ের করার অধিকার সংরক্ষণ করি, যার মধ্যে রয়েছে আপনার কাছ থেকে বকেয়া পরিমাণ এবং আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ ইত্যাদি পুনরুদ্ধারের জন্য ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল আদালতে আইনি। আদালত দায়ের করা।
৮. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, উপরোক্ত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুসারে, এই নোটিশ প্রাপ্তির পর, আপনাকে বিক্রয়, লিজ, লাইসেন্স, উপহার, বন্ধক বা অন্য কোনও উপায়ে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদ হস্তান্তর বা তার উপর কোনও দায়বদ্ধতা তৈরি করতে নিষেধ করা হয়েছে।
৯. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য এবং উপরোক্ত আইনের ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাংকের একজন যথাযথভাবে অনুমোদিত কর্মকর্তা।
১০. উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে, এই নোটিশটি ব্যাংকের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের ক্ষতি না করেই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে।
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০১-১১-২০২৫
আপনার বিশ্বস্ত
স্বা /- প্রধান ব্যবস্থাপক এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা জোনাল অফিস

Corrigendum Notice
Memo No-:/Eng/S.D, Dated: 04.12.2025
The e-Tender notice published on 04.12.25 in which for the printing mistake notice no. is blank. So the notice is to be read as- **"e-Tender notice no-WBMAD/C/HCM/Eng/APAS/NIT21/12/25"**
Sd/-
Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

পি. ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ
ই-টেন্ডার নোটিশ নং: ১০১/ডব্লিউ-২/এপিজিজে, তারিখ: ০১-১২-২০২৫; নিম্নোক্ত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং ৪২-এপি-১-২০২৫; কাজের নাম: "১ বছরের জন্য ... পি. ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ।" টেন্ডার মূল্য: ২,০১,২৫,৫৪৭.১০/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,৫০,৬০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২২-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

OFFICE OF DURGAPUR ABHOYNAGAR II GRAM PANCHAYAT
BELANAGAR, ABHOYNAGAR, NISCHINDA, HOWRAH-711205
SHORT NOTICE INVITING ELECTRONIC TENDER NO. - WB/HOW/BJPS/DAII GP/NIT-21/25-26
The PRODHAN, DURGAPUR ABHOYNAGAR II GRAM PANCHAYAT, Howrah invites e-Tender for INSTALLATION OF 01 NO HIGH (12.0/12.50 M HIGH MAST) from the reputed and resourceful contractor/firm/Public Sector undertaking/Government Company. Bid submission start date (online) **04/12/2025 at 6.00 pm.** Bid submission end date (online) **05/01/2026 at 6.00 pm.** Bid opening date for Technical Proposals (online)-**08/01/2026 at 12.00 pm.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- PRODHAN
DURGAPUR ABHOYNAGAR II GRAM PANCHAYAT

Office of The Block Development Officer
Panchla Development Block
Bikihakola, Panchla, Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER
No. 83/ICDS/BDO/PANCHLA/2025-2026
For and on behalf of the Block Development Officer, Panchla Development Block invites sealed percentage rate tender for total 88(Eighty Eight)Nos. different works. Publish Date: **03/12/2025 at 18.00 Hrs.** Bid submission starting from **03/12/2025 at 18.00 Hrs.** Last date of Submission of Bid (online) **19/12/2025 at 17.00 Hrs.** Date of Opening of Bid(Technical) **22/12/2025 at 17:00 Hrs.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Block Development Officer
Panchla Development Block
Panchla, Howrah

Office of the councilor
Dhuliyan Municipality
P.O Dhuliyan, Dist Murshidabad
Notice Inviting E-Tender And Nit
Ref: DHLYN/Apas/44/25-26,DHLYN/Apas/45/25-26,DHLYN/Apas/46/25-26 DHLYN/Apas/47/25-26, DHLYN/Apas/48/25-26,DHLYN/Apas/49/25-26 & (উক্তি) & NIT 03 (2025-2026)
The Chairman, Dhuliyan Municipality invites e-Tender & Nit from the eligible and bonafied resourceful contractors. For NieT Last date of Bid submission: As per Tender details of this NieT in W B Tender portal For NiT Last date of Application: **12.12.2025 Up to 3:00 Pm.**
For further details please visit WB Tenders Gov .in & Dhuliyan Municipality website **www.dhuliyanmunicipality.org.in** and Office Notice Board.
Abul Kalam
Chairman/EO
Dhuliyan Municipality

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER
The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-56/2025-26** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O.-Para, District-Purulia, **04(Four)** nos. works/Schemes under APAS Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in.** Document download/sell starting from **04.12.2025 up to 01.01.2026 10.00 A.M.** Bid submission starting from **04.12.2025 up to 31.12.2025 at 10.00 AM.** And Opening on **02.01.2026 at 10:05 A.M.** For details please visit website.
Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The Executive Engineer (Civil), BR-VII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/VII/58/APAS/1/163/162/2
Name of the work: **Improvement of passage disturbed due to sewer line at Tangra 1st Lane, Tangra 2nd Lane and its surrounding area in Ward No.-58.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,49,930.01.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **45 days.**
(2) NIT No. : KMC/VII/58/APAS/1/163/163/2
Name of the work: **Repairing of passage disturbed due to sewer line at 7, South Tangra Road and its surrounding area in Ward No.-58.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,99,893.59.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **45 days.**
(3) NIT No. : KMC/VII/58/APAS/1/163/164/3
Name of the work: **Improvement of sewer line at Dhapa Mallick Para near Dhapa KMC Garrage and its surrounding area in Ward No.-58.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,99,631.37.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **45 days.**
(4) NIT No. : KMC/VII/59/APAS/1/163/209/1
Name of the work: **Improvement of passage by laying cement concrete at 28/3, Gobra Gorosthan Road in Ward No.-59.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,99,815.63.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **40 days.**
(5) NIT No. : KMC/VII/59/APAS/1/163/246/2
Name of the work: **Removal of chokage of pipe sewer in Part-246 and its surrounding area in Ward No.-59.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,99,702.10.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **45 days.**
(6) NIT No. : KMC/VII/59/APAS/1/163/246/3
Name of the work: **Desilting of pipe sewer at Part-246 and its surroundings in Ward No.-59.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,99,953.50.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **45 days.**
(7) NIT No. : KMC/EEC/VII/59/31/25-26/U
Name of the work: **Maintenance of drainage system at Abhinash Chowdhury Lane, Tiljala Road, Topsia Road South, Mahendra Chatterjee Lane, Mahendra Roy Lane and its surroundings area in Ward No.-59.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,82,975.00.** Earnest money: ₹ **5,700.00.** Period of completion: **45 days.**
(8) NIT No. : KMC/VII/58/APAS/1/163/142/2
Name of the work: **Repairing of patch work of passage at Atal Sur Road and its surrounding area in Ward No.-58.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,24,989.04.** Earnest money: ₹ **4,600.00.** Period of completion: **60 days.**
(9) NIT No. : KMC/VII/58/APAS/1/163/151/1
Name of the work: **Enlargement of sewer line at Prabhuram Sarkar Lane near P R S KMCP School and its surrounding area in Ward No.-58.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,99,767.21.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **45 days.**
(10) NIT No. : KMC/VII/58/APAS/1/163/151/2
Name of the work: **Repairing of passage disturbed due to laying of sewer line at Prabhuram Sarkar Lane near P R S KMCP School and its surrounding area in Ward No.-58.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,09,767.55.** Earnest money: ₹ **2,200.00.** Period of completion: **30 days.**
(11) NIT No. : KMC/VII/58/APAS/1/163/152/1
Name of the work: **Enlargement of sewer line at Prabhuram Sarkar Lane near Play Ground and its surrounding area in Ward No.-58.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,19,980.23.** Earnest money: ₹ **6,500.00.** Period of completion: **45 days.**
(12) NIT No. : KMC/VII/58/APAS/1/163/157/1
Name of the work: **Improvement of sewer line and its restoration and other passage area at 66, D C Dey Road near Nurani Masjid in Ward No.-58.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,69,853.97.** Earnest money: ₹ **7,400.00.** Period of completion: **45 days.**
(13) NIT No. : KMC/VII/58/APAS/1/163/152/2
Name of the work: **Repairing of passage disturbed due to laying of sewer line at Prabhuram Sarkar Lane near Play Ground and its surrounding area in Ward No.-58.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,29,889.30.** Earnest money: ₹ **4,600.00.** Period of completion: **45 days.**
(14) NIT No. : KMC/VII/58/APAS/1/163/159/2
Name of the work: **Repairing of passage disturbed due to sewer line at 13-14 Paymental Garden Lane and its surrounding area in Ward No.-58.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,99,679.63.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **45 days.**
(15) NIT No. : KMC/VII/58/APAS/1/163/160/2
Name of the work: **Repairing of passage disturbed due to sewer line at 7/1 Miajan Lane and its surrounding area in Ward No.-58.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,09,955.60.** Earnest money: ₹ **6,200.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **01.01.2026 up to 10.30 A.M. (For Sl. No. 1 to 15).** Tender will be opened on: **03.01.2026 at 10.30 A.M. (For Sl. No. 1 to 15).** The bid forms and other details are available on and from **27.11.2025 at 6.55 P.M. (For Sl. No. 1 to 15).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 15).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XIV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/XIV/127/093/25-26/APAS (1st Call)
Name of the work: **Construction of new surface drain near House No. 20/2 Nivedita Park, etc. Part No. 226 in Ward No.-127.** Work value: ₹ **2,39,874.24.** Earnest money: ₹ **4,800.00.** Period of completion: **7 days.**
(2) NIT No. : KMC/XIV/127/091/25-26/APAS (1st Call)
Name of the work: **Repairing of cement concrete road at Kasthadanda Road near House No. 37/B/1 Part No. 226 in Ward No.-127.** Work value: ₹ **4,42,306.93.** Earnest money: ₹ **8,900.00.** Period of completion: **14 days.**
(3) NIT No. : KMC/XIV/127/087/25-26/APAS (1st Call)
Name of the work: **Repairing of cover of the surface drain near House Nos. 191, 214 Shibrampur etc. Part No. 225 in Ward No.-127.** Work value: ₹ **2,97,350.52.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **14 days.**
(4) NIT No. : KMC/XIV/127/096/25-26/APAS (1st Call)
Name of the work: **Construction of sanitary latrine in 48H Ram Road Part No. 255 in Ward No.-127.** Work value: ₹ **2,47,547.65.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **30 days.**
(5) NIT No. : KMC/XIV/127/089/25-26/APAS (1st Call)
Name of the work: **Construction of new surface drain near Shibrampur 2nd By Lane, Haldar Para Kali Mata Temple etc. Part 225 in Ward No.-127.** Work value: ₹ **3,19,749.99.** Earnest money: ₹ **6,400.00.** Period of completion: **14 days.**
(6) NIT No. : KMC/XIV/127/092/25-26/APAS (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damage surface drain near A.K. Jewerler, Kasthadanga Road Part No. 226 in Ward No.-127.** Work value: ₹ **2,91,977.75.** Earnest money: ₹ **5,900.00.** Period of completion: **14 days.**
(7) NIT No. : KMC/XIV/128/058/25-26/R (1st Call)
Name of the work: **Improvement of cement concrete road near House No. 44/2, 44/2/2, 139F, 50A, 104A Parui Pucca Road etc. in Ward No.-128.** Work value: ₹ **4,99,011.49.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **15 days.**
(8) NIT No. : KMC/XIV/127/061/25-26/APAS (1st Call)
Name of the work: **Development of BT Road at Ramgopal Pal Road Part No. 263 in Ward No.-127.** Work value: ₹ **1,51,941.74.** Earnest money: ₹ **3,100.00.** Period of completion: **14 days.**
(9) NIT No. : KMC/XIV/128/053/25-26/R (1st Call)
Name of the work: **Improvement of bituminous road near House Nos. 4B, 4A, 10/1, 103, 78, 103/1, 93, 106, 87/A, 78/4A, 179A, 151/1 B.B. Sengupta Road etc. in Ward No.-128.** Work value: ₹ **4,78,757.92.** Earnest money: ₹ **9,600.00.** Period of completion: **21 days.**
(10) NIT No. : KMC/XIV/128/054/25-26/R (1st Call)
Name of the work: **Repairing of cement concrete road near House Nos. 104/4, 25A, 29 Dr. A.K. Paul Road and 23, 29/A, 18/2, 28C, 38, 226, B.B. Sengupta Road etc. in Ward No.-128.** Work value: ₹ **4,86,966.35.** Earnest money: ₹ **9,800.00.** Period of completion: **15 days.**
(11) NIT No. : KMC/XIV/128/059/25-26/R (1st Call)
Name of the work: **Improvement of bituminous road near House Nos. 18/2/1, 18/2, 320, 316, 311 B.B. Sengupta Road and 2E 2Y/1 Ho Chi Minh Sarani etc. in Ward No.-128.** Work value: ₹ **4,97,806.59.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **15 days.**
(12) NIT No. : KMC/XIV/127/099/25-26/R (1st Call)
Name of the work: **Development of CC passage at Jadav Ghosh Road Ghosh Bagan near Premises Nos. 54/2B/1, 63 and 48 etc. in Ward No.-127.** Work value: ₹ **2,54,420.70.** Earnest money: ₹ **5,100.00.** Period of completion: **14 days.**
(13) NIT No. : KMC/XIV/127/081/25-26/APAS (1st Call)
Name of the work: **Development of CC road at Ram Road near Premises Nos. 46, 48H Part No. 255 in Ward No.-127.** Work value: ₹ **1,83,306.54.** Earnest money: ₹ **3,700.00.** Period of completion: **7 days.** Last date of submission of bid: **29.12.2025 (Up to 11 A.M.) (For Sl. No. 1 to 6); 01.01.2026 (Up to 11 A.M.) (For Sl. No. 7 to 12) and 30.12.2025 (Up to 11 A.M.) (For Sl. No. 13).** Tender will be opened on: **31.12.2025 (11 A.M.) (For Sl. No. 1 to 6); 03.01.2026 (11 A.M.) (For Sl. No. 7 to 12) and 01.01.2026 (11 A.M.) (For Sl. No. 13).** The bid forms and other details are available on and from **05.12.2025 (From 5 P.M.) (For Sl. No. 1 to 13).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 13).**
(1606/25-26)

অফবিট

দেশের রেস্তরাঁ-পানশালা এখন লেকচার হল, আর্ট ক্লাস, রঙ্গমঞ্চ, কী নেই মাথার পোকায়?

এস. ঘোষ

ক্লাব-রেস্তরাঁয় গিয়ে যদি দেখেন, সেখানে কোনও জ্যোর্তিপদার্থ বিজ্ঞানী একদল তরুণ-তরুণীর সামনে বিয়ারের গ্লাস হাতে অ্যাকাডেমিক লেকচার দিচ্ছেন। কিংবা একদল অপরিচিত মুখ আপনার পরিচিত কফি শপে বসে কোনও বোর্ড গেমের দিকে উকণ্ঠিত দৃষ্টিতে খেলছেন, তাহলে অবাক হবেন না। দেশের কফি শপ, রেস্তরাঁ, ক্লাবের সংজ্ঞাই বদলে যাচ্ছে এ যুগে। এগুলি কেবলমাত্র খাওয়াদাওয়া ও চা-কফি পানের জায়গা নেই। এই আধুনিক খানাপিনার আস্তানায় এখন বদলে যাচ্ছে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। যেখানে মানুষ শুধু খেতে আসে না, ছবি আঁকে, লেকচার অ্যাটেন্ড করে, পটারি শেখে যাকে বলে পটারি কাফে, কবিতা-গল্প পাঠের আসর বসে, এক জায়গায় বসে থিয়েটার কিংবা সিনেমা দেখে। এখানেই তৈরি হয় নতুন নতুন বন্ধুত্বের লম্বা সরণিতে ঠিকানা জোগাড় করে রাখা। একটি জনপ্রিয় বার চেন সোশ্যাল গত আগস্টে বেঙ্গালুরুর ইন্দিরা নগরের ঠেকে একটি লেকচারের আয়োজন করেছিল। যার বিষয় ছিল ব্যাটস অ্যান্ড বুজ। এই আলোচনাসভায় অংশ নিয়েছিলেন বাঁদুড় বিশেষজ্ঞ তথা পরিবেশ সংরক্ষণ কর্মী ডঃ রোহিত চক্রবর্তী। প্রচারের শুরুতেই এই শোয়ের টিকিট হট কেকের মতো উবে যায়। এই অনুষ্ঠানের পরিকল্পক ছিল পিন্ট অফ ভিউ নামে একটি সংস্থা। যারা এখন দেশের সব প্রান্তের বারে এ ধরনের লেকচারের আয়োজনে নেমেছে। এদেরই দিল্লির টিম সোশ্যাল, সাকেতে এরকমই একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল সেপ্টেম্বরে। যেখানে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তথা বিজ্ঞানী ডঃ রম্যা আহুজা প্রশ্নোত্তরমূলক ভাষণ দিয়েছিলেন। বিষয় ছিল- হাউ আই মেট ইওর ম্যাটার। এই সেমিনারে প্যাকেজিং থেকে পোশাক এমনকী কফি মগের মতো প্রতিদিনের ব্যবহার্য জিনিসপত্রের গোপন পৃথিবীর সুলুক সন্ধান দেন। প্রাপ্তবয়স্করা ককটেলে একটি বা দুটি চুমুক দিচ্ছেন আর অফুরন্ত জ্ঞানের পানীয় গলাধঃকরণ করছেন। সেখানে তাঁদের বন্ধুত্বের দরজা আরও চওড়া হচ্ছে। যা তাঁদের কাছে একেবারে নতুন। রেস্তরাঁগুলিও একই ফরম্যাটে দৌড়চ্ছে। সেখানে সৃজনমূলক কাজের মাধ্যমে তরুণ-তরুণীদের আকর্ষণের চেষ্টা চলছে। রেস্তরাঁয় বসে আঁকা শেখা কিংবা কফি মগ পেন্টিং এমনকী মাটির জিনিস তৈরি করার ওয়ার্কশপ কাম ইটিং-ডাইনিং সুবিধা মিলছে। দলে মিলে বাইরে মজা করা অথবা নতুন প্রেমের প্রথম দৃষ্টির মধ্যেও মিলছে নতুনত্বের তীব্র সুগন্ধ। শুধু হাসিঠাট্টা নয়, মজা-আয়েশের মাঝেও খুলছে নতুন কোনও জ্ঞানের দরজা। অনেক রেস্তরাঁ এখন রান্নার ক্লাসও নিচ্ছে খাওয়ার ফাঁকে। লিও-র পিজেরিয়া পিজা তৈরির ক্লাস নিচ্ছে প্রতি রবিবার। কলকাতাতেও গড়ে উঠছে এরকম নতুন নতুন কনসেপ্ট রেস্তরাঁ-পানশালা। কেউ কেউ সুশি তৈরিতে আপনার হাত পাকিয়ে দিচ্ছে। রেস্তরাঁ ব্যবসা ও পানশালার ম্যানেজাররাও স্বীকার করে নিয়েছেন যে, যত দিন যাচ্ছে ততই খাওয়াদাওয়ার বাইরে অ্যাক্টিভিটির দিকে গ্রাহকদের নজর কাড়ার চেষ্টা চলছে। তাঁদের মতে, এখন কেউ শুধু খেতে আসতে চাইছে না। তারা চায় যোগাযোগ বাড়াতে, আবিষ্কার করতে, আবেগের যথার্থ ফসল ফলাতে। যে কারণে আঁকার রাত, সুশি তৈরি শিখুন, এবং বিভিন্ন ধরনের শিক্ষণীয় সন্ধ্যা চাইছে। আগে পানশালা মানে ছিল ক্যাবারে ডান্স। এখন তাতে অনাগ্রহ রয়েছে নয়া প্রজন্মের। সে কারণে তাদের জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে ছোট ছোট নাটিকা। যাতে অভিনয় করছেন গুণী শিল্পীরা। সামনের টেবিলে রকমারি খাবার সঙ্গে তরলে চুমুক দিতে দিতে হাস্যকৌতুক হোক বা ব্যঙ্গ রাজনৈতিক নাটিকা দেখতে কার না আমোদ লাগে। অথবা ধরুন রেস্তরাঁর স্ক্রিনে চলছে জিন্দেগি না মিলেগি দোবারা। আর আপনার টেবিলে সার্ভ হচ্ছে সিনেমার দৃশ্যের মতোই স্প্যানিশ খাবারদাবার। তেমনই কুইন সিনেমার দৃশ্য থেকে তুলে আনা বিদেশি খাবার। তবে সব কিছুর সঙ্গে অবশ্যই থাকতে হবে ওল্ড স্কুল আতিথেয়তা ও খাবারের স্বাদ। কারণ ওটাই যে মূল চাবিকাঠি।

উদ্বেগ বাড়াচ্ছে জইশের মহিলা ব্রিগেড

সংবাদ সংস্থা, ইসলামাবাদ, ৪ ডিসেম্বরঃ উদ্বেগ বাড়াচ্ছে জইশ-ই-মহম্মদের নতুন মহিলা শাখা 'জামাত-উল-মোমিনাত'। বাড়ছে সদস্য সংখ্যা, সূত্রের খবর জনে জনে মহিলারা যোগ দিচ্ছেন জেহাদি কার্যকলাপে। ইতিমধ্যেই ৫,০০০-এরও বেশি সদস্য ওই শাখার। জানিয়েছেন জইশ প্রধান মাসুদ আজহার নিজেই। মহিলাদের র‍্যাডিক্যালাইজ করে ভবিষ্যতে 'ফিদায়েঁ'-স্টাইলে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ চালানো এর উদ্দেশ্য বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে আজহার সম্প্রতি দাবি করেছেন, ''কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ৫,০০০-এরও বেশি মহিলা যোগ দিয়েছেন মোমিনাতে। অনেকেই জানিয়েছেন, সংগঠনে ঢোকার পর তাঁদের মানসিক অবস্থার বদল হয়েছে, জীবনের উদ্দেশ্য নতুনভাবে বুঝতে পারছেন। প্রত্যেক জেলায় আলাদা ইউনিট হবে, একজন 'মুনতাজিমা' নিয়োগ করা হবে।'' সূত্রের খবর, ৮ অক্টোবর থেকে পাকিস্তানের বাহাওয়ালপুর, মুলতান, সিয়ালকোট, করাচি, মুজফফরাবাদ এবং কোটলি, এই সমস্ত অঞ্চল থেকে মহিলাদের নিয়োগ শুরু হয় জইশের সদর দফতর মার্কাজ উসমান-ও-আলি-তে। এই মহিলা শাখার প্রধান মাসুদ আজহারের বোন সাদিয়া।

খতিয়ে দেখা হবে আবেদনকারীদের লিঙ্কডইন, রিজিউম! এইচ-১বি ভিসা নিয়ে আরও কড়াকড়ি ট্রাম্প প্রশাসনের

সংবাদ সংস্থা, ওয়াশিংটন, ৪ ডিসেম্বরঃ মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষার দাবি তুলে এবার আরও কঠোর ভিসা যাচাই প্রক্রিয়া চালু করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। নয়া নির্দেশে মার্কিন প্রশাসন জানিয়ে দিয়েছে এইচ-১বি সহ সব ভিসা আবেদনকারীর লিংকডইন প্রোফাইল ও রিজিউম এখন থেকে খুঁটিয়ে দেখা হবে। এই সিদ্ধান্তে সবচেয়ে বেশি চাপে পড়তে পারেন ভারত ও চিন থেকে আসা বিপুল সংখ্যক এইচ-১বি ভিসা প্রাপ্ত কর্মী। মার্কিন টেক ইন্ডাস্ট্রি বহু বছর ধরেই বিদেশি দক্ষ কর্মীদের ওপর নির্ভরশীল, বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ফিনটেক সেক্টর। তবে ট্রাম্প প্রশাসন এবার যুক্তি দিচ্ছে- সেন্সরশিপের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যই এই বাড়তি নজরদারি। সাম্প্রতিক ওই সরকারি চিঠিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, ভিসা অফিসারদের দেখতে হবে আবেদনকারী অথবা তাঁদের পরিবারের কেউ কনটেন্ট মডারেশন, মিথ্যা তথ্য শনাক্তকরণ, ডিসইনফরমেশন রিসার্চ, ফ্যাক্ট-চেকিং, কমপ্লায়েন্স বা অনলাইন সেফটির মতো ক্ষেত্রে কাজ করেছেন কিনা। কারণ এই কাজগুলির কিছু অংশ যুক্তরাষ্ট্রের আইনে সুরক্ষিত মতপ্রকাশ সীমিত করতে পারে, এমনটাই দাবি ওয়াশিংটনের। চিঠিতে আরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যদি কোনও আবেদনকারী যুক্তরাষ্ট্রে সুরক্ষিত মতপ্রকাশ দমন বা দমন-প্রচেষ্টায় যুক্ত থাকেন, তাহলে তাঁকে অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করতে হবে। অর্থাৎ, শুধু প্রথমবারের নয়, পুনরায় ভিসা চাইলে সেখানেও একইভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই হবে। টেক ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত এইচ-১বি আবেদনকারীরাই মূলত নজরের কেন্দ্রে। মার্কিন প্রশাসনের মতে, সোশ্যাল মিডিয়া, ফিনান্সিয়াল সার্ভিস বা বড় টেক সংস্থায় কর্মরত অনেকেই এমন পদে কাজ করেন যেখানে 'সেন্সরশিপ'-এর অভিযোগ উঠেছে। তাই তাঁদের কর্মজীবন খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন গত এক বছরে 'ফ্রি স্পিচ ডিফেন্স'-কে বিদেশনীতি হিসেবে সামনে এনেছে। এ বছরের শুরুতে রিপাবলিকান সেনেটর মার্কো রুবিও ঘোষণা করেছিলেন, যে কেউ যুক্তরাষ্ট্রের মতপ্রকাশ স্বাধীনতা দমানোর কাজে যুক্ত থাকবে, তাকে ভিসা-ব্যান করতে হবে। বিদেশি সংস্থা বা নিয়ন্ত্রক সংস্থায় কর্মরতদেরও এর আওতায় আনার কথা বলেন তিনি। এখন সেই অবস্থানই সরকারি প্রক্রিয়ায় পরিণত হল। ছাত্রভিসা আবেদনকারীদের সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রিনিং ইতিমধ্যেই কঠোর হয়েছে, তার পাশাপাশি এইচ-১বি ভিসার ফি বেড়েছে। নতুন এই নির্দেশে বিদেশি পেশাজীবীদের ওপর চাপ আরও বাড়ল বলেই মনে করছেন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞরা।

'ফুলকে তো আগলে রাখতে হবে', হিজাবের সমর্থনে ফের যুক্তি খামেইনির, নিশানায় আমেরিকা

সংবাদ সংস্থা, তেহরান, ৪ ডিসেম্বরঃ ইরানে বাধ্যতামূলক হিজাব নিয়ে বিতর্ক ফের তুঙ্গে। এই পরিস্থিতিতেই ধারাবাহিক অনলাইন পোস্টে পশ্চিমী সমাজ, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নিশানা করে কঠোর বার্তা দিলেন দেশের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেইনি। তাঁর দাবি, পশ্চিমী পুঁজিবাদ নারীর মর্যাদা নষ্ট করে, আর ইসলামই দেয় প্রকৃত সম্মান। ঠিক একই সময়ে ইরানের রক্ষণশীল অধ্যুষিত পার্লামেন্টের অর্ধেকেরও বেশি সদস্য বিচারব্যবস্থাকে তিরস্কার করেছেন হিজাব আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ না করার জন্য। সোশ্যাল মিডিয়ায় খামেইনির বার্তা ছিল স্পষ্ট- ইসলামিক রিপাবলিক যে বাধ্যতামূলক পোশাকবিধি, লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন বা কঠোর শাস্তির নীতি মানে, তা নাকি 'নারীর অধিকার রক্ষার' জন্য প্রয়োজনীয়। তাঁর বক্তব্য, সমাজের প্রথম দায়িত্ব হল সামাজিক আচরণে ন্যায়বিচার ও পরিবারের অভ্যন্তরে ন্যায় বজায় রাখা, আর সেই দায়িত্ব পশ্চিমী দেশগুলি রাখতে ব্যর্থ। খামেইনির অভিযোগ, পশ্চিমী পুঁজিবাদ নারীর শরীরকে পণ্যে পরিণত করে। এই প্রেক্ষিতে তাঁর মন্তব্য, ''নারীর নিরাপত্তা, মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা তাঁর মৌলিক অধিকার।'' খামেইনির কথায়, আমেরিকাসহ পশ্চিমী সমাজে নারীরা একই কাজের জন্য পুরুষদের

তুলনায় কম মজুরি পান, ফলে তাঁরা 'বস্তু হিসাবে ব্যবহৃত' হন। ইসলামের কাঠামোতে নারীর অবস্থানকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। খামেইনির দাবি, ইসলাম নারীর পরিচয়, স্বাধীনতা ও অগ্রগতির অধিকার রক্ষা করে। তাঁকে ফুল হিসেবে বর্ণনা করে তিনি লেখেন, নারী পরিবারের নেতৃত্বের অংশ হিসেবে সম্মান পাওয়ার যোগ্য। এই কারণেই তাঁকে ফুলের মতো সুরক্ষা দিতে হবে, আগলে রাখতে হবে। এরপরেই তাঁর আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। খামেইনি অভিযোগ করেন, মার্কিন পুঁজিবাদ পরিবার-ব্যবস্থাকেই ধ্বংস করে দিয়েছে। তাঁর মতে, সাম্প্রতিক সময়ে আমেরিকায় যে অপরাধচক্র নিয়ে আলো।ন তৈরি হয়েছে, সেটিই নাকি পশ্চিমী সমাজে নারীর 'বস্তুতান্ত্রিক' অবস্থার প্রমাণ। তবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলির মূল্যায়ন সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবি তুলে ধরে। স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষকদের মতে, ইরানে নারীরা কার্যত 'লিঙ্গ অ্যাপারথাইড'-এর অধীনে। বাধ্যতামূলক হিজাব সাত বছর বয়স থেকেই, শিশুবিবাহের বৈধতা, গার্হস্থ্য হিংসা থেকে সুরক্ষা না থাকা- এসবই সেই বাস্তবতার অংশ। 'সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস ইন ইরান' জানিয়েছে, নারীদের উপর অত্যাচার ও নজরদারির যে ব্যবস্থা চালু রয়েছে, তা বিশ্বের কোনও গণতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে তুলনাই চলে না।

সেনাই কি নিয়ন্ত্রণে? আইএমএফ-এর ঋণের চাপে সরকারি বিমানসংস্থা বিক্রি করার সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের

ইসলামাবাদ, ৪ ডিসেম্বরঃ চরম আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের শর্ত মেনেই তাদের জাতীয় বিমান সংস্থা পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স-কে বিক্রির পথে হাঁটল। লোকসানে ডুবতে থাকা সংস্থাটির ৫১ থেকে ১০০ শতাংশ শেয়ার বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যত চাপিয়ে দিয়েছে আইএমএফ। নতুন করে বেলআউট পেতে হলে পিআইএ বিক্রি বাধ্যতামূলক- আইএমএফের এই শর্তই ইসলামাবাদকে দীর্ঘদিনের আতঙ্কিত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে। দেশটির পতাকাবাহী বিমান সংস্থা বিক্রি করা হচ্ছে দুই দশকের মধ্যে প্রথম বড় বেসরকারিকরণ উদ্যোগ হিসেবে। বুধবার ইসলামাবাদে বিডারদের সঙ্গে বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন, ২৩ ডিসেম্বর পিআইএ-র নিলাম অনুষ্ঠিত হবে এবং দেশজুড়ে সংবাদমাধ্যমে এর লাইভ সম্প্রচার করা হবে। কারা দৌড়ে? পাকিস্তানি দৈনিকের রিপোর্ট অনুযায়ী, যেসব সংস্থা বিডে অংশ নিতে যোগ্য হয়েছে, তারা হল- লাকি সিমেন্ট কনসর্টিয়াম, আরিফ হাবিব কর্পোরেশন কনসর্টিয়াম, এয়ার ব্লু লিমিটেড, ফৌজি ফাউন্ডেশন সার আর এই তালিকার মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত নাম ফৌজি ফাউন্ডেশন, যা পাকিস্তানের সবচেয়ে শক্তিশালী কর্পোরেট গ্রুপের অংশ। বহু দশক ধরে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ফাউন্ডেশনের সিদ্ধান্তে সরাসরি ও পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। ফাউন্ডেশনের বোর্ডে সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনির না থাকলেও, তিনি ফাউন্ডেশনের শীর্ষ বোর্ডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। তাই, পিআইএ বিক্রি হলে জাতীয় বিমান পরিবহণ সংস্থার নিয়ন্ত্রণ ঘুর পথে সেনাবাহিনীর হাতেই যেতে পারে বলে জল্পনা আরও জোরালো। পাকিস্তান বর্তমানে আইএমএফের পঞ্চম বৃহত্তম ঋণগ্রহীতা। ১৯৫৮ সাল থেকে দেশটি ২০ বারেরও বেশি ঋণ নিয়েছে। অস্থির রাজনীতি, সামরিক ব্যয়, দুর্বল অর্থশাসনের ফলে ২০২৩ সালে দেশটি দেউলিয়া হওয়ার দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছিল। আইএমএফের ৭ বিলিয়ন ডলারের উদ্ধারপ্যাকেজ অনুমোদিত হয়েছে ২০২৪-এর সেপ্টেম্বর মাসে। ১ বিলিয়ন ডলার তৎক্ষণাৎ পেলেও বাকি অর্থ তিন বছরের ধাপে ধাপে ছাড় হবে। বিনিময়ে কঠোর অর্থনৈতিক সংস্কার বাধ্যতামূলক। পিআইএ বিক্রি সেই সংস্কার-প্যাকেজের সবচেয়ে বড় ধাপ।

CHANGE OF NAME

I,SALAUDDIN AHMED (old name) S/O -AHAMMED SK residing at 14 BIHARI DR LANE POBERHAMPORE PS-BERHAMPORE DIST-MURSHIDABAD PIN-742101 . West Bengal, do hereby declarethat I have changed My name from SALAUDDIN AHMED (old name) to SK SALAUDDIN AHAMED(newname) and henceforth, I shall be Known as SK SALAUDDIN AHAMED (new name) in allpurpose, vide an affidavit sworn before the SDEM at BERHAMPORE court dated on 03/12/2025. SKSALAUDDIN AHAMED (new name) & SALAUDDIN AHMED (old name) both name are same andone identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohammad Rousan Mandal (old name) residing at Durgapur, Jhitkipota, Kotwali, Dist-Nadia, Pin-741102 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MOHAMMAD ROUSAN MANDAL to RAOSANALI MANDAL and henceforth I shall be known as RAOSANALI MANDAL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 04/12/2025. MOHAMMAD ROUSAN MANDAL and RAOSANALI MANDAL both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sultana Begum D/o Sk Akhtar Residing at 99/H/20/2, Cossipore Road, P.s - Cossipore, District - Kolkata, Pin- 700002, West Bengal India that my deceased father who previously known as Sk Akther (Old Name) shall henceforth be known as Sk Akhtar (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Sealdah vide affidavit no 14218 dated 04-12-2025. I declare that my deceased father Sk Akther (Old Name) and Sk Akhtar (New Name) is same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Santosh Agrawal (Old Name) W/o Rohit Agarwal Residing at 118, Canal Street, Shreebhumi, VTC - South Dumdum (M), P.o - Shreebhumi, District - North 24 Parganas, Pin - 700048, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Santosh Agarwal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 44/2025 Dated 04-12-2025. Santosh Agrawal (Old Name) and Santosh Agarwal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rajen Das (Old Name) S/o Late Ganesh Das Residing at Vill+P.o - Nonakundu, P.s - Domjur, District - Howrah, Pin - 711405, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Raju Das (New Name) as declared before the Ld. Executive Magistrate (1st Class) at Howrah vide affidavit no 19048/25 Dated 27-11-2025. Rajen Das (Old Name) and Raju Das (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Onkar Singh (Old Name) S/o Late Jagannath Singh Residing at 1C/1B, Motijhil Lane, P.o - Tangra, P.s - Entally District - Kolkata, Pin - 700015, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Onkar Nath Singh (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Sealdah vide affidavit no 14195 Dated 04-12-2025. Onkar Singh (Old Name) and Onkar Nath Singh (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sanjeeb Kumar Singh S/o Late Bijoy Singh Residing at 68, Sri Arabinda Road, Picadily Point, P.o - Salkia, District - Howrah, Pin- 711106, West Bengal India that my minor daughter who previously known as Mushkan Singh (Old Name) shall henceforth be known as Shaurya Singh (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit dated 04-12-2025. I declare that my minor daughter Mushkan Singh (Old Name) and Shaurya Singh (New Name) is same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Manick Dutta, Manicklal Dutta (Old Name) S/o Brindaban Dutta Residing at Uttar Jhapardaha, Panchanantala, P.o+P.s - Domjur, District - Howrah, Pin - 711405, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Maniklal Dutta (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 04-12-2025. Manick Dutta, Manicklal Dutta (Old Name) and Maniklal Dutta (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shyamal Podder (Old Name) S/o Mrityunjoy Poddar Residing at B/48, Rabindrapally, Baghajatin, District - Kolkata, Pin - 700086, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Shyamal Poddar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 04-12-2025. Shyamal Podder (Old Name) and Shyamal Poddar (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Yusuf, Mohammad Yusuf (Old Name) S/o Mohammed Aslam Residing at Cloud, 9 Block Nimbus 6th Floor, Flat-6B, 4, Bhukailash Road, P.o - Khiddirpore, District - Kolkata Pin - 700023, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Mohammed Yusuf (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Date 04-12-2025. Md Yusuf, Mohammad Yusuf (Old Name) and Mohammed Yusuf (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sumita Podder (Old Name) W/o Shyamal Poddar Residing at B/48, Rabindrapally, Baghajatin, District - Kolkata, Pin - 700086, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sumita Poddar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 04-12-2025. Sumita Podder (Old Name) and Sumita Poddar (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Pulkesh Gain (Old Name) S/o Ranjit Gain Residing at Vill - Nalkura, P.o - Natagram, P.s - Gaighata, District - North 24 Parganas, Pin - 743249, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Pulakesh Gain (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 04-12-2025. Pulkesh Gain (Old Name) and Pulakesh Gain (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Savita Gain (Old Name) W/o Pulakesh Gain Residing at Vill - Nalkura, P.o - Natagram, P.s - Gaighata, District - North 24 Parganas, Pin - 743249, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sabita Gain (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 04-12-2025. Savita Gain (Old Name) and Sabita Gain (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Aimul Haque Molla (পুরাতন নাম) পিতা মৃত Molla Ased Ali গ্রাম- পুইন, পোঃ-গোলতা, থানা-আরামবাগ জেলা-হুগলী পঃবঃ পিন ৭১২৬১৫ স্থায়ী বাসিন্দা। এক্সকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আরামবাগ হুগলী কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা Molla Aimal Haque (নতুন নাম) পরিচিতি হইলাম। গত 04.12.2025 তারিখে (SL. NO. 15632) এফিডেভিট বলে Aimul Haque Molla (পুরাতন নাম) এবং Molla Aimal Haque (নতুন নাম) উভয়েই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইল।

নাম পরিবর্তন

আমি samima yasmin (পুরাতন নাম) স্বামী Molla khayrul Hossen গ্রাম-পুইন, পোঃ-গোলতা, থানা-আরম বাগ, জেলা-হুগলী পিন- ৭১২৬১৫, পঃবঃ স্থায়ী বাসিন্দা। এক্সকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আরামবাগ হুগলী কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা Molla samima yasmin (নতুন নাম) পরিচিত হইলাম। গত 04.12.2025 তারিখে (SL.NO 15633) এফিডেভিট বলে samima yasmin (পুরাতন নাম) এবং Molla Samima yasmin (নতুন নাম) উভয়েই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হল।

CHANGE OF NAME

I, Asish Das (old name) son of Prasanta Das, residing at Vill: Baishnab Chak, P.O – Kukrahati, P.S – Sutahata, Dist: Purba Medinipur, Pin: 721658, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Ashis Das (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Haldia, Purba Medinipur, vide affidavit No. 12322 dated 10/11/2025. Asish Das (old name) and Ashis Das (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I AZIBUR RAHAMAN S/O LUTFAR RAHAMAN residing at Vill-Dugdia, P.O.-Sasan, P.S.-Sasan, North 24 Parganas-743423, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as AJIBUR RAHAMAN as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 04/12/2025. AZIBUR RAHAMAN and AJIBUR RAHAMAN both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, SAYEMUDDIN AHMED (old name) S/O - SK SALAUDDIN AHMED residing at 4 AC ROAD BY-LANE-6 PO-KHAGRA PS-BERHAMPORE DIST-MURSHIDABAD PIN-742103 . West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SAYEMUDDIN AHMED (old name) toSAYEMUDDIN AHAMED(new name) and henceforth, I shall be Known as SAYEMUDDIN AHAMED new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the SDEM at BERHAMPORE court dated on 03/12/2025. SAYEMUDDIN AHAMED (new name) & SAYEMUDDIN AHMED (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, ACHERA MONDAL (old name) W/O- SUJAUDDIN MONDAL residing at BOXIPUR PURBAPARAPO-MOMINPUR P.S-DOMKAL DIST-MURSHIDABAD PIN-742303 , West Bengal do here by declare that, I have changed my name from (old name) ACHERA MONDAL to (new name) ACHERA BIBI MONDAL and I shall be henceforth be known as (new name) ACHERA BIBI MONDAL in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notarypublic at Berhampore court dated on 05/12/2025. (New name) ACHERA BIBI MONDAL and (old name) ACHERA MONDAL both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, ACHERA MONDAL (old name) W/O- SUJAUDDIN MONDAL residing at BOXIPUR PURBAPARAPO-MOMINPURP.S- DOMKAL DIST-MURSHIDABAD PIN-742303, West Bengal do here by declare that, I have changed my name from (old name) ACHERA MONDAL to (new name) ACHERA BIBI MONDAL and I shall be henceforth be known as (new name) ACHERA BIBI MONDAL in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notarypublic at Berhampore court dated on 05/12/2025. (New name) ACHERA BIBI MONDAL and (old name) ACHERA MONDAL both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, EMDADUL HAQUE (old name) S/O -ENAMUL residing at VILL-BHURKUNDA PO DHANPATGANJ PS-SAGARDIGHI DIST-MURSHIDABAD PIN-742226. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from EMDADUL HAQUE (old name) to EMDADUL HOQUE(new name)and henceforth, I shall be Known as EMDADUL HOQUE (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at BERHAMPORE court dated on 03/12/2025. EMDADUL HOQUE (new name) & EMDADUL HAQUE (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, JEWEL HAQUE (old name) S/O -EMDADUL HOQUE residing at VILL-BHURKUNDA PO-DHANPATGANJ PS-SAGARDIGHI DIST-MURSHIDABAD PIN-742226 . West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from JEWEL HAQUE (old name) to JEWEL HOQUE(new name)and henceforth, I shall be Known as JEWEL HOQUE (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at BERHAMPORE court dated on 03/12/2025. JEWEL HOQUE (new name) & JEWEL HAQUE (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Murali Mohan Lal Gurbani (old name) Son of Late Mohan Lal Gurbani, residing at 63/1/2, Sarat Bose Road, Ps-Bhawanipore, Kolkata-700025, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Murli Gurbani (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 04/12/2025. Murali Mohan Lal Gurbani (old name) and Murli Gurbani (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Naresh Murli Gurbani (old name) Son of Murli Gurbani, residing at 63/1/2, Sarat Bose Road, Ps-Bhawanipore, Kolkata-700025, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Naresh Gurbani (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 04/12/2025. Naresh Murli Gurbani (old name) and Naresh Gurbani (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rajkishor Shaw (old name) son of Suresh Shaw, residing at 1/H/7, Naba Roy Lane, P.O – Alipore, Kolkata – 700027, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Raj Kishore Shaw (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 02/12/2025. Rajkishor Shaw (old name) and Raj Kishore Shaw (new name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Mujaker Sekh, S/o Saidul Sekh, গ্রামঃ করমজি, পোঃ গোসাঁইপুর, থানাঃ পাইকর, বীরভূমের বাসিন্দা। আধার কার্ডে আমার নাম Appel Sekh, S/o Saidul Sekh নথিভুক্ত রয়েছে। ০২.১২.২০২৫ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ মাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Mujaker Sekh Appel Sekh, SO Saidul Sekh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, PRANATI BISWAS,W/o Anil Biswas, mother of Ujjal Biswas residing at Vill Banbania, P.O. Habra, P.S. Ashoknagar Dist. North 24 Pgs. shall henceforth be known as PRONOTI BISWAS, mother of UJJWAL BISWAS as declared before the 1st class Judicial Magistrate at Barasat vide affidavit No. 9304 dt. 2/12/2025. PRANATI BISWAS, mother of Ujjal Biswas and PRONOTI BISWAS, mother of UJJWAL BISWAS both are one and same identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shaista Praween W/O Abdul Quadir present residing at 3, C.R. Avenue, Kolkata-700072 WB. do hereby solemnly affirm and declare my actual name Shaista Parween instead of Sayestaquadir(DOB-1.1.1980) which is wrongly recorded on my Aadhaar No. 4531 3765 6281 vide affidavit no. 930 dt.06-09-24 sworn before the 1st class Metropolitan magistrate at Kolkata. Sayestaquadir and Shaista Praween both are same person.

প্রাণের 'দিদি'র টানে ছুটে বেড়াচ্ছেন রিষড়ার সোমনাথ বণিক

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ , ৪ ডিসেম্বর ঃ হুগলি জেলার রিষড়ার বাসিন্দা সোমনাথ বণিক গত প্রায় ১৬ বছর ধরে ঘর ছাড়া। সোমনাথবাবু নিজের এক অদ্ভুত স্বভাবের জন্য তৃণমূল মহলে বর্তমানে বহুল পরিচিত মুখ। গত প্রায় ১৬ বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যেখানেই সভা করেন তাঁর বক্তব্য শুনতে সেখানে পৌঁছে যান রিষড়ার সোমনাথবাবু। খাওয়া বা ঘুমানোর কী ব্যবস্থা হলো সেসব নিয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র মাথা ব্যাথা নেই। শুধু নিজের প্রাণের 'দিদি'র টানে বছরের পর বছর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছেন সোমনাথ বণিক। বৃহস্পতিবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর স্টেডিয়াম থেকে দলের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে একটি রাজনৈতিক জনসভায় বক্তব্য রাখবেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি। 'দিদি'র বক্তব্য শোনার জন্য বুধবারই মুর্শিদাবাদ জেলায় হাজির হয়ে গিয়েছেন সোমনাথবাবু। বহরমপুর বাসস্ট্যান্ডের কাছে ঠান্ডার মধ্যে কোনওরকমে রাত কাটিয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকাল হতেই হাজির হয়ে গেছেন স্টেডিয়াম চত্বরে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রতি নিজের ভালোবাসার গল্প জানাতে গিয়ে সোমনাথবাবু বলেন, ১৯৯২ সাল থেকেই আমি দিদির সঙ্গে রয়েছি। যেখানেই দিদির সভা হয় আমি চলে যাই। কলকাতার একটি ছোট কোম্পানিতে মাল সরবরাহের কাজ করেন সোমনাথবাবু। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার জন্য মাঝেমধ্যেই নিজের কর্মস্থল থেকে বিনা বেতনে ছুটি নিতে হয় সোমনাথ বণিককে। তবে এর জন্য তাঁর নিজের কোনও আক্ষেপ নেই। তিনি বলেন, যেখানেই দিদির সভা হয় আমি নিজের টাকা খরচ করে সেখানে পৌঁছে যাই। ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই দিদির ঐতিহাসিক লড়াইয়ের দিনেও আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সংগ্রামে তাঁর পাশে থাকার সময়েই নিজের বাবা মাকে হারিয়েছেন সোমনাথবাবু। তিনি বলেন, আমি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং আমার দলের সেনাপতি অভিষেক ব্যানার্জিকে ভালোবাসি। তবে গত ১৬ বছর বিভিন্ন কারণে নিজের বাড়িতে যেতে পারি না। এর পেছনে কী কারণ রয়েছে তা তিনি জানাতে রাজি হননি। ২০১১ সালে মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবারের জন্য শপথ নেওয়ার পর তাঁর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছিলেন। সেই স্মৃতি আজও সোমনাথ বণিকের মনের মণিকোঠায় অমলিন হয়ে রয়ে গেছে। তিনি বলেন, কালীপুজো, ভাইফোঁটা, রাখি বন্ধনের দিন আমি দিদির বাড়িতে পৌঁছে যাই। তবে দিদির সঙ্গে যে রোজ তাঁর কথা হয় না সে কথাও জানিয়েছেন সোমনাথবাবু। তিনি বলেন, বহু বছর আগে দিদির সঙ্গে আমার শেষবারের মতো কথা হয়েছে। দিদি আমাকে না চিনলেও দিদির প্রতি আমার ভালবাসা একটুও কমেনি। সময়ের অভাবের কারণে আমি মালদায় দিদির সভায় থাকতে পারিনি। বহরমপুরের সভায় দিদির বক্তব্য যাতে সামনের সারিতে বসে শুনতে পান সেই কারণে একদিন আগেই বহরমপুরে পৌঁছে গিয়েছেন সোমনাথবাবু। আর সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন বিভিন্ন সময়ে তৃণমূল সমর্থকদের কাছ থেকে উপহার পাওয়া বা তাঁর নিজের কেনা অভিষেক ব্যানার্জি এবং মমতা ব্যানার্জির প্রচুর ছবি। তিনি বলেন, আমার বাড়িতে দুই প্রিয় নেতা-নেত্রীর প্রচুর ছবি রয়েছে। তবে দিদির প্রত্যেক সভায় সব ছবি তো নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। যতগুলো ছবি সম্ভব হয় আমি ব্যাগে করে নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াই। দিদির সভার সময় আমি সেই সব মাঝে মধ্যে তুলে ধরি। বহরমপুরে নিজের প্রাণের চেয়ে প্রিয় 'দিদি'র সভা শুরুর আগে সোমনাথবাবু জানিয়ে দিলেন, আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের দল ২৫০-র বেশি আসন পেয়ে ফের একবার রাজ্যে ক্ষমতায় আসবে।

তামাক ও পান মশলায় নতুন কর

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর ঃ দেশের তামাক শিল্প আবারও আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছে কেন্দ্র সরকারের নতুন কর সংস্কারের প্রস্তাব ঘিরে। সিগারেট ও অন্যান্য তামাকজাত পণ্যের ওপর চালু থাকা বর্তমান জিএসটি ক্ষতিপূরণ সেস তুলে দিয়ে তার বদলে স্বাস্থ্য ও জাতীয় নিরাপত্তা সেস আরোপের পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্র। একই সঙ্গে বিভিন্ন তামাক পণ্যের ওপর আবগারি শুল্কও বাড়ানো হচ্ছে। বিশ্লেষকদের মতে, ক্ষতিপূরণ সেসের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তামাক কর কাঠামোকে সহজ করার লক্ষ্যেই এই সংস্কার। তবে আইনীভাবে উৎপাদিত সিগারেট নির্মাতাদের জন্য মোট করের বোঝা কিছুটা বাড়তেই পারে। কেন্দ্রীয় সরকার স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং জাতীয় সুরক্ষা সেস বিল ২০২৫ শীতকালীন অধিবেশনে পেশ করেছে। বিলের লক্ষ্য ক্ষতিকর পণ্য তামাক, পান-মশলা ও গুটখার উপর নতুন কর আরোপ করে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রকল্পের জন্য অতিরিক্ত তহবিল নিশ্চিত করা।

ভারতীয় নৌবাহিনী দিবসে উপ-রাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণণের বার্তা

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর ঃ ভারতীয় নৌবাহিনী দিবস উপলক্ষে, ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণণ ভারতীয় নৌবাহিনীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।নিজ বার্তায় তিনি বলেছেন, আমাদের নৌবাহিনী ভারতের সামুদ্রিক শক্তি, সতর্কতা এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় অঙ্গীকারের প্রতীকআমাদের বিশাল উপকূলরেখা সুরক্ষিত করা থেকে শুরু করে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং তার বাইরে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা পর্যন্ত, ভারতীয় নৌবাহিনী পেশাদারিত্ব, সাহস এবং সেবার সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে চলেছে।আমি সমস্ত নৌকর্মী, প্রবীণ সৈনিক এবং তাদের পরিবারবর্গকে তাদের নিঃস্বার্থ সেবা এবং ত্যাগের জন্য অভিবাদন জানাই। আপনারা যেন আপনাদের বীরত্ব এবং অঙ্গীকার দিয়ে দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করতে থাকেন।অন্যদিকে ২০২৫-এ ভারতীয় নৌবাহিনীর যোদ্ধাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডলে এই বার্তা দিলেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।তিনি লিখেছেন, ভারতীয় নৌবাহিনী হল আমাদের গর্বের দুর্গ যা সমুদ্রের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তারা অজেয় বীরত্বের সাথে জাতিকে প্রতিটি হুমকি থেকে রক্ষা করে এবং সামুদ্রিক পথে আমাদের উন্নয়নকে রক্ষা করে। তারা সর্বোচ্চ ত্যাগের মাধ্যমে দেশপ্রেমের যে সোনালী গাথা রচনা করেছে তা প্রজন্মের পর প্রজন্ম যোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করবে। জাতির জন্য জীবন উৎসর্গকারী নৌবাহিনীর যোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ইন্দোনেশিয়া-ভারতের লোকসংস্কৃতির অসাধারণ মিলনমেলা আউশগ্রামে! পুতুল নাচে মুগ্ধ মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আউশগ্রাম, ৪ ডিসেম্বর ঃ ইন্টারনেটের যুগে যখন হারিয়ে যেতে বসেছে প্রাচীন লোকশিল্প পুতুল নাচ, ঠিক তখনই আউশগ্রামের জঙ্গলমহল যেন ফিরে পেল বহু শতাব্দীর ঐতিহ্য। কাঁটাতার, সীমানা, ভৌগোলিক দূরত্ব ভুলে ইন্দোনেশিয়া ও ভারতের দুই ভিন্ন সংস্কৃতি চদর- বদর ও ওয়ায়াং পোতেহির হল একরকম মেলবন্ধন। ইন্দোনেশিয়া-ভারতের লোকসংস্কৃতির অসাধারণ মিলনমেলা আউশগ্রামে! পুতুল নাচে মুগ্ধ হাজারো মানুষ। বুধবার সন্ধ্যায় আউশগ্রামের মাঠে জড়ো হয়েছিলেন হাজার হাজার মানুষ। বিদেশের শিল্পীরা ভারতে এসে দেখালেন তাঁদের বিখ্যাত ইন্দোনেশিয়ান পুতুলনাচ ওয়ায়াং পোতেহি। আর ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়ের শতাব্দী প্রাচীন চদর-বদর পুতুল নাচ তো ছিলই প্রধান আকর্ষণ। দুই দেশের আবেগ, ইতিহাস ও বিশ্বাস যেন এক সুতোয় গাঁথা হয়ে গেল মুহূর্তে। ইন্দোনেশিয়ার পুতুল নাচ দলের প্রধান টনি হারসনো বলেন, আমি খুবই খুশি। কারণ এই জায়গার এত মানুষ আমাদের অনুষ্ঠান দেখল। বন্ধুর মত এখানকার মানুষ আমাদের স্বাগত জানিয়েছেন। ভারতে এসে আমরা খুবই খুশি। একটি নাট্য সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। অনেকেই আগে কখনও বিদেশি পুতুল নাচ দেখেননি। তাই ছিল আলাদা উত্তেজনা, আলাদা উচ্ছ্বাস। সংস্থার তরফে অমিতাভ ভট্টাচার্য্য বলেন, আমাদের সংস্থা বহুবছর ধরে পারম্পরিক লোকসংস্কৃতি নিয়ে কাজ করছে দেশ জুড়ে। যাদের পরম্পরা তাদের একটা সরাসরি বাজার পাওয়ার খুব দরকার। আদান-প্রদান খুবই প্রয়োজন তাহলে তাদের সম্মান বাড়ে। আদান-প্রদানের মাধ্যমে শিল্পী, শিল্পের এবং তার গ্রামের সম্মান বাড়ে। এই পারম্পারিক সংস্কৃতির মধ্যেই পুতুল পড়ে। আমি চাই ইন্দোনেশিয়ার পুতুলের সঙ্গে এখানকার চদর বদর একসঙ্গে মিলিত হয়ে কিছু করুক। আমার আশা চাদর বদর হয়তো কোন না কোন দিন বিদেশে যাবে। চদর-বদর পুতুলনাচের ইতিহাসও কম নয়। 'চদর'

মানে চাদর, আর ' বদর' বা 'বাঁধনি' অর্থাৎ বাঁধা। একটি কাপড়ের ভিতরে তৈরি হয় নাচের কাঠামো। ৭-৮ ইঞ্চি লম্বা পুতুলগুলি বেল, জাম বা শিরিষ কাঠে দক্ষ হাতে তৈরি করা হয়। ধামসা, মাদল, হারমোনিয়ামের সুরে আদিবাসী গান গেয়ে যখন পুতুলগুলি ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে, তখন যেন তাদের জীবন্ত মনে হয়। কিন্তু দু ঃখের বিষয় এই প্রাচীন লোকশিল্প আজ হারিয়ে যাওয়ার মুখে। তবে দুর্গাপুজোর সময় এই চদর-বদর পুতুল নাচ এখনও কিছু জায়গায় দেখা যায়। তবে আউশগ্রামের মানুষ এমন এক মনোমুগ্ধকর সন্ধ্যার সাক্ষী হলেন, যা হয়ত আগামী বহু বছর ধরে মনে রাখার মতো। দুই দেশের সংস্কৃতির এই অনুষ্ঠান শুধু বিনোদন নয়, এ যেন দুই জনগোষ্ঠীর আত্মার সংযোগ।

সুন্দরবনে হারিয়ে যাওয়া ২২ প্রজাতির দেশীয় ধানের চাষ হচ্ছে নিমপীঠে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ৪ ডিসেম্বর ঃ সুন্দরবন থেকে হারিয়ে গেছে বহু প্রজাতির দেশীয় ধান। একসময় প্রচুর হারে দেশীয় ধানের চাষ দেখতে পাওয়া যেত গ্রামাঞ্চলে। কিন্তু কম ফলনের কারনে এই জাতীয় দেশীয় ধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় কৃষকরা। আর সেই জায়গা দখল করে নিয়েছে উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড ধান। দেশীয় ধান খেতে ভালো। আর তাই এবার দেশীয় ধানকে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ নিয়েছে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। তারা ইতিমধ্যে তাদের ফার্মে ২২ টি প্রজাতির দেশীয় ধানের চাষ করে খুব ভালো সাফল্য পেয়েছে। এখানে খেউস, তুলাইপাঞ্জি, খেজুরছড়ী, কেরালা সুন্দরী, কালা ভাত, চিনা কামিনী, কালো নুনিয়া, মোহন ভোগ, গোবিন্দভোগ, কমলা ভোগ, হরিনা খুড়ি, তাল মুগুর, তালদি, জঙ্গল মুরা সহ একাধিক দেশীয় ধানের চাষ হচ্ছে।এই চাষের উপর হাতে কলমে প্রশিক্ষন ও দেওয়া হচ্ছে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফে। এই ব্যাপারে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কৃষি বিশেষজ্ঞ ডক্টর সোমনাথ সর্দার বলেন, আগে আমরা গ্রামাঞ্চলে দেশীয় ধানের চাষ হত দেখতাম। কিন্তু বর্তমানে দেশীয় ধানের চাষ সে ভাবে হয় না। তাই আমরা এই চাষকে আবার ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়েছি। এই জাতীয় ধানের চাষে রোগ পোকার আক্রমণ নেই বললেই চলে। তবে কেরালা সুন্দরী, মালাবতী প্রজাতির ধানের ফলন তুলনামূলক ভাবে কম হয়। কেরালা সুন্দরী, কমলাভোগ জাতীয় প্রজাতির ধানে ভালো ফলন হয়। এই জাতীয় ধান ২০০ সেমির মতন লম্বা হয়। নিচু জমিতে ও এর ভালো ফলন হয়। ১৬০- ১৬৫ দিনের মধ্যে এই ধানের ফলন সম্পূর্ন হয়ে যায়। কৃষকরা সঠিক বীজ পেলে আবার দেশীয় ধানের ফলন বাড়বে সুন্দরবনে।

শীত পড়তেই ভিড় বাড়ছে বাংলার আমাজনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ৩ ডিসেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার মধ্যেও রয়েছে আমাজন! অবাক হচ্ছেন? তবে অবাক লাগলেও আদতে এটাই সত্যি। আসলে এই জায়গা পরিচিত বাংলার আমাজননামে। নৌকায় চেপে নদীর উপর দিয়ে দীর্ঘক্ষণ পর তবেই পৌঁছানো যায় এই জায়গায়। নৌকায় চেপে যেতে সময় লাগে কয়েক ঘণ্টা। চারপাশে ঘন গাছপালা আর মধ্যে দিয়ে রয়েছে সরু জলাশয়। এই জায়গায় সকলের কাছে এখন বাংলার আমাজন নামে বহুল পরিচিত। শীতের মরশুমে দূর দূরান্ত থেকে ঘুরতে আসেন বহু পর্যটক। পূর্বস্থলীর চুপি পাখিরালয়ের নাম সকলেই শুনেছেন। এই চুপি পাখিরালয় থেকেই যাওয়া যায় বাংলার আমাজন নামক জায়গায়। চুপি ছাড়িগঙ্গায় নৌকা ভাড়া করে মাঝিদের বললেই তারা নিয়ে যাবে বাংলার আমাজনে। তবে যাওয়ার আগে অবশ্যই সঙ্গে নিতে হবে পর্যাপ্ত জল এবং সঙ্গে কিছু খাবার। কারণ নৌকায় চেপে আমাজন যেতে এবং ফিরে আসতে সময় লাগবে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টা। নৌকার এক মাঝি বলেন, এই জায়গায় যাঁরা আসবেন একমাত্র তারাই বুঝতে পারবেন কত সুন্দর। মাঝে মধ্যে বিদেশীরাও আসেন এখানে ঘুরতে। পাখি দেখার সঙ্গে এই জায়গায় যাওয়ার মজাই আলাদা। পর্যটকদের কথায় বাংলার আমাজন নামক এই জায়গা সত্যিই বেশ ভাল। পর্যটক যারা আসবেন তাঁদের কাছে এই জায়গায় যাওয়া মনে হবে একটা ছোট খাটো এডভেঞ্চার। এছাড়াও চুপিতে দেখা মেলে একাধিক পরিযায়ী পাখির। পরিযায়ী পাখি দেখতে দেখতে আমাজন যেতে মন্দ লাগবে না। তবে সরু জলপথে নৌকায় চেপে আমাজন যাওয়ার মুহূর্ত একেবারে রোমাঞ্চকর। তাই এই শীতের মরশুমে যারা ঘুরতে যাওয়ার কথা ভাবছেন তারা একবার হলেও ঘুরে আসতে পারেন পূর্ব বর্ধমানের বাংলার আমাজন থেকে।

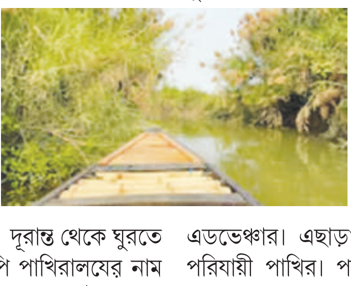

ব্যান্ডেল-কাটোয়া সেকশনের একাংশে ট্রেন চলাচলে সাময়িক নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর ঃ পূর্ব রেলের ব্যান্ডেল-কাটোয়া সেকশনে ধাত্রীগ্রাম ও সমুদ্রগড় স্টেশনের মধ্যে আপ লাইনে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ০৫.১২.২০২৫ তারিখে ১৮০ মিনিট (০২.০৫ ঘন্টা থেকে ০৫.০৫ ঘন্টা পর্যন্ত) ট্র্যাফিক এবং পাওয়ার ব্লকের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ফলে ৩৭৭৪১ /৩৭৭৪২ ব্যান্ডেল-কাটোয়া-ব্যান্ডেল ইএমইউ লোকাল ০৫.১২.২০২৫ তারিখে বাতিল থাকবে। এছাড়াও, হাওড়া বিভাগের খানা স্টেশনে নন-ইন্টারলকিং ৬৩৫৫০ অন্ডাল-বর্ধমান মেমু ০৬.১২.২০২৫ এবং ০৭.১২.২০২৫ তারিখে বাতিল থাকবে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical)/ LTG/Z-IV/Borough-XI, KMC** invites call e-tender online, two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/LTG/150/109/112/ 25-26/PD** Name of the Work: **Installation of lighting arrangement alone the Canal side Road at 2 No. Mukundapur in Ward No.-109, Borough-XII, KMC.** Estimate Amount: **₹ 2,99,159.13.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

2. NIT No.: **KMC/LTG/150/109/113/25-26/PD** Name of the Work: **Improvement of Street lighting arrangement at 4 No. Mukundapur area in Ward No-109, Borough-XII, KMC.** Estimate Amount: **₹ 2,98,700.59.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

3. NIT No.: **KMC/LTG/150/109/114/ 25-26/PD** Name of the Work: **Improvement of Street lighting arrangement at Bikash Guha Colony in Ward No-109, Borough-XII, KMC.** Estimate Amount: **₹ 2,97,579.59.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

4. NIT No.: **KMC/LTG/150/109/111/ 25-26/PD** Name of the Work: **Installation of lighting arrangement along The Canal Side Road at 3 No. Mukundapur in Ward No-109, Borough-XII, KMC.** Estimate Amount: **₹ 2,99,619.69.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

5. NIT No.: **KMC/LTG/150/109/104/ 25-26/PD** Name of the Work: **Installation of street lighting arrangement at Chitkalikapur Booth No. 104 area in Ward No-109, Br-XII, KMC.** Estimate Amount: **₹ 1,98,403.49.** Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

6. NIT No.: **KMC/LTG/150/109/98/ 25-26/PD** Name of the Work: **Install of New Street Lighting System at Street No.-19 etc. at Purbaloke in Ward No.-109, Borough-XII, KMC.** Estimate Amount: **₹ 4,99,131.19.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

7. NIT No.: **KMC/LTG/150/109/117/ 25-26/PD** Name of the Work: **Installation of Lighting arrangement at Satyajit Kanan besideHelen Keller Deaf & Dumb School in Ward No.-109, Br-XII, KMC 4.** Estimate Amount: **₹ 2,45,971.48.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

8. NIT No.: **KMC/LTG/150/109/125/ 25-26/PD** Name of the Work: **Improvement of Street Lighting arrangement with LED Fittings at Booth No.-125 in Ward No.-109, Borough-XII, KMC.** Estimate Amount: **₹ 4,98,569.97.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

9. NIT No.: **KMC/LTG/150/109/106/25-26/PD** Name of the Work: **Development of Street Lighting arrangement at Ganga Nagar Booth No. 106 area in Ward No.-109, Br.-XII, KMC.** Estimate Amount: **₹ 1,98,873.76.** Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

10. NIT No.: **KMC/LTG/150/109/105/ 25-26/PD** Name of the Work: **Improvement of Street LIghting arrangement at Ganga Nagar Booth No. 105 area in Ward No.-109, Borough-XII, KMC.** Estimate Amount: **₹ 4,97,934.48.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **30 days.**

11. NIT No.: **KMC/LTG/150/109/141/ 25-26/PD** Name of the Work: **Improvement of Lighting arrangement around The Playground beside Talent Group Club in Ward No.-109, Borough-XII, KMC.** Estimate Amount: **₹ 2,97,566.93.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 days.** Last date and time of completion: **27.12.2025 up to 2.00 p. m.** (for Sl. No. 1 to 8) & **24.12.2025 up to 2.00 p. m.** (for Sl. No. 9 to 11). The bid forms and other details are available on and from **12.12.2025 from 12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 11). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 11).

The **Executive Engineer (Electrical)/ Lighting/Zone-IV/Borough-XII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/102/APAS/01/ 150/186/0001/25-26** Name of the Work: **Installation of Lighting arrangement at Booth No. 186 surrounding areas in Ward No.-102, Br-XII.** Estimated Amount: **₹ 3,50,429.27.** Earnest Money: ₹ **7,100.00**. Period of Completion: **21 days.**

2. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/102/APAS/01/ 150/187/0001/25-26** Name of the Work: **Installation of Lighting arrangement at Booth No. 187 surrounding areas in Ward No.-102, Br-XII.** Estimated Amount: **₹ 3,52,361.80.** Earnest Money: ₹ **7,100.00**. Period of Completion: **21 days.**

3. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/102/APAS/01/ 150/189/0001/25-26** Name of the Work: **Installation of Lighting arrangement at Booth No. 189 surrounding areas in Ward No.-102, Br-XII.** Estimated Amount: **₹ 4,99,656.75.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **21 days.**

4. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/102/APAS/01/ 150/192/0001/25-26** Name of the Work: **Installation of Lighting arrangement at Booth No. 192 surrounding areas in Ward No.-102, Br-XII.** Estimated Amount: **₹ 4,99,727.22.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **21 days.**

5. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/102/APAS/01/ 150/199/0001/25-26** Name of the Work: **Improvement of Lighting arrangement at 199 No. Booth surrounding areas in Ward No.-102, Br-XII.** Estimated Amount: **₹ 3,50,420.71.** Earnest Money: ₹ **7,100.00**. Period of Completion: **21 days.**

6. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/102/APAS/01/ 150/200/0001/25-26** Name of the Work: **Installation of lighting arrangement at 200 No. Booth surrounding areas in Ward No.-102, Br-XII.** Estimated Amount: **₹ 3,52,375.23.** Earnest Money: ₹ **7,100.00**. Period of Completion: **21 days.**

7. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/102/APAS/01/ 150/201/0001/25-26** Name of the Work: **Installation of lighting system at Booth No. 201 surrounding areas in Ward No.-102, Br-XII.** Estimated Amount: **₹ 3,48,723.69.** Earnest Money: ₹ **7,000.00**. Period of Completion: **21 days.**

8. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/102/APAS/01/ 150/202/0001/25-26** Name of the Work: **Installation of lighting arrangement at Booth No. 202 surrounding areas in Ward No.-102, Borough-XII.** Estimated Amount: **₹ 3,47,809.11.** Earnest Money: ₹ **7,000.00**. Period of Completion: **21 days.**

9. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/102/APAS/01/ 150/193/0001/25-26** Name of the Work: **Installation of lighting system at Booth No. 193 surrounding areas in Ward No.-102, Borough-XII.** Estimated Amount: **₹ 3,48,137.18.** Earnest Money: ₹ **7,000.00**. Period of Completion: **21 days.**

10. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/102/APAS/ 01/150/194/0001/25-26** Name of the Work: **Installation of lighting system at Booth No. 194 surrounding areas in Ward No.-102, Borough-XII.** Estimated Amount: **₹ 3,49,351.68.** Earnest Money: ₹ **7,000.00**. Period of Completion: **21 days.**

11. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/108/APAS/ 01/150/40/0001/25-26** Name of the Work: **Improvement of street lighting system at South Purbachal Road, Purbachal Dakshin Para etc. areas in Ward No.-106, Br-XII.** Estimated Amount: **₹ 3,92,800.58.** Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of Completion: **20 days.**

12. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/106/APAS/ 01/150/44/0002/25-26** Name of the Work: **Improvement of street lighting system at Lalbahadur Sastri Road and others adjacent areas in Ward No.-106, Borough-XII.** Estimated Amount: **₹ 4,94,067.85.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **20 days.**

13. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/108/APAS/ 01/149/277/0001/25-26** Name of the Work: **Improvement of street lighting system at VIP Nagar and other adjacent areas in Ward No.-108, Br-XII.** Estimated Amount: **₹ 4,97,156.90.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **20 days.**

14. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/108/APAS /01/ 149/277/0002/25-26** Name of the Work: **Improvement of park lighting system at VIP Nagar Pond and Park etc. areas in Ward No.-108, Br-XII.** Estimated Amount: **₹ 4,97,906.72.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **20 days.**

15. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/101/APAS/ 01/150/289/0001/25-26** Name of the Work: **Development of lighting system at Amrakajan Club, Amartya Sen Uddayan, G-94 Baghajatin and Adjacent area in Ward No.-101.** Estimated Amount: **₹ 2,96,239.52.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **20 days.**

16. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/101/APAS/ 01/ 150/304/0001/25-26** Name of the Work: **Installation of lighting accessories with LED fittings at Phool Bagan Jalashaya, Amartya Sen Shshu Uddyan, Jetaji Subhas Chandrapark and surrounding Phool Bagan area of part No. 304 in Ward No.-101.** Estimated Amount: **₹ 4,96,676.57.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **20 days.**

17. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/108/APAS/ 01/149/305/0001/25-26** Name of the Work: **Improvement of lighting arrangement at Bihari Para and other adjacent areas in Ward No.-108, Borough-XII.** Estimated Amount: **₹ 4,95,842.92.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **20 days.**

18. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/101/APAS/ 01/150/306/0001/25-26** Name of the Work: **Improvement of lighting arrangement with Minimast and others lighting system at near of Part No.-306 of Ward No.-101, Br.-XII.** Estimated Amount: **₹ 4,97,249.52.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **20 days.**

19. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/108/APAS/ 01/149/308/0001/25-26** Name of the Work: **Improvement of lighting arrangement at different areas of part no.- 308 of Majhi Para Ward No.-108, Borough-XII.** Estimated Amount: **₹ 4,93,681.20.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **20 days.**

20. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/108/APAS/ 01/149/316/0001/25-26** Name of the Work: **Improvement of lighting arrangement at 3 No. Kalikapur and other adjacent areas in Ward No.-108, Br-XII.** Estimated Amount: **₹ 4,97,386.19.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **20 days.**

21. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/105/APAS/ 01/150/15/0001/25-26** Name of the Work: **Essential renovation works by supplying LED light fixture with other accessories at Nelinagar and Jadavgarh area in Ward No.-105, Br-XII.** Estimated Amount: **₹ 2,99,868.96.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **7 days.**

22. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/105/APAS/ 01/150/6/0001/25-26** Name of the Work: **Essential renovation works by supplying LED light fixture with other accessories at Kayashta Para Main Road in Ward No.-105, Borough-XII.** Estimated Amount: **₹ 4,99,964.41.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **10 days.**

23. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/105/APAS/ 01/150/3/0002/25-26** Name of the Work: **Renovation and improvement of Street Light, Decorative Light at K.P. Roy Lane and surrounding areas in Ward No.-105.** Estimated Amount: **₹ 4,99,922.02.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **7 days.**

24. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/107/APAS/ 01/149/264/0001/25-26** Name of work: **Essential Renovation works by supplying LED light fixture with other accessories at Bidhan Nagar, Saradapally and Picnic Garden Area in Ward No.-107 under Br-XII.** Estimated Amount: **₹ 4,99,655.29.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **10 days.**

25. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/107/APAS/ 01/149/ 261/0001/25-26** Name of work: **Development of lighting system by LED fittings with Poles at Amrabati Para, Naskarhat & surrounding areas in Ward-107, Br-XII.** Estimated Amount: ₹ **2,99,937.34.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **10 days.**

26. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/107/APAS/ 01/149/262/0001/25-26** Name of work: **Improvement of lighting arrangement by installation of LED fittings with poles at Picnic Garden, Naskarhat and adjacent areas in Ward-107, Borough-XII.** Estimated Amount: ₹ **2,99,926.21.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **10 days.**

27. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/107/APAS/ 01/149/227/0001/25-26** Name of work: **Essential renovation works by supplying LED light fixture with other accessories at P.Majumder Road and Sadhur Bagan area in Ward No.-107 under Borough-XII.** Estimated Amount: ₹ **4,99,865.46.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **10 days.**

28. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/107/APAS/ 01/ 149/253/0001/25-26** Name of work: **Development of street lighting system with Mini Mast and other lighting arrangement at Durga Mandir and adjacent areas in Ward No.-107.** Estimated Amount: ₹ **4,99,857.85.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **10 days.**

29. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/107/APAS/ 01/149/260/0001/25-26** Name of work: **Improvement of lighting arrangement by various LED light fittings with poles at Naskarhat Uttar Para Park and surrounding areas in Ward No.-107.** Estimated Amount: ₹ **4,99,865.12.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **10 days.**

30. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/108/APAS/ 01/150/293/0001/25-26** Name of work: **Development of lighting system by 200W LED fitting and poles at Phool Bagan and adjacent areas of part no.-293 in Ward No.-101.** Estimated Amount: ₹ **4,91,705.03.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **20 days.**

31. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/106/APAS/ 01/150/298/0001/25-26** Name of work: **Development of lighting system by LED fittings with poles at Phool Bagan near Sahid Bedi and adjacent area of part no.-298 in Ward No.-101.** Estimated Amount: ₹ **4,98,936.51.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **20 days.** Last date and time of submission of Bid: **29.12.2025, 5.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 4), **26.12.2025, 5.00 p.m.** (for Sl. No. 5 & 6), **24.12.2025, 5.00 p.m.** (for Sl. No. 7 & 8), **25.12.2025, 5.00 p.m.** (for Sl. No. 9 &10), **27.12.2025 up to 3.00 p.m.** (for Sl. No. 11 to 14), **31.12.2025 up to 3.00 p.m.** (for Sl. No. 15 to 20), **30.12.2025 up to 3.00 p.m.** (for Sl. No. 21 to 29) & **03.01.2026 up to 3.00 p.m.** (for Sl. No. 30 & 31). The bid forms and other details are available on and from **27.11.2025, 5.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3, & 5 to 10), **28.11.2025, 5.00 p.m.** (for Sl. No. 4), **29.11.2025 from 2.00 p.m.** (for Sl. No. 11 to 14), **03.12.2025 from 2.00 p.m.** (for Sl. No. 15 to 20), **05.12.2025 from 3.00 p.m.** (for Sl. No. 21 to 29) & **03.12.2025 from 2.00 p.m.** (for Sl. No. 30 & 31). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 31).

CORRIGENDUM

NIT No.: **APAS/103/150/175/01/008/25-26** Published in this Newspaper on **24.11.2025** (Key No. **1472/25-26)** of **Engineering (Civil) Br-XI Department**. Date and time of opening of bid will be **19.12.2025 at 12.00 noon** instead of 19.12.2025 at 5 .p.m.

(1) NIT No.: **APAS/103/150/156/01/011/25-26,** (2) NIT No.: **APAS/103/150/176/ 02/010/ 25-26,** (3) NIT No.: **APAS/104/150/ 89/02/010/25-26,** Published in this Newspaper on **25.11.2025** (Key No. **1483/25-26)** of **Engineering (Civil Br-XI Department)**.(for Sl.No. 1 to 3) Date and time of opening of bid will be **22.12.2025 at 12.00 noon** instead of 22.12.2025 at 5 .p.m. (for Sl. No. 1) and **20.12.2025 at 12.00 noon** instead of 20.12.2025 at 5.00 p.m. (for Sl. No. 2 and 3)

NIT No.: **APAS/104/150/90/02/011/25-26** Published in this Newspaper on **26.11.2025** (Key No. **1503/25-26)** of **Engineering (Civil) Borough-XI Department**. Date and time of opening of bid will be **24.12.2025 at 12.00 noon** instead of 24.12.2025 at 5 .p.m.

1604/25-26

অতি শীঘ্রই শুরু হবে আইএসএল, প্রতিশ্রুতি কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বরঃ আর্থিক টানাপোড়েন, নীতিগত অচলাবস্থা, বাণিজ্যিক সাহায্যের অভাব- সব মিলিয়ে ভারতীয় ফুটবল অতল সংকটে। সেই জট কাটাতে বুধবার সরাসরি মাঠে নামলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য। দিল্লিতে এক ম্যারাথন বৈঠকে তিনি তলব করেন এআইএফএফ প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবে, আইএসএল-আই লিগ ক্লাব প্রতিনিধি, সম্ভাব্য বিডার, এআইএফএফ-এর বাণিজ্যিক অংশীদার এফএসডিএল এবং বিভিন্ন ওটিটি প্ল্যাটফর্মকে। বৈঠকের মূল সুর ছিল একটাই-এই স্থবিরতা আর চলবে না। শুরুতেই মাণ্ডব্য প্রশ্ন তুললেন, ভারতীয় ফুটবল এমন অবস্থায় পৌঁছল কীভাবে? কেন দেশের টপ-টিয়ার লিগ পরিচালনায় এখন কেউ আগ্রহী নয়? স্পষ্ট জবাব মেলেনি। দিল্লি এফসি-র রঞ্জিত বাজাজ জানালেন-তৃণমূল স্তরের বিকাশে কাজ হয়নি। তাই পরিস্থিতি এতটা খারাপ। মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, ক্রীড়ামন্ত্রী সোজাসুজি সওয়াল তোলেন-'পরিস্থিতি এতটা বাইরে চলে গেল কীভাবে? কেন বাণিজ্যিক সঙ্গী পাওয়া যাচ্ছে না?'' উপস্থিত এআইএফএফ ও ক্লাব কর্তাদের তিনি যথেষ্ট 'নিন্দামন্দ' করেছেন বলেও খবর। প্রসঙ্গত, জুলাইতেই এফএসডিএল এআইএফএফ-কে জানায়-১৫ বছরের মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট নবীকরণে অনিশ্চয়তার কারণে আইএসএল আপাতত 'অন হোল্ড'। পরে সুপ্রিম কোর্ট অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নাগেশ্বর রাও-কে নিযুক্ত করে নতুন বাণিজ্যিক সঙ্গীর খোঁজ শুরু হয়। কিন্তু আইএসএল-এর কমার্শিয়াল রাইটসের টেন্ডারে কেউ আগ্রহ দেখায়নি। বিচারপতি রাও সুপ্রিম কোর্টকে জানান-এআইএফএফ-এর কর্তৃত্ব বজায় রাখা ও বিডারদের বাণিজ্যিক স্বার্থ-দুই দিক সামলানোর মতো কাঠামো দরকার। বুধবারের বৈঠকে সেই সমস্যারই বিচার-বিশ্লেষণ চলে। সম্ভাব্য বিডারদের সাফ বক্তব্য-বর্তমান টেন্ডার

শর্তে আইএসএল বাণিজ্যিক অধিকার নেওয়া অলাভজনক। এফএসডিএল জানায়-''ভারতয় ফুটবল আর্থিকভাবে মজবুত নয়!'' প্রশ্ন ওঠে-এফএসডিএল প্রতি বছর আইএসএল ক্লাবকে ২ কোটি টাকা দেয়, তা-সত্ত্বেও জাতীয় দলে যথেষ্ট খেলোয়াড় কোথায়? ক্লাব প্রতিনিধিরা আরও অভিযোগ করেন-বড়-ছোট ক্লাব একসঙ্গে বাড়ছে না। ছোট ক্লাবের খেলোয়াড় বড় ক্লাব কিনলেও সেই অর্থ তাদের উন্নয়নে কাজে লাগছে না। গ্রাম-মফস্বল উপেক্ষিত। ফুটবলকে কেবল মেট্রো-কেন্দ্রিক রাখার মানসিকতা নিয়েও আপত্তি ওঠে। আই-লিগ ক্লাবরা সমস্বরে 'একীকৃত লিগ'-এরও প্রস্তাব তোলে। অন্যদিকে এআইএফএফ জানায়-২০টিরও বেশি জাতীয় টুর্নামেন্ট আয়োজনের খরচই বিশাল। আর্থিক দিক খানিক স্বচ্ছ করতে হলে 'মিনিমাম গ্যারান্টিড' পেমেন্ট কমানো যায় কি না-এই ভাবনাও চলছে। মাণ্ডব্য যদিও এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। মোট কথা-ভারতীয় ফুটবলের আর্থিক কাঠামো, ক্লাব-ফেডারেশন সম্পর্ক, লিগ পরিচালনার মডেল-সবকিছুই তলিয়ে দেখা হচ্ছে। মন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন-অচলাবস্থা আর বরদাস্ত করা হবে না। কয়েক দিনের মধ্যেই সমস্যার সমাধান নিয়ে সরকার রোডম্যাপ সামনে আনবে। এখন দেখার-সেই রূপরেখা নড়বড়ে ভারতীয় ফুটবলকে আদৌ তুলে দাঁড় করায় কি না। শোনা যাচ্ছে দেশের ফুটবলের ক্ষতি রোধ করতে এবার আইএসএলের আয়োজনে যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকা নিতে চলেছে কেন্দ্র। ফুটবলারদের যাতে কোনোভাবেই সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয় সেদিকেও নজর রাখার কথা উঠে এসেছে। সেই নিয়ে জরুরী ভিত্তিতে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ আয়োজন নিয়ে বিশেষ আলোচনার উল্লেখ করা হয়েছে। হিসাব অনুযায়ী দেখলে এই নতুন মাসের ৮ তারিখেই ফেডারেশনের সঙ্গে চুক্তি শেষ হতে চলেছে আয়োজক সংস্থা এফএসডিএলের। তাই সবদিক মাথায় রেখেই অতি দ্রুততার সাথে সমস্যা সমাধানে বদ্ধপরিকর সকলে।

শুধু লাল বল নয়, ঘুণ ধরেছে ওয়ানডেতেও!

রায়পুরের পরাজয়ে বাড়ল গৌতম গম্ভীরের দুশ্চিন্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন

রাঁচির ১৭ রানের জয় যে ভারতকে ভরসা দেবে, তা-ই মনে করেছিলেন বিশেষজ্ঞদের বড় অংশ। কিন্তু রায়পুরে ৩৫৯ তুলেও দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে সহজে হার-এটা শুধু ভুল টস বা 'ডিউ ফ্যাক্টর'-এর গল্প নয়। ওয়ানডে ফরম্যাটেও ভারতের পুরনো রোগ ফের মাথা তুলেছে। শেষের ওভারে 'ফিনিশিং'-এর ঘাটতি, মাঝ ও শেষ পর্যায়ে গতি ধরে রাখতে না পারা আর বোলারদের হাতে ভেজা বল-সব মিলিয়ে গৌতম গম্ভীরের জন্য সতর্কবার্তা আরও প্রবল হল। হিসেব ছিল সহজ-স্কোরবোর্ডে ৩৫৯ রান। মানে প্রেশার তৈরি হওয়ার কথা। কিন্তু শুরু থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটাররা যে আত্মবিশ্বাস দেখাল, তাতে স্পষ্ট, টার্গেটটা নামেই বড়। ভারত প্রথম ইনিংসেই অন্তত ২০-৩০ রান কম তুলেছে। বিরাট কোহলির ফের সেঞ্চুরি, রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের প্রথম ওয়ানডে শতরান-দু'জন মিলে ১৯৫ রানের জুটি। সেই প্ল্যাটফর্ম থেকে শেষ ১১ ওভারে স্রেফ ৭৪ রান-এটা আধুনিক ওয়ানডেতে অক্ষমণীয় ভুল! ৩৬তম ওভারে স্কোর ছিল ২৫৭/২। চোখ বন্ধ করে ৩৭০-৩৮০ তুলে নেওয়া যেত। কিন্তু ৪১তম ওভারে পৌঁছতেই ২৮৯/৫। ওয়াশিংটন সুন্দর ১ রানে আউট, জাদেজা ২৪ বলে ২৭-কেউই ম্যাচের গতি বুঝে রান তোলার চাপ নিলেন না। আবারও ত্রাতা কেএল রাহুল। একাই ঠেকালেন ধস, করলেন ৬৬। মানে কাঠামো বাঁচানো, ফিনিশারের ভূমিকায় যেতেই পারলেন না! ফলে ৩৫৮-এর

স্কোর দেখাল বড়-কিন্তু আদতে যথেষ্ট নয়। বল হাতেও নগ্ন ভারতের সবচেয়ে বড় সংকট। যেটা রাঁচি ঢেকে ঢেকে গিয়েছিল-রায়পুর তা বে-আব্রু করে দিল। বছরের পর বছর টিম ইন্ডিয়া ওয়ানডে ক্রিকেটে নির্ভরযোগ্য 'ফিনিশার' খুঁজে পাচ্ছে না। হার্দিক পাণ্ডিয়া চোটে জর্জরিত, তাই তাঁর উপর ভরসা করা যায় না। রাহুল ফিনিশার নন-গেম ম্যানেজ করেন। শেষ ১০ ওভারে ম্যাচের গতি পাল্টানোর জন্য প্রয়োজন অন্য ধরনের ব্যাটার। সামনে ২০২৭ বিশ্বকাপ। এখন থেকেই প্রস্তুতি জরুরি। সেই জায়গায় রিঙ্কু সিং স্পষ্ট বিকল্প। ম্যাচ পড়তে দড়, প্রথম বল থেকেই মারতে পারেন, প্রেশারে শান্ত-এটাই ফিনিশারের আধুনিক সংজ্ঞা। রিয়ান পরাগও 'মাল্টি-ডাইমেনশনাল'। অক্ষর-জাদেজা একই ছাঁচের। কিন্তু নতুন ফরম্যাটে প্রয়োজন অন্য ধরনের রিস্ক-টেকার। রাঁচি ও রায়পুর দুটো ম্যাচই এক স্ক্রিপ্টে লেখা-টস হার, বিরাটের সেঞ্চুরি, ৩৫০ ছোঁয়া স্কোর, শিশিরে বোলারদের ব্যর্থতা, আর সব মিলিয়ে জয় হাতছাড়া। দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের ব্যাটিং গভীরতা দিয়ে কাজটা সহজ করে তুলেছে। মার্করাম ১১০, ব্রিটজকে ৬৮, ব্রেভিস ৫৪-তারপর মহারাজ-বোশ জুটি খেলার ইতি টানল শান্ত মাথায়। একদিকে ভারতের শেষ পাঁচ ওভার-৪১ রান। দক্ষিণ আফ্রিকা তুলল ৬১। সেখানেই ম্যাচ হেরে গেলেন রাহুলরা! গম্ভীর বরাবরই ওয়ানডে-তে একটা শক্তিশালী, নির্দিষ্ট কাঠামোর দাবি জানিয়ে এসেছেন। কিন্তু রায়পুর দেখিয়ে দিল-একদিনের ক্রিকেটে 'ডেথ ওভার' স্ট্র্যাটেজি এখনও অনির্দিষ্ট, অগোছালো ও ব্যাটিং-রোলে স্পষ্টতা নেই। এই পরাজয় শুধু এক ম্যাচের নয়-এটা ইঙ্গিত দিচ্ছে ভারতের ওয়ানডে চিন্তাধারায় বড় রদবদলের প্রয়োজন। নয়তো ৩৫০-এর উপর স্কোর করেও বারবার হোঁচট খাওয়ার দুর্ভাগ্য চলতেই থাকবে।

জার্মানিতে হবে ২০২৯ নারী ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ

নিয়ন, ৪ ডিসেম্বরঃ সুইজারল্যান্ডে নিয়নে ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্তা সংস্থার (উয়েফা) নির্বাহী পরিষদের সভায় খবরটি জানিয়েছেন এর সভাপতি আলেকজান্দের চেফেরিন। ২০২৯ সালের আসরের আয়োজক হওয়ার লড়াইয়ে ছিল পোল্যান্ড এবং যৌথভাবে ডেনমার্ক ও সুইডেন। তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয় জার্মানি। ডেনমার্ক-সুইডেন পায় দুই ভোট, পোল্যান্ড কোনো ভোট পায়নি। ১৬ দলের অংশগ্রহণে আসরটি হবে জার্মানির আটটি স্টেডিয়ামে। টুর্নামেন্টের

রেকর্ড আটবারের চ্যাম্পিয়ন জার্মানিতে এবার দিয়ে তৃতীয়বার হবে এর আসর। এর আগে ২০০১ সালে ও ১৯৮৯ সালে তৎকালীন পশ্চিম জার্মানিতে হয়েছিল আগের দুটি আসর। দুইবারই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তারা। ইউরোর সবশেষ আসর মাঠে গড়ায় গত জুলাইয়ে, সুইজারল্যান্ডে। ফাইনালে স্পেনকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয় ইংল্যান্ড।

শুরু ও শেষের গোলে ৫ পয়েন্টে এগিয়ে গেল আর্সেনাল

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ৪ ডিসেম্বরঃ এমিরেটস স্টেডিয়ামে বুধবার রাতে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ২-০ গোলে জিতেছে আর্সেনাল। মিকেল মেরিনো দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান বুকায়ো সাকা। গত এপ্রিলে ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে ঘরের মাঠে এগিয়ে গিয়েও পয়েন্ট হারাতে হয়েছিল আর্সেনালকে। এবার সেই দলকে হারিয়েই জয়ের পথে ফিরল মিকেল আর্তেতার দল। ১৪ ম্যাচে ১০ জয় ও ৩ ড্রয়ে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল। ৫ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে ম্যানচেস্টার সিটি। আরও তিন দলের সমান ১৯ পয়েন্ট নিয়ে ১৩ নম্বরে আছে ব্রেন্টফোর্ড। ম্যাচের একাদশ মিনিটে লক্ষ্যে প্রথম প্রচেষ্টাতেই এগিয়ে যায় আর্সেনাল। ডান দিক থেকে বেন হোয়াইটের ক্রসে হেডে গোলটি করেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার মেরিনো। টানা দ্বিতীয় ম্যাচে জালের দেখা পেলেন তিনি। গত রবিবার চেলসির মাঠে পিছিয়ে পড়ার পর, তার গোলেই একটি পয়েন্ট পায় আর্তেতার দল। ২১তম মিনিটে দাভিদ রায়ার অসাধারণ সেভ এবং কিছুটা সৌভাগ্যের ছোঁয়ায় এগিয়েই থাকে আর্সেনাল। কেভিন শাডার জোরাল হেড দারুণ ক্ষিপ্রতায় রুখে দেন স্প্যানিশ গোলরক্ষক, বল তার হাতে লেগে ক্রসবারে বাধা পায়। বিরতির পরও অধিকাংশ সময় পজেশন ধরে রাখে আর্সেনাল। ৬৬তম মিনিটে দারুণ একটি সুযোগ পায় তারা, তবে রিকার্দো কালাফিওরির ডি-বক্সের

বাইরে থেকে নেওয়া শট ঝাঁপিয়ে আটকান গোলরক্ষক। অবশেষে যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে সব অনিশ্চয়তার ইতি টানেন সাকা। মেরিনোর থ্রু বল ধরে ডি-বক্সে ঢুকে, একজনকে কাটিয়ে জোরাল শটে গোলটি করেন ইংলিশ ফরোয়ার্ড। ক্ষিপ্রতায় এক হাত দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করেন গোলরক্ষক, কিন্তু তিনি কেবল বলের গতির কমাতে পারেন। এক ড্রপে বল চলে যায় গোললাইন পেরিয়ে। আর শিরোপাপ্রত্যাশী আর্সেনাল পৌঁছে যায় জয়ের ঠিকানায়।

অ্যানফিল্ডে কোনোমতে হার এড়াল লিভারপুল

লিভারপুল, ৪ ডিসেম্বরঃ অ্যানফিল্ডে বুধবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর সান্ডারল্যান্ডকে এগিয়ে নেন তালবি। দলটির ডিফেন্ডার নর্দি মুকিয়েলের আত্মঘাতী গোলে সমতা ফেরে ম্যাচে। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা তিন হারের পর গত রবিবার ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের মাঠে লিগ ম্যাচে ২-০ গোলে জিতেছিল

লিভারপুল। সেই ধারা ধরে রাখতে পারল না শিরোপাধারীরা। ১৪ ম্যাচে সাত জয় ও এক ড্রয়ে ২২ পয়েন্ট নিয়ে অষ্টম স্থানে আছে লিভারপুল। ২৩ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে সান্ডারল্যান্ড। ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল। ৫ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে ম্যানচেস্টার সিটি। লিভারপুল ক্যারিয়ারে প্রথমবার পরপর দুটি লিগ ম্যাচে বেঞ্চে থাকতে হয় মোহামেদ সালাহকে। দ্বিতীয়ার্ধে বদলি নেমে তেমন কিছু করতে পারেননি মিশরীয় ফরোয়ার্ড। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে জমে ওঠা লড়াইয়ে নবম মিনিটে প্রথম সুযোগ পায় লিভারপুল। দমিনিক সোবোসলাইয়ের শট ঠেকিয়ে দেন সান্ডারল্যান্ড গোলরক্ষক। ২৩তম মিনিটে ফ্লোরিয়ান ভিয়েসের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ করে দেন তিনি। ৩২তম মিনিটে এগিয়ে যেতে পারত সান্ডারল্যান্ড। ২৫ গজ দূর থেকে ট্রাই হিউমের জোরাল শট গোলরক্ষক আলিসনের হাত ছুঁয়ে ক্রসবারে লাগে। প্রথমার্ধের শেষ দিকে দুর্ভাগ্য বাঁধ সাধে লিভারপুলের সামনেও। জো গোমেসের ক্রসে বক্সে আলেক্সিস মাক আলিস্তেরের হেড পোস্টে লাগে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে কোডি হাকপোর জায়গায় সালাহকে নামান লিভারপুল কোচ। ৬৭তম মিনিটে এগিয়ে যায় সান্ডারল্যান্ড। বক্সের বাইরে লিভারপুল অধিনায়ক ভার্জিল ফন ডাইক বল তুলে দেন প্রতিপক্ষের পায়ে। সতীর্থের পাস পেয়ে তালবির নেওয়া শট ফন ডাইকের পিঠে লেগে একটু দিক পাল্টে দূরের পোস্ট দিয়ে জালে জড়ায়। ৮১তম মিনিটে সমতার স্বস্তি ফেরে লিভারপুল শিবিরে। বক্সের ভেতর দারুণ নৈপুণ্যে একজনকে কাটিয়ে শট নেন ভিয়েস। প্রতিপক্ষের মুকিয়েলের পায়ে লেগে দিক পাল্টে জালে জড়ায় বল। গ্রীষ্মের দলবদলে ১০ কোটি পাউন্ডের বিনিময়ে লিভারপুলে যোগ দেওয়া জার্মান অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ভিয়েস এই ক্লাবে তার প্রথম গোল পেয়েছেন বলেই ধারণা করে হচ্ছিল প্রথমে। ধারাভাষ্যকারও তাই বলছিলেন। তবে আত্মঘাতী গোল হিসেবে ধরা হয় এটিকে। যোগ করা সময়ের শেষ দিকে আরেকটি গোল খেতে বসেছিল লিভারপুল। গোলরক্ষকের বাড়ানো বল ধরে এগিয়ে যান ইসুদোর। তার সামনে একমাত্র বাধা ছিলেন গোলরক্ষক। বক্সে ঢুকে আলিসনকে পাশ কাটিয়ে শটও নেন তিনি, কিন্তু ঠেকিয়ে দেন ফেদেরিকো চিয়েসা। আরেক ম্যাচে লিডস ইউনাইটেডের মাঠে ৩-১ গোলে হেরেছে চেলসি। ১৪ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে আছে এন্টসো মারেস্কার দল।

সাফে ইস্টবেঙ্গলের স্বপ্নযাত্রা শুরু, ট্রান্সপোর্ট ইউনাইটেডকে টার্গেট

নিজস্ব প্রতিবেদন

আগের মরসুমে দাপুটে ফুটবল খেলেছিল ইস্টবেঙ্গল ওমেন্স টিম। ইন্ডিয়ান ওমেন্স লিগ জয় করার পাশাপাশি কন্যাশ্রী কাপ ঘরে তুলেছিল লাল-হলুদ ব্রিগেড। সেই সুবাদে এবার এএফসির ওমেন্স চ্যাম্পিয়নস লিগের প্রিলিমিনারী রাউন্ডে খেলার সুযোগ পেয়েছিল লাল-হলুদ শিবির। সেখানে ও প্রথম থেকেই দাপট ছিল রেস্টি নানজিরিদের। যোগ্যতা অর্জন পর্বে একের পর এক শক্তিশালী দলকে হারিয়ে দল স্থান করে নিয়েছিল ওমেন্স চ্যাম্পিয়নস লিগের মূল ভাগে। তারপর গত মাসের মাঝামাঝি সময় চীন উড়ে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দল। সেখানে প্রথম ম্যাচে ও বাজিমাত করেছিল সৌম্যা গুগুলথরা। অনায়াসেই তাঁরা পরাজিত করেছিল ইরানের শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব বাম খাতুন এফসিকে। তারপর আর এক পয়েন্ট নিশ্চিত করতে পারলেই এএফসির এই টুর্নামেন্টের নক আউট পর্বে চলে যেত ইস্টবেঙ্গল। যারফলে সৃষ্টি হতে পারত এক অনন্য রেকর্ড। কিন্তু সেটা সম্ভব

হয়নি। গ্রুপ পর্বের শেষ দুইটি ম্যাচে আটকে যেতে হয়েছিল জিয়ংদার পাশাপাশি নাসাফের কাছে। তবে এক্ষেত্রে দুইটি ম্যাচ হারলেও খানিকটা সম্ভবনা ছিল ময়দানের এই প্রধানের। কিন্তু সেক্ষেত্রে নাসাফের কাছে দুই কিংবা তাঁর থেকে ও কম ব্যবধানে পরাজিত হতে হত মশাল কন্যাদের। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। অনবদ্য লড়াই করে ও শেষ পর্যন্ত গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচের অতিরিক্ত সময় তৃতীয় গোল হজম করেছিল ইস্টবেঙ্গল। যারফলে অনায়াসেই টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যেতে হয় দলকে। সেই নিয়ে যথেষ্ট হতাশ ফুটবলাররা। তবে মহিলা দলের এমন অদম্য লড়াই যথেষ্ট খুশি করেছে সকলকে। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। এবার আর ও এক আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে খেলতে চলেছে মশাল কন্যারা। এবার সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে চলেছে অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের মেয়েরা। সেজন্য, ইতিমধ্যেই প্রতিবেশী দেশ নেপালে পৌঁছে গেছে দল। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আগামী ৮ই ডিসেম্বর টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ। যেখানে তাঁদের প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে ট্রান্সপোর্ট ইউনাইটেড এফসি।

এমবাপের জোড়া গোলে বার্সেলোনার সঙ্গে ব্যবধান কমাল রিয়াল মাদ্রিদ

সাম্প্রতিক সময়ের হতাশা ঝেরে ফেলতে অসাধারণ দুটি গোল উপহার দিলেন কিলিয়ান এমবাপে। দলের আরেক গোলেও রাখলেন অবদান। তার দারুণ নৈপুণ্যে আথলেতিক বিলবাওকে উড়িয়ে দিল রিয়াল মাদ্রিদ।

বিলবাও, ৪ ডিসেম্বরঃ সান মামেসে বুধবার রাতে লা লিগার ম্যাচটি ৩-০ গোলে জিতেছে শাবি আলোন্সোর দল। তাদের আরেক গোলদাতা এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা। দাপুটে জয়ে বার্সেলোনার সঙ্গে ব্যবধান ১ পয়েন্টে নামিয়ে আনল মাদ্রিদের দলটি। আসরে আগের তিন রাউন্ডে রায়ো ভাইয়েকানোর বিপক্ষে গোলশূন্য, এলচের বিপক্ষে ২-২ ও জিরোনার বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করেছিল রিয়াল। দারুণ পারফরম্যান্সে টানা ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠল তারা। ১৫ ম্যাচে ১১ জয় ও ৩ ড্রয়ে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে রিয়াল মাদ্রিদ। তাদের চেয়ে ১ পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা। সমান ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে অষ্টম স্থানে বিলবাও। লা লিগায় টানা তিন ম্যাচে হোঁচট এবং শীর্ষস্থান হারানোর হতাশা, সব মিলিয়ে আগের পাঁচ ম্যাচের মাত্র একটিতে জয়- ভীষণ বাজে সময়ের বলয়ে ঢুকে পড়া রিয়াল কক্ষপথে ফেরার মিশনে দারুণ শুরু করে। প্রথম পাঁচ মিনিটে এমবাপে ও ভিনিসিউসের শট বিলবাওয়ের গোলরক্ষক ঠেকিয়ে দিলেও, সপ্তম মিনিটে আর পারেননি তিনি। নিজেদের সীমানা থেকে উঁচু করে বল বাড়ান ট্রেন্ট অ্যালেকজ্যান্ডার-আর্নল্ড। মাঝমাঠের কাছে দারুণভাবে বল নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার ফাঁকেই একজনকে ফাঁকি দেন এমবাপে, এরপর দ্রুত এগিয়ে আরেকজনকে কাটিয়ে ডি-বক্সের বাইরে থেকে দারুণ শটে দলকে এগিয়ে নেন তিনি। শুরুর চাপ সামলে ধীরে ধীরে পাল্টা

আক্রমণে মনোযোগী হয় বিলবাও। ২৫তম মিনিটে দারুণ একটি সুযোগও তৈরি করে তারা তবে গোর্খা গুরুজেতার জোরাল শট দারুণভাবে রুখে দেন থিবো কোর্তোয়া। পাঁচ মিনিট পর আবার প্রতিপক্ষের রক্ষণে ভীতি ছড়ায় আয়োজকরা এবং কোর্তোয়ার আরেকটি দুর্দান্ত সেভ এগিয়ে রাখে রিয়ালকে। এবার স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড বেরেংগেরের শট পোস্ট থেকে একটু এগিয়ে আটকান বেলজিয়ান গোলরক্ষক। প্রতি-আক্রমণে ৩৮তম মিনিটে ব্যবধান বাড়াতে পারতেন ভিনিসিউস। কিন্তু ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের শট আবার ঠেকিয়ে দেন উনাই সিমোন। এর চার মিনিট পর চমৎকার গোছানো এক আক্রমণে ব্যবধান দ্বিগুণ করে দলটি। পাসিং ফুটবলে অসাধারণ গোছানো এক আক্রমণের ফল হয়ে আসে গোলটি, যেখানে জড়িয়ে রিয়ালের প্রায় সব খেলোয়াড়। সবশেষে বাঁ পোস্ট থেকে এমবাপের হেড পাস আরেক পোস্টে ফাঁকায় পেয়ে হেডেই গোলটি করেন কামাভিঙ্গা। বিরতির পর দূরপাল্লার শটে কোর্তোয়ার পরীক্ষা নেন মিকেল। দারুণ দৃঢ়তায় একহাত দিয়ে বল ক্রসবারের ওপর দিয়ে বাইরে পাঠান তিনি। বিলবাও সফল না হলেও, কিছুক্ষণ পর দূর থেকে নেওয়া শটে বাজিমাত করেন এমবাপে। আলভারো কারেরাসের পাস পেয়ে, আচমকা ২৫ গজ দূর থেকে বুলেট গতির শট নেন ফরাসি তারকা, পোস্ট ঘেঁষে তা ঠিকানা খুঁজে পায়। এবারের লা লিগায় ১৫ ম্যাচে বিশ্বকাপ জয়ী ফরোয়ার্ডের গোল হলো ১৬টি। ৮ গোল করে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে আছেন বার্সেলোনার ফেররান তরেস। ফল নিয়ে অনিশ্চয়তা প্রায় কেটে যাওয়ায় ৭৮তম মিনিটে একসঙ্গে এমবাপে ও ভিনিসিউসকে তুলে নেন কোচ, একই সঙ্গে এদের মিলিতাওকেও। তাদের জায়গায় নামেন রদ্রিগো, ব্রাহিম দিয়াস ও গন্সালো গার্সিয়াকে। ৮২তম মিনিটে ডি-বক্সের বাইরে থেকে ফেদেরিকো ভালভের্দের শট ঠেকিয়ে ব্যবধান বাড়তে দেননি সিমোন। তবে, তার সতীর্থরা বাকি সময়ে তেমন কিছুই করতে পারেনি। তাইতো, নির্ধারিত সময়ের বেশ কিছুক্ষণ বাকি থাকতেই বিলবাওয়ের অনেক সমর্থককে স্টেডিয়াম ছাড়তে দেখা যায়।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com